চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 91 Thursday, 2 March, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ৯১ সংখ্যা ✱ ১৭ ফাল্গুন, ১৪২৯, বৃহস্পতিবার, ২ মার্চ, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

‘চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে কমিশনই’

বরখাস্ত শিক্ষকদের আবেদন শুনলই না ডিভিশন বেঞ্চ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ মার্চঃ বরখাস্ত শিক্ষকদের আবেদন শুনল না কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সুব্রত তালুকদার ও বিচারপতি সুপ্রতীম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সিঙ্গল রায় হস্তক্ষেপ করল না ডিভিশন বেঞ্চ। স্বাভাবিকভাবেই চাকরিহারাদের অস্বস্তি বজায় থাকল ডিভিশন বেঞ্চেও। বিচারপতি সুব্রত তালুকদার স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কোন অন্তর্বতী স্থগিতাদেশ নয় সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ে। বিচারপতি এর দায়িত্ব দিয়েছে কমিশনকেই। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, ‘‘কমিশনই সর্বশেষ সিদ্ধান্ত নেবে চাকরি থাকবে কিনা। ন্যাচারাল জাস্টিস কোনও স্ট্রেট জ্যাকেট হতে পারে না। ওএমআর শিট বিকৃতি হয়নি বা এটা তাদের নয় বলে কোন মামলাকারী বলেননি।’’ বিচারপতি বলেন, ‘‘প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আইনে চলার ক্ষমতা আছে। সেক্ষেত্রে কমিশন মনে করলে চাকরি থাকবে না।’’ উল্লেখ্য, হাইকোর্টের নির্দেশে চাকরি গেছে নবম-দশম শ্রেণির ৮০৫ জন ‘অযোগ্য’ শিক্ষক ও ১৯১১ জন গ্রুপ ডি কর্মীর। দুই ক্ষেত্রেই চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে মামলা দায়ের হয়। নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুব্রত তালুকদারের ডিভিশন বেঞ্চে যান ৮০৫ জন শিক্ষক। কিন্তু এদিনের শুনানিতে বিচারপতির পর্যবেক্ষণে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে আসে। প্রথমত, ওএমআর শিট বিকৃতিতে অভিযুক্ত একজনও মামলাকারী দাবি করেননি, যে ওএমআর শিট বিকৃতি হয়নি। দুই, যে ওএমআর শিট প্রকাশিত করা হয়েছে, সেটা যে তাঁদের নয়, তাও দাবি করা হয়নি বরখাস্ত শিক্ষক ও গ্রুপ ডি কর্মীদের তরফে। তিন, নিয়োগকারী সংস্থা হিসাবে কমিশনেরও বেশ কিছু আইন রয়েছে। তার ভিত্তিতে তাঁরা এই শিক্ষক ও কর্মীদের ক্ষেত্রে বরখাস্ত সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এদিন বিচারপতি সেটিই স্পষ্ট করে দেন।

শান্তিপ্রসাদের বাড়ি থেকে উদ্ধার দেড় কেজি সোনা ও বিপুল টাকা

সিবিআই তল্লাশিতে মিলল ‘যখের ধন’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ মার্চঃ এসএসসি তদন্তে আবার উদ্ধার প্রচুর নগদ টাকা। শান্তিপ্রসাদ সিনহার বাড়িতে তল্লাশি সিবিআইয়ের। সেখান থেকেই উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। তবে শুধু টাকা নয়, উদ্ধার হয়েছে প্রায় দেড় কিলোগ্রাম সোনা। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা। উদ্ধার হয়েছে ১৫০০ চাকরিপ্রার্থীর তালিকা ও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি। এসপি সিনহার বাইপাসের ধারের একটি বাড়ি থেকে এই বিপুল পরিমাণ টাকা ও সোনা উদ্ধার হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। প্রসঙ্গত, এসএসসি কেলেঙ্কারিতে একাদশ ও দ্বাদশের নিয়োগকাণ্ডের তদন্ত করতে গিয়ে এসপি সিনহার এই বাড়ির খোঁজ পেয়েছিল তদন্তকারীরা। যদিও এই বাড়ি বেনামে কেনা বলে জানতে পারা যাচ্ছে। সেখানেই গতকাল রাত থেকে দফায় দফায় তল্লাশি চলে। প্রসঙ্গত, এর আগে এসপি সিনহার সার্ভে পার্কের বসত বাড়িতে একাধিকবার তল্লাশি চালানো হয়েছিল। কিন্তু, সেই তল্লাশি অভিযানগুলিতে সেভাবে কিছু পাওয়া যায়নি। তারপরই

এসপি সিনহা ছাড়াও উদদেষ্টা কমিটিতে আরও যাঁরা ছিলেন তাঁদের দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জানা যায়, বাইপাসের ধারের এই বাড়িটির কথা। তারপরই সেখানে হানা দেন তদন্তকারীরা। তবে সেখানে এই বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি থাকতে পারে তা শুরুতে অনুমান করতে পারেননি কেউই। একইসঙ্গে বিপুল সোনাদানা ও টাকার পাশাপাশি আরও অনেক সম্পত্তির দলিল এই বাড়ি থেকে পাওয়া গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। যাও খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। সে সম্পত্তি সবই এসপি সিনহার নিজের নাকি এর সঙ্গে অন্য কেউ যুক্ত রয়েছেন তা নিয়ে শুরু হয়েছে চাপানউতর। প্রসঙ্গত, সিবিআই প্রথম থেকেই বলে আসছে এই দুর্নীতিতে আরও কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। যা পাওয়া গিয়েছে তা হিমশৈলের চূড়ামাত্র। যদিও কোথায় কত টাকা কার কার কাছে রয়েছে তা নিয়ে চাপানউতর চলছিলই। এরমধ্যে এসপি সিনহার বাড়ি থেকে বিপুল টাকা ও সোনার খোঁজ মেলায় তা নিয়ে নতুন করে চাপানউতর শুরু হয়েছে। এদিকে নিয়োগ কেলেঙ্কারি তদন্তে নেমে এর আগে একাধিকবার হাইকোর্টের ভর্সনার মুখে পড়েছে সিবিআই। তদন্তের গতি শ্লথ হওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিচারকরা। এরইমধ্যে এবার নতুন করে টাকা উদ্ধার হওয়ায় সিবিআই আধিকারিকরা বেশ খানিকটা নতুন অক্সিজেন পাবেন বলে মনে করেছে ওয়াকিবহাল মহলের একটা বড় অংশ।

‘বেতন দিতে না পারলে, চেয়ার ছাড়ুন’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ মার্চঃ রাজ্যের পুরমন্ত্রী তথা কলকাতা পুরনিগমের মেয়র ফিরহাদ হাকিম গতকাল রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন, তার জেরে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়েছে পুরনিগমের সরকারি কর্মচারীদের একাংশের অন্দরে। ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্যের প্রতিবাদে সরব হয়েছেন বামপন্থী ক্লার্কস ইউনিয়নের কর্মীরা। কলকাতা পুরনিগমে পেন ডাউন করে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন সরকারি কর্মচারীরা। বকেয়া ডিএ-র দাবি রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের একাংশের বিক্ষোভকে কটাক্ষ করে মঙ্গলবার ফিরহাদ হাকিম বলেছেন, ‘‘না পোষালে ছেড়ে দিন।’’ সরকারের কাছে কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই ব্যাখ্যাও গতকাল নিজেই দিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। মেয়রের এই মন্তব্যের পর থেকেই শোরগোল পড়ে গিয়েছিল রাজ্য রাজনীতিতে। প্রতিবাদে সরব হয়েছেন ডিএ-র দাবিতে আন্দোলনরত সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের অবস্থানকারীরাও। এবার প্রতিবাদে সামিল পুরনিগমের সরকারি কর্মচারীদের একাংশও। বামপন্থী ক্লার্কস ইউনিয়নের কর্মীরা বলছেন, ‘‘ফিরহাদ হাকিম যে বাজে মন্তব্য করেছেন, বেতন যাঁদের পোষাচ্ছে না, তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ করুন, তার প্রতিবাদে পেন ডাউন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।’’ পুরনিগমের আন্দোলনরত সরকারী কর্মচারীদের প্রশ্ন, ‘‘বেতন কি উনি নিজের পকেট থেকে দেন নাকি? নাকি ওনার পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে দেন? বেতন সরকারি কর্মচারীদের হকের টাকা। যদি এতটাই ক্ষমতা থাকে, হাইকোর্টে দাঁড়িয়ে বলুন না, যাঁরা ডিএ চাইছে, তাঁদের কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ করতে।’’ ফিরহাদ হাকিমের উদ্দেশে আন্দোলনকারীদের হুঁশিয়ারি, ‘‘যদি বেতন দিতে না পারেন, চেয়ার ছেড়ে চলে যান।’’

ভারতের ডিজিটাল পরিষেবার প্রশংসা বিল গেটসের

নয়াদিল্লি, ১ মার্চঃ মাইক্রোসফ্টের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস এসেছেন ভারতে। কোভিড অতিমারি পরবর্তী সময়ে প্রথমবার ভারতে এলেন তিনি। এসে ভারতের ডিজিটাল পরিকাঠামোর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ভারতে ৫জি পরিষেবার প্রশংসাও শোনা গিয়েছে মাইক্রোসফ্ট কর্তার গলায়। বুধবার নয়াদিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেছেন গেটস। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় টেলিকম ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। নয়াদিল্লির ওই অনুষ্ঠানে গেটসের কথায় উঠে এসেছে ভারতের টেলিকম মার্কেটে বেসরকারি সংস্থাগুলির প্রতিযোগিতা এবং ডিজিটাল পরিকাঠামোর বিষয়টি। সেই প্রসঙ্গেই গেটস জানিয়েছেন, ভারতের ৫জি বাজার সবথেকে সস্তা। ভারতে বিপুল সংখ্যক মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর বিষয়টিও উঠে এসেছে গেটসের কথায়। ভারতের বাজারে প্রযুক্তি উদ্ভাবকদের কাছে আকর্ষণের বলেও জানিয়েছেন তিনি। কোভিড অতিমারির পর প্রথমবার ভারত সফরে এলেন বিল গেটস। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করে বিল অ্যান্ড মেলিনা গেটস ফাউন্ডেশন।

সেই সংস্থার কো-চেয়ারম্যানও তিনি। বুধবার তিনি বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় টেলিকম ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে। এর পাশাপাশি একটি অনুষ্ঠানেও যোগ দেন। সেখানেও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। নয়াদিল্লির ওই অনুষ্ঠানেই ভারতের ডিজিটাল পরিকাঠামোর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশংসা শোনা গিয়েছে বিল গেটসের গলায়।

‘আইন মানতেই হবে’

‘বিবিসি’ প্রসঙ্গ তুলতেই ব্রিটিশ বিদেশমন্ত্রীকে জবাব জয়শঙ্করের

নয়াদিল্লি, ১ মার্চঃ বিবিসি-র ভারতের একাধিক কার্যালয়ে আয়কর বিভাগের সমীক্ষা নিয়ে জল গড়ালো কূটনৈতিক স্তরে। বুধবার, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে এই প্রসঙ্গ তুললেন ব্রিটিশ বিদেশমন্ত্রী জেম্স ক্লেভারলি। বৈঠকের পর ক্লেভারলি নিজেই এক সাক্ষাৎকারে এই তথ্য জানিয়েছেন। তবে সূত্রের খবর, এস জয়শঙ্কর তাঁকে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে, সমস্ত সংস্থাকে অবশ্যই আইন মেনে চলতে হবে। এই বিষয়ে কারোর কোনও ছাড় নেই। সংস্থার নাম বিবিসি হলেও নয়। গত মাসে বিবিসির নয়া দিল্লি এবং মুম্বইয়ের কার্যালয়ে সমীক্ষা চালিয়েছিল আয়কর বিভাগ। টানা তিন দিন ধরে চলেছিল সেই সমীক্ষা। তারপর আয়কর বিভাগের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের হিসাবের নথিতে অনেক ‘অসঙ্গতি’ রয়েছে। এক সরকারি সূত্র জানিয়েছে, আজ ব্রিটেনের বিদেশ মন্ত্রী বিদেশমন্ত্রীর কাছে বিবিসির কর সমীক্ষার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তাকে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে ভারতে কর্মরত সমস্ত সংস্থাকে প্রাসঙ্গিক আইন এবং বিধানগুলি মেনে চলতেই

হবে। বৃহস্পতিবার (২ মার্চ) জি২০-র বিদেশ মন্ত্রীদের বৈঠক। তার আগে বুধবার জয়শঙ্কর এবং জেম্স ক্লেভারলি এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। সেখানেই জেম্স ক্লেভারলি বিবিসির দফতরে আকর বিভাগের সমীক্ষার প্রসঙ্গ তোলেন। ক্লেভারলির সঙ্গে বৈঠকের পর জয়শঙ্কর টুইট করে জানান, এদিনের বৈঠকে তাঁদের সর্বশেষ বৈঠকে আলোচিত বিষয়গুলি, দুই দেশের সম্পর্কের অগ্রগতি, বিশেষ করে ইয়ং প্রফেশনাল স্কিমের পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি এবং জি২০-র এজেন্ডা নিয়েও মত বিনিময় হয়েছে দুই বিদেশমন্ত্রীর। গত সপ্তাহে বিবিসি এবং বিবিসির সম্পাদকীয় স্বাধীনতাকে জোরালোভাবে সমর্থন করেছিল ব্রিটিশ সরকার। ব্রিটিশ হাউস অব কমন্সে, বিবিসির ভারতীয় দফতরে ভারতীয় আয়কর বিভাগের সমীক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। ব্রিটেনের ফরেন, কমনওয়েল্থ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস বা এফসিডিও-র জুনিয়র মিনিস্টার জানান, ভারতের আয়কর বিভাগের তদন্ত চলাকালীন, সেই তদন্তের বিষয়ে ব্রিটিশ সরকার কোনও মন্তব্য করতে পারে না। তবে, ব্রিটিশ সরকারের মতে কোনও মজবুত গণতন্ত্রের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হল সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং বাকস্বাধীনতা। এফসিডিও-র আন্ডার সেক্রেটারি ডেভিড রাটলি জানান, ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। তাই বিভিন্ন বিষয় নিয়েই ভারতের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার গঠনমূলক আলোচনা করতে পারে। তিনি বলেন, ‘‘আমরা বিবিসির পক্ষে আছি। আমরা বিবিসিকে তহবিল দিই। আমরা চাই বিবিসির সম্পাদকীয় স্বাধীনতা থাকুক।’’

নগদ এবং চেক দু’ভাবেই কোটি কোটি টাকা নিয়েছিলেন কুন্তল-গোপালরা, সিবিআই-এর হাতে আরও নয়া তথ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ মার্চঃ চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে কী ভাবে নেওয়া হতো টাকা? কী ভাবেই বা তার লেনদেন চলত? এবার তা নিয়ে নতুন খবর জানতে পারল সিবিআই। সূত্রের খবর, বেনিয়মে চাকরি পাওয়ার বিনিময়ে চাকরিপ্রার্থীরা যে টাকা দিত, তার নগদের অংশ যেত কুন্তলের কাছে। অন্যদিকে, চেক মারফত কোনও টাকা এলে তা ভাঙাতো গোপাল দলপতি। প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ধৃত কুন্তল ঘোষের মুখেই প্রথমবার উঠে আসে গোপাল দলপতির নাম। তারপর থেকে এই গোপালও দুর্নীতি চক্রর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বলে মনে করছেন গোয়েন্দারা। সিবিআই সূত্রে খবর, কুন্তল প্রার্থীদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকার চেক নিতেন, কিন্তু নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সেগুলি ভাঙাতেন না। সেই চেক যেত গোপাল দলপতির কাছে। গোপাল তাঁর একটি সংস্থার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সেই চেক ভাঙিয়ে নগদ করে দিতেন। কুন্তলের অভিযোগ, সেইখান থেকেই টাকা সরিয়েছে গোপাল। কুন্তলকে জেরা করে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে চেক এবং নগদে প্রায় প্রায় আট কোটি টাকা এসেছে কুন্তল ও গোপালের কাছে। বিভিন্ন ব্যাঙ্কিং লেনদেন ও নথি ঘেঁটে ও কুন্তলকে জেরা করে সিবিআইয়ের হাতে এসেছে এই নয়া তথ্য। সিবিআই সূত্রে খবর, ২০১৭ সালে প্রায় পঞ্চাশ হাজার করে চার বার গোপালকে টাকা দিয়েছিল কুন্তল। ২০২১ সালে কুন্তল ফের গোপালকে ৭০ হাজার টাকা দেন। গোপাল তিহার জেল থেকে জামিন পাওয়ার পরে সেই টাকা নিয়েছিল বলে সিবিআইয়ের জেরায় দাবি করেছে কুন্তল। অন্যদিকে, বুধবার দুটি চিট ফান্ড মামলায় শহর ও হাওড়ার ১০টি জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডি। একটি চিটফান্ড মামলায় আলিপুরের বর্ধমান রোডের এক আইনজীবীর বাড়িতে ইডি দীর্ঘ আট ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে তল্লাশি চালায়। সেই সময় ব্যবসায়ীর ফ্ল্যাটে মোতায়েন ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ানেরা। গেটের বাইরে ছিল কলকাতা পুলিশের র‍্যাফ। ছিলেন আলিপুর থানার ওসি, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, উইনার্স টিম, আর্মড পুলিশ ও লালবাজারের ফোর্স সহ বিশাল টিম। ফ্ল্যাট কমপ্লেক্সের সিকিওরিটি গার্ড উত্তম চক্রবর্তী বলেন, ‘‘সেকেন্ড ফ্লোরে আইনজীবীর বাড়িতে ইডি-র জনা পাঁচেক অফিসার এসেছেন সকালে। তাঁদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানও রয়েছে।’’ ইডির তল্লাশির সময় আইনজীবী বাড়িতেই ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

হুহু করে ছড়াচ্ছে অ্যাডিনোভাইরাস! মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শহরে ৪ শিশুর মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ মার্চঃ মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে শহরের দুটি সরকারি হাসপাতালে ৪ শিশুর মৃত্যু। বুধবার সকালে দুই শিশুমৃত্যুর খবর আসে বি সি রায় হাসপাতাল থেকে। দুজনের ক্ষেত্রেই জ্বর, শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা ছিল। একটি শিশুকে নিয়ে আসা হয়েছিল হাবড়া হাসপাতাল থেকে। গত কয়েকদিন শিশুটি হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি ছিল। কিন্তু তার শ্বাসকষ্ট বাড়ায় সেখান থেকে তাকে বি সি রায় হাসপাতালে রেফার করেন চিকিৎসকেরা। বয়স হয়েছিল ৩ বছর ৭ মাস। বি সি রায় হাসপাতালে নিয়ে আসার পরে, বুধবার ভোরে মৃত্যু হয় ওই শিশুর। মৃত্যুর কারণ হিসাবে নিউমোনিয়া বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে, বারাসতের নবপল্লির বাসিনন্দা এক শিশু, বয়স ছিল মাত্র চারদিন। গত রবিবারই ভূমিষ্ঠ হয় এই শিশু। জন্মের পর থেকেই শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা শুরু হয়েছিল তার। রবিবার রাতেই বারাসতের ওই বেসরকারি হাসপাতাল থেকে বি সি রায় হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হয় ওই শিশুকে। বুধবার ভোর ৪টে বেজে ৫৫ মিনিটে ওই শিশুর মৃত্যু হয়। এই শিশুর ডেথ সার্টিফিকেটেও মৃত্যুর কারণ হিসাবে নিউমোনিয়াকে উল্লেখ করা হয়েছে। এদিকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালেও দুই শিশুর মৃত্যুর খবর জানা গিয়েছে। হুগলির মাত্র ৭ মাসের শিশু ভর্তি ছিল ইমামবাড়া হাসপাতালে। জন্মগত ভাবে তার

হৃদযন্ত্রে সমস্যাও ছিল। কিন্তু গত কিছুদিন ধরেই জ্বর এবং শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছিল সে। এদিন সকালেই মৃত্যু হয়েছে তার। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে অ্যাডিনোভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে মাত্র ২২ দিন বয়সি একটি শিশুর। উলুবেড়িয়া থেকে রেফার হয়ে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে আসা হয়েছিল শিশুটিকে। এই শিশুটির ক্ষেত্রে অ্যাডিনোভাইরাসের পরীক্ষা করানো হয়েছিল এবং সেই পরীক্ষার রিপোর্ট পজেটিভ আসে। বুধবার সকালে মারা যায় শিশুটি। রাজ্যে ক্রমশ চেপে বসছে অ্যাডিনো ভাইরাসের আতঙ্ক। গত কয়েকদিনে এই নিয়ে ১৪ জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে। তার মধ্যে মঙ্গলবার সকালেই আরও তিন শিশুর মৃত্যুর খবর সামনে আসে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ময়দানে নামতে হয়েছে খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে। মঙ্গলবার স্বাস্থ্যসচিবের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেছেন তিনি। সূত্রের খবর, বৈঠকে মমতা খোঁজ নিয়েছেন হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক বেড আছে কি না। শিশুদের চিকিৎসায় এবং সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে যাতে কোনও রকমের গাফিলতি না করা হয়, তা নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছেন তিনি। জেলার হাসপাতালের রেফার রোগ নিয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছেন। একের পর এক শিশুমৃত্যুর ঘটনায় ইতিমধ্যেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে কাঠগড়ায় তুলতে শুরু করেছেন রোগীর পরিজনরা। ক্ষোভ প্রকাশ করছেন বাবা-মায়েরা। উঠেছে পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন। এই প্রেক্ষিতে বিসি রায় শিশু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছেন, তাঁদের এখানে যে পরিমাণ শিশু ভর্তি রয়েছে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার কারণে সেই সংখ্যাটা খুবই বেশি। যে কারণে তাঁরা না চেয়েও অনেক সময় একটি বেডে একাধিক শিশুকে ভর্তি রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। একইসঙ্গে রেফার সিস্টেম নিয়েও ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, রেফারেল সিস্টেমের বাইরে থাকা অনেক মেডিকেল কলেজ, অনেক সরকারি হাসপাতাল যেখানে শিশু রোগের চিকিৎসার পরিকাঠামো রয়েছে, তা সত্ত্বেও কোনও কাগজ ছাড়া মৌখিক নির্দেশ জারি করে বহু অসুস্থ শিশুকে সেখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিসি রায় শিশু হাসপাতালে। তাঁর ফলে এখানে রোগীর সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে।

ফের বাড়ল রান্নার গ্যাসের দাম, ৫০ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে কলকাতায় নতুন মূল্য ১১২৯ টাকা

কলকাতা, ১ মার্চ ঃ মধ্যবিত্তের জীবন আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠল, মঙ্গলবার মধ্যরাতে গৃহস্থের হেঁশেলের রান্নার গ্যাসের (১৪.২ কেজির) দাম বাড়ল আরও ৫০ টাকা। ফলে কলকাতায় একটি সিলিন্ডার কিনতে এখন থেকে খরচ হবে ১১২৯ টাকা। এর আগে শেষ বার তার দাম বেড়েছিল গত বছরের ৬ জুলাই। দিল্লিতে ১৪.২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বেড়ে হয়েছে ১১০৩ টাকা।হোটেল-রেস্তরাঁয় ব্যবহৃত বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের (১৯ কেজি) দামও বেড়েছে অনেকটাই। কলকাতায় বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের ৩৫২ টাকা বেড়ে ২২২১.৫০ টাকা হয়েছে। দিল্লিতে ১৯ কেজি সিলিন্ডারের দাম বেড়ে হয়েছে ২১১৯.৫০ টাকা। ১ মার্চ, বুধবার থেকেই নতুন দাম কার্যকর হয়েছে।

তিন মাসের শীতের ছুটি শেষ, ফের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে গেল কাশ্মীরে

শ্রীনগর, ১ মার্চ ঃ ফের প্রাণবন্ত হয়ে উঠল ভূস্বর্গ! দীর্ঘ তিন মাসের শীতকালীন ছুটির পর আবারও স্কুলে যাওয়া শুরু করল জম্মু-কাশ্মীরের ছাত্র-ছাত্রীরা। শ্রীনগর-সহ কাশ্মীরের সর্বত্রই বুধবার থেকে খুলে গিয়েছে স্কুল। ইউনিফর্ম পরিহিত পড়ুয়াদের সকাল থেকে নিজ নিজ স্কুলে যেতে দেখা গিয়েছে, স্কুল শিক্ষা বিভাগ শ্রীনগর শহরে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত স্কুলের সময় পরিবর্তন করেছে। পুঞ্চ জেলার শীতকালীন অঞ্চলেও স্কুলগুলি খোলা হয়েছে।পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলগুলিতে ১ ডিসেম্বর থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি শীতকালীন ছুটি ছিল, ১২ ডিসেম্বর থেকে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এবং নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির স্কুলগুলিতে ১৯ ডিসেম্বর থেকে শীতকালীন ছুটি। দীর্ঘ তিন মাসের সেই ছুটি ১ মার্চ, বুধবার শেষ হয়েছে।

নাগাল্যান্ডের নকলাকে ভোট-পরবর্তী হিংসা, পুলিশের গুলিতে হত একজন

কোহিমা, ১ মার্চ ঃ নাগাল্যান্ডের নকলাকে ভোট-পরবর্তী হিংসা অব্যাহত। পুলিশের গুলিতে জনৈক ব্যক্তির মৃত্যু হওয়ায় সহিংসতা তীব্র রূপ ধারণ করেছে। ওই অঞ্চলে প্রাক-নির্বাচনীয় হিংসা ছড়িয়েছিল। নতুন করে হিংসার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে নকলাকে ডিসি গেটের কাছে আজ ভোররাত ১২টা থেকে একটার মধ্যে। তবে নতুন করে ফের সহিংসতার সঠিক কারণ নিশ্চিতভাবে জানাতে পারেনি পুলিশ।প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) নকলাকের একটি ভোটকেঃদ্র 'এ'-তে পুনঃ ভোটের দাবি জানিয়ে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি নকলাকের জেলাশাসকের কাছে অভিযোগপত্র জমা দিয়েছিল। কিন্তু পুনঃভোটের দাবি প্রত্যাখ্যান করা হলে শুরু হয় বিক্ষোভ প্রদর্শন। বিক্ষোভ গতকাল রাতে রাস্তায় নেমে আসলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। উত্তাল বিক্ষোভ দমন করতে পুলিশকে গুলি চালাতে হয়। এতে এক ব্যক্তির গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়।এদিকে, নাগল্যান্ডের জুনহেবোটো নির্বাচনী এলাকার নিউ কলোনি ভোটকেন্দ্র, সানিস নির্বাচনী এলাকার পাংতি পঞ্চম, তিজিট নির্বাচনী এলাকার জাবোকা গ্রাম এবং থনোকনিউ নির্বাচনী এলাকার পথসো ইস্ট উইং-এ-তে আজ পুনঃভোট হচ্ছে।

জি-টোয়েন্টি বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠক বসছে ২ মার্চ, অংশ নেবেন ৪০ জন প্রতিনিধি

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ ঃ বৃহস্পতিবার, ২ মার্চ ভারতের জি-টোয়েন্টি পৌরহিত্যে জি-২০ বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এই বৈঠকে ভারতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক হবে। অনুষ্ঠানস্থল হবে রাষ্ট্রপতি ভবনের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। ৪০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।বুধবার এক সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশ সচিব বিনয় কোয়াত্রা বলেছেন, প্রথম অধিবেশনে বহুপাক্ষিকতা, খাদ্য ও জ্বালানি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। দ্বিতীয় অধিবেশনে চার অথবা পাঁচটি মূল বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হবে। বুধবার জি-২০ বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকে আসতে পারছেন না জাপানের বিদেশমন্ত্রী, এ বিষয়ে বিদেশ সচিব বিনয় কোয়াত্রা বলেছেন, আমরা বুঝতে পেরেছি জাপানের বিদেশমন্ত্রী তাঁর অভ্যন্তরীণ বাধ্যবাধকতার কারণে আসতে পারছেন না, তবে আমরা খুব সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য উন্মুখ, জাপানি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনায় সক্রিয় সমর্থনের অপেক্ষায় আছি। বিদেশ সচিব বিনয় কোয়াত্রা বলেছেন, অর্থনৈতিক প্রভাব এবং উন্নয়নের উপর প্রভাব-সহ বিশ্বের উপর রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের প্রভাবের বিষয়গুলিও বৈঠকে আলোচিত হবে।এদিন বিভিন্ন দেশের বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও বৈঠক করেছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। এদিন সকালে তিনি ব্রিটেনের বিদেশ সচিব জেমস ক্লিভারলির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন। মেক্সিকোর বিদেশমন্ত্রী মার্সেলো এব্রার্ড কাসাউবনের সঙ্গেও দেখা করেছেন।

বারাণসীর ধাঁচে কলকাতায় গঙ্গা আরতি, বৃহস্পতিবার উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১ মার্চ ঃ বারাণসীর ধাঁচে এবার গঙ্গা আরতি হবে কলকাতায়। সব ঠিকঠাক চললে বৃহস্পতিবার কলকাতার বাজে কদমতলা ঘাটে এই উদ্যোগের সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার বিকেল চারটে নাগাদ ১৫ জন পুরোহিতের উপস্থিতিতে শুরু হতে পারে এই গঙ্গা আরতি। সেই অনুষ্ঠানের সূচনা পর্বে হাজির থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী, মেযর, মেযর পরিষদ নিকাশি-সহ কলকাতা পুরসভার শীর্ষ আধিকারিকেরা। গঙ্গা আরতি শুরু করার পাশাপাশি, একটি দেবী গঙ্গার মূর্তিও উন্মোচন করবেন মুখ্যমন্ত্রী।গত বছর উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে বারাণসীতে গঙ্গা আরতি দেখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাতে অংশগ্রহণ করতেও দেখা গিয়েছিল তাঁকে। ফিরে এসেই কলকাতার মেযর ফিরহাদ হাকিমকে কলকাতায় গঙ্গা আরতি শুরুর আয়োজন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পাওয়ার পরেই কাজ শুরু করেছিল কলকাতা পুরসভা। বৃহস্পতিবার থেকে সেই গঙ্গা আরতি শুরু করা সম্ভব হচ্ছে।গত এক সপ্তাহ ধরে গঙ্গা আরতির মহড়া চলেছে বাজেকদমতলা ঘাটে। যাবতীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত দেখে বৃহস্পতিবার গঙ্গা আরতি সূচনার দিন ঠিক করা হয়েছে। ইতিমধ্যে মেযর ফিরহাদ বাজেকদমতলা ঘাটের প্রস্তুতি পরিদর্শন করে এসেছেন। পাশাপাশি, কলকাতা পুলিশের তরফেও পৃথক ভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হয়েছে।গঙ্গা আরতি হবে বলে বাজেকদমতলা ঘাটকে নতুন করে সাজিয়ে তুলেছে কলকাতা পুরসভা। নতুন আলো লাগানোর পাশাপাশি, ঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে বিশেষ বন্দ্যোবস্ত করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী গঙ্গা আরতির সূচনা করে দিলে তা আগামী দিনে পর্যটকদের দেখার জন্য খুলে দেওয়া হবে। সঙ্গে একটি লেজার শোর আয়োজন করা হবে। পর্যটকদের নিরাপত্তার কথা ভেবে উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা হয়েছে পুরসভার তরফে।কলকাতা পুরসভার এক শীর্ষ আধিকারিকের কথায়, মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেওয়ার পরেই কোন ঘাটে গঙ্গা আরতি শুরু করা যায় সেই ব্যাপারে সমীক্ষা করেছিল পুরসভা। বাজেকদমতলা ঘাটের পাশাপাশি, বাবুঘাট ও প্রিন্সেপ ঘাটের কথাও ভাবা হয়েছিল। কিন্তু গঙ্গা আরতি এবং পর্যটকদের নিরাপত্তা, এই দু'য়ের সঠিক পরিকল্পনা যেখানে কার্যকর করা যায় তা বিবেচনা করা হয়। তার পরেই বাজেকদমতলা ঘাটকে গঙ্গা আরতির জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। পুরসভার আধিকারিকের দাবি, বাইরে থেকে আসা পর্যটকদের জন্য আগামী দিনে বড় আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হবে এই গঙ্গা আরতি।

বিহারে কংগ্রেসের ভারত জোড়া যাত্রায় অংশ নেবেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী

পটনা, ১ মার্চ ঃ রাহুল গান্ধীর জায়গায় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদরা বিহারে হোলির পরে শুরু হওয়া কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রায় অংশ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। হোলির পর বিহার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির ভারত জোড়ো যাত্রার শেষ পর্ব শুরু হবে। এই যাত্রা পটনার ফুলওয়ারি শরীফ থেকে শুরু হয়ে বোধগয়ায় পৌঁছাবে। এর আগে বিহারে রাহুল গান্ধীর আসার কথা ছিল।রাজ্য কংগ্রেস সদর দফতর সাদাকাত আশ্রমে রাজ্য সভাপতি ডঃ অখিলেশ প্রসাদ সিং-এর সভাপতিত্বে বৈঠকে পদযাত্রার তৃতীয় পর্ব নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে রাজ্য সভাপতি বলেছিলেন যে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। বিহারের মানুষও প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে অনেকদিন দেখতে ও শুনতে চায়। রাজ্য সভাপতি জানিয়েছেন, ভারত জোড় যাত্রার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা ও ব্লক সভাপতি সহ রাজ্য স্তরের নেতাদের দাযিত্বও ঠিক করা হয়েছে। এর আগে, এই যাত্রার চতুর্থ পর্বের ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি প্রস্তাব করা হয়েছিল, কিন্তু ছত্তিশগড়ে দলের জাতীয় সম্মেলন হওয়ার কারণে চতুর্থ পর্বের যাত্রার তারিখ বাড়ানো হয়েছিল। প্রসঙ্গত, গত ৫ জানুয়ারি বাঁকার মান্দার পর্বত থেকে যাত্রা শুরু হয়। মার্চে গয়া জেলার বোধগয়ায় এই যাত্রা শেষ হবে।

বিজয় সংকল্প যাত্রার সূচনা করলেন নাড্ডা, বললেন রাজনীতির মাপকাঠি বদলে দিয়েছেন মোদীজি

চামরাজানগর, ১ মার্চ ঃ কর্ণাটকের চামরাজানগর থেকে বিজয় সংকল্প যাত্রার সূচনা করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। বুধবার বিজেপির পতাকা উড়িয়ে বিজয় সংকল্প যাত্রার সূচনা নাড্ডা। তিনি পরে একটি জনসভায় বলেছেন, রাজনীতির মাপকাঠি বদলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি। নাড্ডা বলেছেন, কর্ণাটকের চারটি স্থান থেকে শুরু হবে 'বিজয় সংকল্প যাত্রা'। আমরা ২০ দিনের মধ্যে ৮০০০ কিলোমিটার যাত্রা করব।নাড্ডার কথায়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বেলগাভিতে 'বিজয় সংকল্প যাত্রা'-র সূচনা করবেন এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অন্য দু'টি স্থানে বিজয় সংকল্প যাত্রার সূচনা করবেন। নাড্ডা বলেছেন, একটা সময় ছিল যখন জাতপাত, ভোটব্যাঙ্ক এবং পরিবারতন্ত্রের কথা মাথায় রেখে রাজনীতি করা হত, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদী 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস' মন্ত্রে দেশকে একত্রিত করেছেন। নাড্ডা বলেছেন, মোদীজির নেতৃত্বে বছরের পর বছর ধরে ভারতের ভাগ্য ও চিত্র অনেকটাই বদলে গিয়েছে। নাড্ডা আরও বলেছেন, আমাদের সরকার আদিবাসী, দরিদ্র, নারী ও বঞ্চিতদের উন্নতির জন্য কাজ করেছে। আমরা আদিবাসীদের জন্য বাজেট বাড়িয়েছি। ২০১৩ সালে বাজেট ছিল ৪২৯৫ কোটি টাকা যা বর্তমানে ১২,৪৬১ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।

কোভিড সংক্রমণ ফের ঊর্ধ্বমুখী ভারতে সক্রিয় রোগী বেড়ে ২,৩৩৫, মৃত্যু আরও একজনের

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ ঃভারতে করোনার বা।বা।ন্ত ফের বা।ছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ২৪০ জন। এই সময়ে নতুন করে একজনের মৃত্যু হয়েছে রাজস্থানে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২৪০ জন, দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪,৪৬,৮৬,৬১১-তে পৌঁছেছে, একজনের মৃত্যুর পর মোট মৃত্যু হয়েছে ৫,৩০,৭৭২ জনের। দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ২,৩৩৫-এ পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৫৩,৫০৪ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ০৬ হাজার ৩৪৩ জন প্রাপক, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৩,৯৪,২৩২। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৮ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১,১৪,৪৪৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

'কৃষি এবং সমবায়' নিয়ে বাজেট পরবর্তী ওয়েবিনারে ভাষণ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি,১মার্চঃকৃষি এবং সমবায় নিয়ে বাজেট পরবর্তী ওয়েবিনারে সম্প্রতি ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০২৩-এর কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘোষিত বিভিন্ন উদ্যোগের যথাযথ রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরামর্শ এবং ধারণার অংশীদার হতে বাজেট পরবর্তী ১২টি ওয়েবিনারের এটি দ্বিতীয়।সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে এ বছরের বাজেটে তদুপরি গত ৮-৯ বছরের বাজেটে কৃষিক্ষেত্রকে যে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে তার ওপর প্রধানমন্ত্রী আলোকপাত করেন। তিনি জানান, ২০১৪ সালে বাজেটে কৃষিক্ষেত্রে যেখানে বরাদ্দ ছিল ২৫ হাজার কোটি টাকারও কম, আজ তা ১ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি ছাপিয়ে গেছে। শ্রী মোদী বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রত্যেকটি বাজেটকেই ' গ্রাম,গরীব এবং কৃষক'-এর বাজেট হিসেবে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে।স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দীর্ঘ সময় ভারতের কৃষিক্ষেত্র সমস্যা জর্জরিত ছিল উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, খাদ্য নিরাপত্তার প্রয়োজনে বহির্বিশ্বের ওপর আমাদের নির্ভরশীল থাকতে হত। ভারতের কৃষকরা এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে দেশকে কেবল আত্মনির্ভর করেছেন তাই নয়, খাদ্যশস্য রপ্তানির ক্ষেত্রেও তাঁরা দেশকে সক্ষম করে তুলেছেন বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, আজ ভারত বিভিন্ন ধরনের কৃষিপণ্য রপ্তানি করছে। সরকার অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারকে কৃষকদের সামনে ব্যবহারের সুযোগ তৈরি করছে বলে জানান শ্রী মোদী। তিনি বলেন, ভারতের লক্ষ্য স্বনির্ভরতা বা রপ্তানির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র চাল বা গমের মধ্যেই সীমিত থাকবে না। কৃষিপণ্য আমদানির ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন যে ২০২১-২২-এ ডালশস্য আমদানির জন্য ১৭ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে। মূল্য আরোপিত খাদ্যসামগ্রী আমদানিতে খরচ হয় ২৫ হাজার কোটি টাকা এবং ২০২১-২২-এ ভোজ্যতেল আমদানিতে খরচ করতে ১ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা। তিনি বলেন, কৃষিপণ্য আমদানিতে সর্বসাকুল্যে খরচ প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকার মতো। প্রধানমন্ত্রী জানান, বাজেটে ক্রমাগত কৃষিক্ষেত্রের প্রসারে বিভিন্ন রকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে যাতে করে দেশ আত্মনির্ভর হয়ে ওঠে এবং কৃষিপণ্য আমদানির জন্য যে টাকা খরচ হত তা যাতে কৃষকদের কাছে পৌঁছয়। তিনি ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত দেন, ডালশস্য উপাদনের প্রসারের কথা বলেন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ পার্কের সংখ্যা বা।ানোর কথা জানান এবং ভোজ্যতেলের ক্ষেত্রে কালক্রমে সম্পূর্ণভাবে স্বনির্ভর হয়ে ওঠার লক্ষ্যের ওপর আলোকপাত করেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জগুলিকে নিরাময় করা হচ্ছে। তিনি জানান যে ব্যক্তিগত স্তরে উদ্ভাবন এবং বিনিয়োগের দিকটিকে এই ক্ষেত্রে দূরে ঠেলে রাখা হচ্ছে যার ফলে অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির তুলনায় কৃষিক্ষেত্রে ভারতীয় যুব সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ অনেকখানি কম। তিনি বলেন, এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য এবারের বাজেটে অনেকগুলি ঘোষণা করা হয়েছে। ইউপিআই-এর মতো উন্মুক্ত মঞ্চের তুলনা টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল জন-পরিকাঠামো মঞ্চ কৃষিক্ষেত্রে এবং কৃষি প্রযুক্তি নির্ভর ক্ষেত্রে উদ্ভাবন এবং বিনিয়োগের অপরিসীম সম্ভাবনার দরজা খুলে দিতে পারে। একগুচ্ছ সম্ভাবনার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, লজিস্টিক্সের উন্নতিসাধন, বড় বাজারকে আরও বেশি সাধারণ ব্যবহারযোগ্য করে তোলা, প্রযুক্তির মাধ্যমে বিন্দু সেচের প্রসার ঘটানো এবং চিকিসা পরীক্ষাগারের মতো মাটির পরীক্ষাগার গড়ে তোলা দরকার। নীতি নির্ণয় এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সরকার এবং কৃষকের মধ্যে তথ্যের সেতুবন্ধ তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী যুব সম্প্রদায়কে সঠিক সময়ে সঠিক পরামর্শ দেওয়ার কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ব্যাপারে যথাযথ সময়-ভিত্তিক তথ্য প্রদান এবং কতটা শস্য ফলন হল তা অনুমানের ক্ষেত্রে ড্রোন প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর আলোকপাত করেন শ্রী মোদী।কৃষি-প্রযুক্তি স্টার্ট-আপ-এর আরও প্রসারের জন্য তহবিল চালুর উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী জানান যে সরকার কেবলমাত্র ডিজিটাল পরিকাঠামোই গা।ে তুলছে না, এর পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তহবিলের সংস্থানও করছে। তিনি যুব সমাজ এবং যুব উদ্যোগপতিদের এই লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে আজ ভারতবর্ষে ৩ হাজারেরও বেশি কৃষি স্টার্ট-আপ গড়ে উঠেছে যা গত ৯ বছর আগে কল্পনাতীত ছিল। প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক বাজরা বর্ষের বিষয় উল্লেখ করে বলেন, এই আন্তর্জাতিক পরিচিতি ভারতীয় কৃষকদের সামনে বিশ্ব বাজারের দরজা উন্মুক্ত করে দেবে। তিনি বলেন, এবারের বাজেটে মোটা দানাশস্যকে শ্রী অন্ন হিসেবে দেশ পরিচিতি দিয়েছে। আমাদের ক্ষুদ্র কৃষকদের স্বার্থে শ্রী অন্ন-এর প্রসার ঘটানো হবে। এর পাশাপাশি এই ক্ষেত্রে বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করতে স্টার্ট-আপ-এর সংখ্যাও বা।ানো হবে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের সমবায় ক্ষেত্রে এক নব-বিপ্লব সূচিত হচ্ছে। তিনি বলেন, এটা কেবলমাত্র দেশে কয়েকটি রাজ্য বা কয়েকটি এলাকায় সীমাবদ্ধ নেই। তিনি জানান, সমবায় ক্ষেত্রকে এ বছরের বাজেটে কর ছাড় দেওয়া হয়েছে। ফলে, নির্মাণ ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত নতুন সমবায় ক্ষেত্রগুলি উপকৃত হবে। তিনি আরও জানান, সমবায়গুলির ৩ কোটি পর্যন্ত টাকা তোলায় কোনও টিডিএস লাগবে না। ২০১৬-১৭-র পূর্বে চিনি সমবায়গুলির পেমেন্টের ক্ষেত্রে কর ছা।রে যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এর ফলে চিনি সমবায়গুলি ১০ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত সাশ্রয় করতে পেরেছে।দুগ্ধ এবং মস্যক্ষেত্রের ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই দুই ক্ষেত্রে আগে যেখানে কোনও সমবায় ছিল না, আজ সমবায় গড়ে ওঠায় কৃষকরা প্রভূত উপকৃত হবেন। মস্যজীবীদের ক্ষেত্রে অপরিসীম সুযোগের ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী জানান, গত ৮-৯ বছরে মস্য উপাদন ৭০ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি আরও বলেন, ' পিএম মৎস্য সম্পদ যোজনা'র অধীন ৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে আরও একটি নতুন যে সংস্থান করা হয়েছে তাতে মস্য মূল্য আরোপিত শৃঙ্খল এবং বাজার প্রসার লাভ করবে।ভাষণ শেষে ' পিএম প্রণাম যোজনা' এবং ' গোবর্ধন যোজনা'র বিষয়টি তুলে ধরেন। কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার কমিয়ে এনে প্রাকৃতিক এবং জৈব পদ্ধতিতে চাষের প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে বলে শ্রী মোদী জানান।

যে নতুন শহরগুলি গড়ে উঠছে তা একবিংশ শতাব্দীতে ভারতের নয়া পরিচয় তৈরি করবেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ ঃযে নতুন শহরগুলি দেশে গড়ে উঠছে তা একবিংশ শতাব্দীতে ভারতের নতুন পরিচয় তৈরি করবে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার বাজেট পরবর্তী একটি ওয়েবিনারে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারতে দ্রুত নগরায়নের পাশাপাশি ভবিষ্যতমূলল পরিকাঠামো তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ। বুধবার নগর পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও স্যানিটেশন'' শীর্ষক ওয়েবিনারে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী।প্রধানমন্ত্রী এদিনের ওয়েবিনারে বলেছেন, শহর পরিকল্পনা এবং এই সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞদের উদ্ভাবনী ধারনা নিয়ে আসা উচিত, তা হতে পারে জিআইএস ভিত্তিক মাস্টার প্ল্যানিং, দক্ষ মানব সম্পদ বা সক্ষমতা বৃদ্ধি। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, এখন বর্জ্য প্রক্রিযাজাত করে শহরগুলিকে আবর্জনার পাহাড় থেকে মুক্ত করার কাজ চলছে। নগর উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হল পরিবহন পরিকল্পনা। সবুজ গতিশীলতা, রাস্তা প্রশস্তকরণ, এমন কিছু বিষয় যা আমাদের পরিবহন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২ মার্চ রাইসিনা সংলাপের অষ্টম সংস্করণের সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী, প্রধান অতিথি জর্জিয়া মেলোনি

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ ঃ 'রাইসিনা সংলাপ'-এর অষ্টম সংস্করণ বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে শুরু হচ্ছে। চলবে আগামী চৌঠা মার্চ পর্যন্ত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামীকাল নতুন দিল্লিতে এই আলোচনা মালার সূচনা করবেন।ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলানি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করবেন। বৃহস্পতিবারই দু''দিনের সফরে ভারতে আসছেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী। এ বছরের ' রাইসিনা সংলাপ'-এর মূল বিষয় বস্তু হল ' প্ররোচনা অনিশ্চয়তা ও অশান্তির ঝড়ের মধ্যে নতুন আশার আলো'।

কাশ্মীরের পাহাড়ে তুষারপাত ও সমতলে বৃষ্টি, গুলমার্গে ৫ সেন্টিমিটার জমল বরফ

শ্রীনগর, ১ মার্চ ঃ নতুন করে ফের তুষারপাত হয়েছে কাশ্মীরে, কাশ্মীরের উঁচু পাহাড়ে মঙ্গলবার রাত থেকে অনর্গল তুষারপাত হয়েছে। সমতলে হয়েছে বৃষ্টি ও পাহাড়ে হয়েছে তুষারপাত। নতুন করে সৌন্দর্য্যে সেজে উঠেছে কাশ্মীর উপত্যকা। গুলমার্গে ৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত তুষারপাত হয়েছে। আগামী ২৪ ঘন্টাও বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ৩-৭ মার্চের মধ্যেও আবহাওয়া এমনই থাকবে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সকাল ৮.৩০ মিনিট পর্যন্ত) শ্রীনগরে ০.৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে, পহেলগামে বৃষ্টি হয়েছে ০.৭ মিলিমিটার।বৃষ্টি ও তুষারপাতের পর আবহাওয়া মনোরম হয়ে উঠলেও, পারদ একটু চড়েছে সর্বত্রই। শ্রীনগরে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পহেলগামে ০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, গুলমার্গের তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ২.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, জম্মুতে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। লাদাখের লেহ ও কার্গিলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে মাইনাস ৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও মাইনাস ৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

বিজেপিতে যোগ দিলেন ভাস্কর রাও, বললেন প্রধানমন্ত্রীর কাজ দেখেই সামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত

বেঙ্গালুরু, ১ মার্চ ঃআম আদমি পার্টি (আপ)-কর বড়সড় ধাক্কা দিলেন বেঙ্গালুরুর প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার ভাস্কর রাও। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দলের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে বুধবার বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন ভাস্কর রাও। এদিন সকালে বেঙ্গালুরুতে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন ভাস্কর রাও।বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর ভাস্কর রাও জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাজ দেখে সন্তুষ্ট হয়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। আম আদমি পার্টিতে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। একটি বহুজাতিক সংস্থার মতো পরিচালিত হয় আপ। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে অনুদান সংগ্রহ করা হয়।বেঙ্গালুরুর প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার ভাস্কর রাও আরও বলেছেন, আমি মনে করি বিজেপিতে আরও অবদান রাখতে পারব। প্রধানমন্ত্রী মোদীর দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে বিজেপিতে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করেছে। আপ বড় হওয়া তো দূরের কথা, তাঁরা একটি গোষ্ঠীর হাতে, এটা লজ্জাজনক যে তাঁদের দলের মন্ত্রী জেলে। দলে কোনও স্বচ্ছতা নেই।

গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ ঃ রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করেছে কংগ্রেস। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বুধবার টুইট করেছেন, গার্হস্থ্য রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ৫০ টাকা বেড়েছে, আর বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ৩৫০ টাকা বেড়েছে। খাড়গে বলেন, জনসাধারণ মোদী সরকারকে প্রশ্ন করতে চায় যে এখন কীভাবে হোলি বানাবেন, কীভাবে হোলির খাবার তৈরি করবেন?খাড়গে বলেছেন, প্রতিটি মানুষ মুদ্রাস্ফীতিতে ভুগছে এবং মোদী সরকার এই বিষয়ে নীরব। কংগ্রেসের তরফ থেকে জারি করা অন্য একটি টুইটে বলা হয়েছে, এলপিজি সিলিন্ডারের দাম যখন ৪০০ টাকার কম ছিল, স্মৃতি ইরানি সিলিন্ডার নিয়ে রাস্তায় বসেছিলেন। আজ একটি সিলিন্ডারের দাম ১,১২৯ টাকা ছাড়িয়েছে।

পিআইবির প্রধান মহাপরিচালক পদে দায়িত্ব নিলেন রাজেশ মালহোত্রা

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ ঃ বুধবার প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর (পিআইবি) প্রধান মহাপরিচালক পদে রাজেশ মালহোত্রা দাযিত্ব নিয়েছেন। তার একদিন আগে মঙ্গলবারই তার নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। তিনি অবসরপ্রাপ্ত মহাপরিচালক সত্যেন্দ্র প্রকাশের স্থলাভিষিক্ত হবেন। রাজেশ মালহোত্রা ভারতীয় তথ্য পরিষেবার ১৯৮৯ ব্যাচের একজন কর্তা। করোনা মহামারীর সময়ে তিনি মন্ত্রণালয়গুলোতে গণমাধ্যম ও যোগাযোগ নীতি কার্যকরভাবে পরিচালনা করেন।রাজেশ মালহোত্রার অর্থ, কোম্পানি বিষয়ক, কৃষি, বিদ্যুৎ, কয়লা, খনি, যোগাযোগ এবং আইটি, টেক্সটাইল, শ্রম সহ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক এবং বিভাগের মিডিয়া কৌশলগুলি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ৩২ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে। এছাড়াও, রাজেশ মালহোত্রা ২১ বছর মিডিয়া এবং যোগাযোগের ভারপ্রাপ্ত হিসাবে ভারতের নির্বাচন কমিশনের সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি লোকসভার সাধারণ নির্বাচনের সময় মিডিয়া এবং যোগাযোগ কৌশলগুলির পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের জন্য কাজ করেছিলেন।

সমলখায় বসছে সঙ্ঘের সর্বভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক, অংশ নেবেন প্রায় ১৪০০ কার্যকর্তা

নাগপুর, ১ মার্চ ঃ আগামী ১২, ১৩ ও ১৪ মার্চ হরিয়ানার সমলখায় (পানিপত জেলা) অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বার্ষিক সর্বভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সর্বভারতীয় প্রচার প্রধান সুনীল আম্বেকর টুইট করে এমনটা জানিয়েছেন। এই বৈঠকে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা দিবসের শততম বছরের (২০২৫) জন্য কর্মী গঠন, প্রশিক্ষণ ও কাজের সম্প্রসারণ এবং কাজের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হতে চলেছে।বুধবার টুইটারের মাধ্যমে সুনীল আম্বেকর জানিয়েছেন, সর্বভারতীয় প্রতিনিধি পরিষদের বৈঠকে সরসঙ্ঘচালক ডঃ মোহন ভাগবত, সরকার্যবাহ

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২ মার্চ ঃবৃহঃবার, ১৬ ফাল্গুন মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১৭ ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৬ ফাল্গুন মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ১৭ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিষ্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩২.০৬ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৩.০৩এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯৬শতকরা এবং ৩০শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বুধবার । জোয়ার- সকাল ৯টা ২০ মিনিট এবং রাত-৯টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৬ টা ০২ মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজকের দিনেঃ ৫ টা -৪০মিনিটের মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন ।

রাশিফল

মেষ রাশিঃআশাবাদী হোন এবং উজ্জ্বল দিকটি দেখুন। আপনার প্রত্যয়ী প্রত্যাশাই আপনার আশা এবং আকাঙ্খা বাস্তবায়নের দ্বার উন্মুক্ত করা হইবে আজ থেকে।
বৃষ রাশিঃ আপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। বিবাহের যোগ হতে পারে
মিথুন রাশিঃআয়েস করার জন্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের সাথে কিছু সময় কাটান। বুঝে খরচ করুন এবং আজ বাজে খরচ না করতে চেষ্টা করুন। সন্তান হতে পারে।
কর্কট রাশিঃ আজ আপনি হালকা বোধ করবেন এবং উপভোগ করার সঠিক মেজাজে থাকবেন। সন্তান হতে পারে ।-
সিংহ রাশিঃজনশীল শখ আপনাকে চাপমুক্ত রাখবে। শুভ
কন্যা রাশিঃখী জীবনের স্বার্থে নিজের একগুঁয়েমি দূর করুন, এরফলে নিছক সময় নষ্ট হয়।
তুলা রাশিঃএমন একটি দিন যেখানে বিশ্রাম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে-যেহেতু আপনি সাম্প্রতিককালে প্রচুর মানসিক চাপের মুখোমুখি হয়েছেন-আজ
বৃশ্চিক রাশিঃধ্যান এবং আত্ম-উপলব্ধি লাভজনক প্রমাণিত হবে। পরিশ্রমের বিকল্প নেই আজ
ধনু রাশিঃ সন্তান হতে পারে। আজ থেকে রোজ ব্যায়াম কর।
মকর রাশিঃআপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন
কুম্ভ রাশিঃবিষাদ ঝেড়ে ফেলে দিন- যা আপনাকে জড়িয়ে রেখেছে এবং আপনার উন্নতিকে ব্যাহত করছে। বিবাহের যোগহবে
মীন রাশিঃআপনার উচ্চ উদ্দীপনা সত্ত্বেও আপনি এমন কারোর অভাব অনুভব করবেন যিনি আজ আপনার সাথে থাকতে পারছেন না।বাড়িতে অতিথি আসতে পারে আজ

৯ মার্চ পর্যন্ত পঞ্চায়েত ভোটের বিজ্ঞপ্তি নয়, নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ মার্চ ঃ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মামলার ফলে অনিশ্চিত রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচন। বুধবার গ্রাম বাংলার ভোটের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ওপর থাকা অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের মেয়াদ ফের বাড়াল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চ। আগামী ৯ মার্চ পর্যন্ত পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি না করার জন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতিরা। আর কলকাতা হাইকোর্টের এই নির্দেশের ফলে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পঞ্চায়েত ভোট করানোর কোনও সম্ভবনা রইল না। কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে পঞ্চায়েত ভোট করানোর দাবির পাশাপাশি আসন পুনর্বিন্যাস ও সংরক্ষণে অনিয়মের অভিযোগ এনে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চে মামলা দায়ের করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর

দাবি ছিল, '২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যাপক হিংসার ঘটনা ঘটেছিল। তাই ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত ভোট কেন্দ্রীয় বাহিনীর তত্ত্বাবধানে হোক।' পাশাপাশি তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের গণনার যে বিজ্ঞপ্তি রাজ্য নির্বাচন কমিশন দিয়েছে, তাতে ত্রুটি রয়েছে। তাই নির্বাচনের দিন ঘোষণার আগে প্রত্যেক বাড়ি গিয়ে সংরক্ষণের তালিকা খতিয়ে দেখা হোক। এরপরই পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হোক। গত ১৫ ডিসেম্বর মামলার শুনানিতে ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল, ৯ জানুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানি না হওয়া পর্যন্ত রাজ্য নির্বাচন কমিশন পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে কোনও ঘোষণা করতে পারবে না। ৯ জানুয়ারি মামলার শুনানি হয়নি। ১৫ ফেব্রুয়ারি শুনানিতে ফের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করতে পারবে না রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এমনকি সেই নির্বাচন নিয়ে কোনও বিজ্ঞপ্তি জারিও করতে পারবে না কমিশন। এদিন মামলার শুনানিতে ভোট বিজ্ঞপ্তির উপরে স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়ানো হল।

উষ্ণতম ফেব্রুয়ারি, মার্চেই ৩৫ ডিগ্রি ছাড়াবে তাপমাত্রা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ মার্চ ঃ দেশের হাওয়া অফিসের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী তিন মাসে ভারতের বেশিরভাগ অংশে তাপপ্রবাহ বইবে। আর গোটা ফেব্রুয়ারি মাসে দিনের সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ১.৭৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল। ১৯০১ সালের পর দিনের নিরিখে এটিই ছিল সবোর্চ্চ তাপমাত্রা। ১২২ বছরের ইতিহাসে এই প্রথমবার উষ্ণতম ফেব্রুয়ারি মাস কাটল। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরও আশঙ্কার কথা শুনিয়েছে। জানানো হয়েছে, মার্চের প্রথম সপ্তাহেই ৩৫

ডিগ্রি ছাপিয়ে যাবে কলকাতার তাপমাত্রা। আগামী পাঁচদিন দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় প্রায় একইরকম গরম অনুভূত হবে দক্ষিণের জেলাগুলিতে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দার্জিলিংয়ে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবারও দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গের বাকি জেলা ও দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়া মূলতঃ শুষ্ক হবে। সকালের দিকে হালকা কুয়াশা থাকতে পারে। কলকাতায় পরিষ্কার আকাশ থাকবে। পূবালী হাওয়ার দাপট থাকবে। জলীয় বাষ্প ঢোকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও বাড়তে পারে। বুধবার সকালের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৩.৩ ডিগ্রি ছিল। যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ২৩ থেকে ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

হাওড়ার জগাছায় ইডি'র হানা চিটফান্ড কর্তার বাড়িতে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১ মার্চ ঃ একটানা প্রায় সাত ঘন্টা জেরা করার পর ইডি'র অধিকারিকরা বেরোলেন হাওড়ার জগাছার ধাড়সায় টাওয়ার গ্রুপের কর্ণধারের বাড়ি থেকে। যদিও তদন্তের স্বার্থে ইডি'র আধিকারিকরা সাংবাদিকদের ক্যামেরার সামনে এদিন মুখ খোলেননি। বুধবার সকাল থেকেই ইডি'র আধিকারিকরা জগাছার মনসাতলায় ওই চিটফান্ড কর্তার

বাড়িতে অভিযান চালান। তল্লাশির পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের তাঁরা জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এদিন বিকেলে দীর্ঘ সাত ঘন্টা জেরা করার পর তাঁরা কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন। উল্লেখ্য, পিনকন এবং টাওয়ার গ্রুপের কর্ণধারদের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে বুধবার সকাল থেকেই চলে ইডি'র তল্লাশি। সূত্রের খবর, কলকাতা সহ শহরের বেশ কয়েকটি জায়গায় চলে এই তল্লাশি। হাওড়ার জগাছার মনসাতলায় এদিন টাওয়ার গ্রুপের কর্ণধারের বাড়িতেও ইডি আধিকারিকরা প্রায় সাত ঘন্টা ধরে তল্লাশি চালান।

বুধবার থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত হাওড়া শাখায় বাতিল একাধিক ট্রেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ মার্চ ঃ রেল লাইনে কাজের জন্য হাওড়া শাখায় লিলুয়া-বর্ধমান লাইনে একগুচ্ছ ট্রেন বাতিল করল পূর্ব রেল। বুধবার থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত ১৪ টি লোকাল ট্রেন বাতিল করেছে রেল। একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে মঙ্গলবার পূর্ব রেলের তরফে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। টানা এক মাস ট্রেন বাতিলের জেরে যাত্রীরা ভোগান্তিতে পড়বেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পূর্ব রেলের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, হাওড়া শাখায় লিলুয়া-বর্ধমান লাইনে রেললাইনে সংস্কার-সহ উন্নতমানের ওভারহেড যন্ত্রপাতি বসানোর কাজ চলবে। মূলতঃ হাই স্পিড ট্রেন চলাচলের জন্য এই মেরামতির কাজ করা হবে। আর সেই কারণে মার্চ মাসের ১ তারিখ অর্থাৎ বুধবার থেকেই ওই লাইনে বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং লোকাল ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হবে। লোকাল ট্রেনের এই পরিষেবা বন্ধ থাকবে ৩১ মার্চ পর্যন্ত। ১ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত যে ১৪ টি লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। রেল সূত্রে খবর, হাওড়া থেকে ৩৭৬১১, ৩৭৮১৫, ৩৭৩৪৩, ৩৬০৭১, ৩৭০১১, ৩৬৮২৫ এবং ৩৬০৮৫ লোকাল ট্রেন বাতিল করা রয়েছে। বর্ধমান থেকে ৩৭৮৩৪ ও ৩৭৮৪০ দু'টি লোকাল বাতিল করা হয়েছে। পাণ্ডুয়া থেকে রওনা দেওয়া ৩৭৬১৪ ট্রেনটি বাতিল হয় হয়েছে। এ ছাড়াও বাতিলের এই তালিকায় রয়েছে তারকেশ্বর (৩৭৩৫৪), গুড়াপ (৩৬০৭২), শ্রীরামপুর (৩৭০১২) এবং মশাগ্রাম (৩৬০৮৬) থেকে ১ টি করে লোকাল ট্রেন। রেল লাইনে কাজের স্বার্থে এই ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্তে যাত্রীদের অসুবিধা হবে, তা সত্ত্বেও উন্নয়নের স্বার্থে যাত্রীদের সহযোগিতা করার আবেদন জানিয়েছে পূর্ব রেল।

এডিনো ভাইরাসের হাত থেকে বাচ্চাকে কি ভাবে রাখা উচিত জানালেন শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অনির্বাণ ঘোষ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১ মার্চ ঃ বর্তমানে এডিনো ভাইরাসের সংক্রমণে আক্রান্ত বহু শিশু থেকে বড়রা। বিভিন্ন বেসরকারি ও সরকারি হাসপাতালে বহু রোগী ভর্তি আছে বর্তমানে। চলছে চিকিৎসা। সরকসরি তরফে বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা ও জারি করা হয়েছে। তবে প্রাথমিক কিছু উপসর্গ দেখা দিলেও এই ভাইরাস নিয়ে অযথা আতংকিত না হওয়ার পরামর্শ দিলেন শিশু ও সাধারণ রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অনির্বাণ ঘোষ। জয়নগরের একটি চিকিৎসা কেন্দ্রে রোগী দেখতে দেখতে ডাঃ অনির্বাণ ঘোষ তুলে ধরেন এই ভাইরাসের খুঁটিনাটি। তিনি বলেন, কি কি উপসর্গ দেখা যাচ্ছে এই জ্বরে মূলতঃ আমরা একটা করে ভাইরাস দেখতে পাচ্ছি আর সেই ভাইরাসগুলি বিখ্যাত হয়ে যাচ্ছে। অযথা আতঙ্ক চারদিকে ছড়িয়ে গেছে আরও বেশি মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে। আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই শুধুমাত্র আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য প্রতি বছরই হয়। করোনার কারণে আমাদের মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। তবে এখন কি করবেন জেনে রাখুন, কিছু কিছু জিনিস আপনারা লক্ষ্য রাখবেন। শুধু যদি জ্বর থাকে তাহলে প্যারাসিটামল ব্যবহার করুন। এবং আপনার ডক্টরের সাথে পরামর্শ করুন। পাশাপাশি যদি দেখেন খুব শ্বাসকষ্ট হচ্ছে একটা লেবেল আছে সেই লেভেলের বাইরে চলে গেলে। এবং জ্বরটা অনেকদিন ধরে রয়ে গেল

তখন তাকে হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে ভর্তি করাতে হবে। সাথে সাথে রক্ত পরীক্ষা ও করা উচিত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঠান্ডা লেগে সর্দি- কাশিতে এই জ্বরটি বেশি হচ্ছে। তবে এই সময় কি কি করবেন না সেটা ও জেনে রাখা উচিত। বিশেষ করে সকালের দিকে আপনার বাচ্চাকে অযথা বাইরে বার করবেন না বিশেষ দরকার ছাড়া। পাশাপাশি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে সমস্ত বাচ্চাদের অল্প অল্প এই ধরনের সিমটম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তাদেরকে স্কুল এ পাঠানোর দরকার নেই। তাতে আপনার বাচ্চা থেকে আরও দশটা বাচ্চা আক্রান্ত হতে পারে। এগুলো ঠিকঠাক মেনে চলা উচিত। অযথা ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। তাই বলবো, সাবধানে থাকবেন। বাচ্চাকে ঠিকঠাক ভাবে রাখুন। পরিচর্যা করুন এবং ঠান্ডা যাতে না লাগে। বাচ্চার গায়ে কোন স্ক্রীম না লাগিয়ে যাতে বাচ্চা ঘেমে না যায় সেদিকে কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে। তাই সুস্থ রাখার দায়িত্ব নিজেদের কাছেই থাকলো। খুব বেশি সমস্যা হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

বউবাজারে মাটির তলায় সুড়ঙ্গের কাজ শুরু হল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ মার্চ ঃ প্রায় ন' মাস পর ফের বুধবার থেকে বউবাজারে মাটির তলায় সুড়ঙ্গের কাজ শুরু হল। যে সাড়ে চার মিটার অংশে বিপত্তির কারণে গতবছর মে মাসে বিপর্যয় নেমেছিল বউবাজারে সেখানেই ফের কাজ শুরু হয়। নিরাপত্তাজনিত কারণে গৌর দে লেন, দুর্গা পিতুরি লেন এবং স্যাকরাপাড়া লেনের তিনটি বাড়ির ৪৫ জন বাসিন্দাকে হোটেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। কারণ যে অংশে কাজ হচ্ছে এই বাড়িগুলো সেখানকার প্রতিক্রিয়া-অঞ্চলের মধ্যে পড়ছে। তাই ফের কাজ করতে গেলে সংশ্লিষ্ট তিনটি বাড়িতে ফাটল ধরার আশঙ্কা রয়েছে। আর তাই নোটিস পাঠিয়ে বাড়িগুলি খালি করার কথা বলা হয়। বুধবার থেকে সুড়ঙ্গের ওই অংশে বেস স্ল্যাব তৈরির কাজ শুরুর হয়। মে মাসে এই সাড়ে চার মিটার অংশে কাজ করতে গিয়েই মাটি আলগা হয়ে স্রোতের মতো জল বেরোতে শুরু করে। তার জেরে একাধিক বাড়িতে ফাটল ধরে। যা বন্ধ করতে রীতিমতো বেগ পেতে হয় কেএমআরসিএল কর্তৃপক্ষকে। বউবাজারের প্রথম বিপর্যয় সামাল দিতে এসপ্ল্যানেড ও শিয়ালদহ দু'দিক থেকে আসা বিপরীতমুখী সুড়ঙ্গকে জুড়তে জয়েন্ট বক্স তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। তা করতে একটি স্ল্যাব তৈরির কাজ শুরু হয়। প্রায় ৩৮ মিটার স্ল্যাবের ২৯ মিটারের কাজ হয়ে গিয়েছিল। বাকি ৯ মিটারের কাজ করতে গিয়েই নেমে আসে দ্বিতীয় বিপর্যয়। এসপ্ল্যানেডের দিক থেকে আসা সুড়ঙ্গের কাছে খোঁড়াখুঁড়ি করতে গিয়ে জল বেরিয়ে আসে। বন্ধ করে দেওয়া হয় কাজ। তার মধ্যে সাড়ে চার মিটার অংশের কাজ হয়ে গিয়েছে। আর যে অংশে মূল বিপর্যয় নেমেছিল, সেখানেই কংক্রিট কেস স্ল্যাব তৈরির কাজ শুরু হল।

বারুইপুর হাইস্কুলের পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ১ মার্চ ঃ আচমকা বারুইপুর হাই স্কুল পরিদর্শনে এলেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গাঙ্গুলী। বুধবার ছিলো এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ইতিহাস পরীক্ষার দিন। আর এদিন বারুইপুর হাইস্কুলের পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করে গেলেন রাজ্যের মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গাঙ্গুলী। এদিন তিনি পরীক্ষা কেন্দ্রের পরীক্ষা কেন্দ্র ঘুরে দেখেন এবং বন্দোবস্ত নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। বারুইপুর হাই স্কুলে এবার ৪০৬ জন পরীক্ষার্থী মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে। সবমিলিয়ে ভালোভাবেই রাজ্য জুড়ে পরীক্ষা হচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন। বিগত বছর গুলোতে যেভাবে নকল বা অপচেষ্টা করা হয় তা এবার হয়নি বলেও দাবি করেছেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি।

বড় ঘোষণা রাজ্যের, পুলিশের কনস্টেবল হবেন রূপান্তরকামীরাও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ মার্চ ঃ এবার থেকে পুলিশের কনস্টেবল পদে আবেদন পত্র জমা দিতে পারবেন রূপান্তরকামীরাও। তাঁরাও কনস্টেবল হতে পারবেন। এমনই সিদ্ধান্ত নিলেন রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা। এদিন রবীন্দ্র সদনে ট্রান্সজেনডারদের পরিচয় পত্র ও সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠানে এসে তিনি সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী কনস্টেবল নিয়োগের একাধিক নিয়ম তৈরি করেছেন। সেই নিয়মের মধ্যে থেকেই ট্রান্সজেন্ডাররা এবার থেকে লেডি কনস্টেবল পদে আবেদন করতে পারবেন। শীঘ্রই এই ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। রাজ্য সরকারের তরফে এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে। প্রসঙ্গত গত বছরই রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছিল পুলিশের রূপান্তরকামীদের চাকরিতে সুযোগের বিশেষ ব্যবস্থা করা হবে। রূপান্তরকামীদের জন্য বিশেষ সংরক্ষণের কথা আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল। এবার তা কার্যকরী হল। ২০১৯ - এর কেন্দ্রীয় ট্রান্সজেন্ডার অধিকার সুরক্ষা আইন অনুযায়ী বিশেষ বিধি তৈরি করেছে রাজ্য। রাজ্য পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, চাকরিতে মহিলাদের ক্ষেত্রে যে সংরক্ষণ রয়েছে, তার এক শতাংশ থাকবে রূপান্তরকামীদের জন্য। যে শারীরিক ক্ষমতা পুলিশ কনস্টেবল হওয়ার ক্ষেত্রে মাপকাঠি হিসাবে নির্ধারিত হয়, সেটি রূপান্তরকামীদের জন্য ভিন্ন ভাবে মূল্যায়ন হবে। ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে উচ্চতা কিংবা অন্যান্য শারীরিক সক্ষমতার ক্ষেত্রে পুরুষদের থেকে কম এবং মহিলাদের থেকে বেশি হবে রূপান্তরকামীদের জন্য। শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রেও ছাড় দেওয়া হয়েছে রূপান্তরকামীদের জন্য। কারণ বর্তমানে আর্থ সামাজিক পরিস্থিতিতে এমন অনেক রূপান্তরকামী রয়েছেন, যাঁরা স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পর্যন্ত পান না। প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে নালসা রায় দিয়েছিল ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। রূপান্তরকামীদের 'তৃতীয় লিঙ্গ' বলে মর্যাদা দেওয়া হয়। সর্বোচ্চ আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, সংবিধানে নাগরিকদের জন্য যে মৌলিক অধিকারের উল্লেখ রয়েছে, তা তৃতীয় লিঙ্গের জন্যও সুনিশ্চিত করতে হবে। বর্তমান আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাঁদের শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে সংরক্ষণের বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে। বলাইবাহুল্য, এটি রাজ্য সরকারের প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। এটিএইচবি-র সেক্রেটারি রঞ্জিতা সিনহা বলেন, আমরা অনেকটা লড়াই করে আজ এই জায়গায় এসেছি। তবে যেভাবে আমাদের মধ্যে বেকারত্বের হার বাড়ছে, তাতে ১ শতাংশ সংরক্ষণ মেনে নেওয়া যায় না। তবুও বলব এটা আশাবাদী। তবে আমরা ভীষণভাবে খুশি, সেটা বলতে পারব না।

গোবিন্দ হাজরার বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১ মার্চ ঃ হাওড়ায় বিজেপি নেতা গোবিন্দ হাজরার বাড়ি লক্ষ্য করে এবার বোমা ছোঁড়ার অভিযোগ উঠেছে দুস্কৃতিদের বিরুদ্ধে। ওই বিজেপি নেতার বাড়ি লক্ষ্য করে ছোঁড়া বোমার ছবি ধরা পড়ে সিসি ক্যামেরায়। তদন্তে নেমেছে পুলিশ। জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে বিজেপি নেতা গোবিন্দ হাজরার বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়া হয়। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায় বহিরাগত এক ব্যক্তি গোবিন্দ হাজরার বাড়ি লক্ষ্য করে বাইরে থেকে পরপর ২টি বোমা ছোঁড়ে। যদিও, একটিও বোমা ফাটেনি। সেগুলো সকালে পুলিশ এসে উদ্ধার করে। জানা গেছে, হাওড়ার ডোমজুড় বিধানসভা এলাকার জগদীশপুরে দেবীর পাড়া এলাকায় গোবিন্দ হাজরার বাড়িতে রাতে দুটি বোমা ছোঁড়া হয়। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মাত্র কয়েকদিন আগে হাইকোর্টের নির্দেশে ঘরে ফেরেন গোবিন্দ হাজরা। ২০২১ এর বিধানসভা ভোটের ফলপ্রকাশের দিন থেকেই ঘরছাড়া ছিলেন তিনি। গোবিন্দ হাজরা জগদীশপুরের প্রাক্তন তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধান ছিলেন। পরে রাজীব ব্যানার্জীর হাত ধরেই যোগ দিয়েছিলেন বিজেপিতে।

মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে গিয়ে অসুস্থ ছাত্রী, পাঠানো হল কলকাতার হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১ মার্চ ঃ পরীক্ষা দিতে দিতে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ল ছাত্রী, নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে । হাসপাতালের বেডে শুয়ে জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারল না ওই ছাত্রী। অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাকে পাঠানো হলো কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে। মাধ্যমিক পরীক্ষার শুরুর পর থেকে প্রতি পরীক্ষায় জয়নগর থানা এলাকার বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহন কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছে কোন না কোনো পরীক্ষার্থী। জয়নগর মজিলপুর, ঢোষার পর এবার দক্ষিন বারাসতে পরীক্ষা দিতে গিয়ে অসুস্থ হল এক পরীক্ষার্থী। ভর্তি হাসপাতালে। বুধবার মাধ্যমিক পরীক্ষার ইতিহাসের পরীক্ষা ছিল। জয়নগর থানার দক্ষিন বারাসত সারদাময়ী গার্লস স্কুলে আসন পড়েছিল মুক্তকেশী গৌরমোহন হাইস্কুলের পরীক্ষার্থীদের। আর দুঘন্টা পরীক্ষা দেবার পর আচমকা স্কুলে অসুস্থ হয়ে পড়ে বিলকিস খাতুন নামে জাঙ্গালিয়ার এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। তৎক্ষনাত স্কুল কর্তৃপক্ষ, ব্লক প্রশাসন ও জয়নগর থানার সহায়তায় জয়নগর ১ নং ব্লকের পদ্মেরহাট গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করায়। সেখানে ভর্তি হলেও পরীক্ষা দিতে পারে নি। ক্রমশঃ অবস্থার অবনতি হওয়ায় এদিন সন্ধ্যা নাগাদ ওই ছাত্রীটিকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানাতরিত করা হল। তবে এ ব্যাপারে ওই ছাত্রীর মা বললেন, পরীক্ষা শুরুর দিন থেকে কোনো রকম সমস্যা ওর মধ্যে দেখতে পাইনি। আজকে হঠাৎ পরীক্ষা দিতে দিতে অসুস্থ হয়ে পড়ে তারপর জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। স্কুল থেকে ওকে হাসপাতালে ভর্তি করে। তারপর এসে দেখি অবস্থা অত্যন্ত খারাপ তাই ওকে কলকাতার হাসপাতালে পাঠানো হল। বাকি পরীক্ষা দিতে পারবে কিনা জানিনা।

হুক্কা বার নিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে বহাল সিঙ্গল বেঞ্চের রায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ মার্চ ঃ কলকাতা শহরে এখনই কোনও হুক্কা বার বন্ধ হচ্ছে না। হাই কোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ই বহাল রাখল ডিভিশন বেঞ্চ। যার ফলে শহরের সব হুক্কা বার বন্ধের যে নির্দেশ পুরসভা দিয়েছিল, সেটি আপাতত কার্যকর হচ্ছে না। বুধবার প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব এবং বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ নির্দেশ দিয়েছেন, আগামী ৩ সপ্তাহের মধ্যে কলকাতা পুরসভাকে পেপারবুক জমা দিতে হবে। ৬ সপ্তাহ পর ফের মামলার শুনানি হবে। ডিসেম্বর মাসে বিজ্ঞপ্তি জারি করে শহরের সব হুক্কা বার বন্ধ করার নির্দেশ দেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। পুরসভা জানায়, কলকাতার বিভিন্ন হুক্কা বারে হুক্কার সঙ্গে মাদক মিশিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে। এইধরনের প্রচুর অভিযোগ জমা পড়েছে। মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, হুক্কা বারে ভিড় জমান কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সেই হুক্কার সঙ্গে মাদক বা ড্রাগ মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে যুবসমাজ। পুরসভার সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয় বার মালিকদের সংগঠন। তাঁদের দাবি ছিল, যেহেতু হুক্কা বার চালানোর জন্য পৃথকভাবে লাইসেন্স নেওয়া থাকে, তাই বার বন্ধের নিষেধাজ্ঞা বেআইনি। কোনও পুর কর্তৃপক্ষ এভাবে হুক্কা বার বন্ধ করতে পারে না। কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা রেস্তরাঁ অ্যাসোসিয়েশনের সেই যুক্তি মেনে নেন। এবং রীতিমতো বিরক্তি প্রকাশ করে হুক্কা বার বন্ধের নির্দেশ খারিজ করে দেন।

ডায়মন্ড হারবারে অনুষ্ঠান চলাকালীন প্যান্ডেলে আগুন

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ড হারবার, ১ মার্চ ঃ পারিবারিক অনুষ্ঠান চলাকালীন প্যান্ডেলে হঠাৎই আগুন লাগে। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবারের রামনগর থানা এলাকায়। বুধবার রামনগর থানা এলাকার দক্ষিণ খর্দ্দ গ্রামের ক্ষেত্রী পরিবার একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে আত্মীয়-স্বজন উপস্থিতি ছিল। সেই সময় হঠাৎ একটা আওয়াজ হয়। লোকজন কিছু বুঝতে পারার আগেই প্যান্ডেলে আগুন ধরে যায়। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। পুরো প্যান্ডেল পুড়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে ডায়মন্ড হারবারের এসডিপিও মিঠুন দে বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

অটোমোবাইল ক্ষেত্রে দক্ষ কর্মীর যোগান বাড়াতে কেন্দ্র তৈরি রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ মার্চ ঃ অটোমোবাইল ক্ষেত্রে দক্ষ কর্মীর যোগান বাড়াতে কলকাতায় সরকারি বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্বের একটি উৎকর্ষ কেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারি শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়িয়াহাট আইটিআই এর খালি জমিতে ওই উৎকর্ষ কেন্দ্র তৈরি করা হবে। এই মর্মে আজ স্বনামধন্য গাড়ি নির্মাণ সংস্থা অশোক লেল্যান্ডের সঙ্গে রাজ্য সরকারের কারিগরি শিক্ষা দফতরের একটি সমঝোতা পত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। কারিগারি শিক্ষা দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওই উকর্ষ কেন্দ্র তৈরি করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সংস্থা গড়িয়াহাট আইটিআই এর প্রশিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং প্রশিক্ষণ দেবেন বলেও স্থির হয়েছে। শিক্ষার্থীরা পেশাদার সংস্থায় হাতে-কলমে কাজ শেখার সঙ্গেই অটোমোবাইলের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি সম্পর্কে অবগত হবেন। এতে তাদের দক্ষতা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। সমঝোতা পত্র স্বাক্ষরের অনুষ্ঠানে রাজ্যের কারিগরি শিক্ষা মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, দপ্তরের সচিব অনুপ আগরওয়াল, অশোক লেল্যান্ড সংস্থার আঞ্চলিক ম্যানেজার সুমিত কাপুর প্রমুখ ও উপস্থিত ছিলেন।

আবার অজয় নদীর চরে পাওয়া গেল প্রাচীন বিষ্ণু শিলা মূর্তি

ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, গুসকরা, ১ মার্চ ঃ আবার অজয় নদী পাওয়া গেল প্রাচীন শিলা মুক্তি। এবার কেতুগ্রাম থানা নারেঙ্গা গ্রামে । দুই যুবক এই মুর্তি উদ্ধার করে। অজয় নদীর চরে মূর্তিটি । দুই ফুট লম্বা ১০ ইঞ্চি চওড়া নারায়ণ ত্রিবিক্রম মূর্তি । নিচে একটা লিপি দেখা যায়। যদিও পাঠোদ্ধার করা যায়নি। এই মূর্তি দেখে অনেকে অনুমান এইসব মূর্তি তৈরি হয়েছিল হাজার বছরের আগে পাল যুগে। কাটোয়া ১৯১৪ সালে এই এলাকা মঙ্গলকোট পরিদর্শন এসে ছিলেন ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছিলেন আউশগ্রাম থানা গুসকার কাছে পান্ডু রাজার ঢিপি থেকে কাটোয়া পর্যন্ত খনন করলে প্রাচীন যুগেরএক আধুনিক সভ্যতার লুকিয়ে আছে যা ক্ষনগুলি বেরিয়ে আসবে । এলাকার মানুষের বিশ্বাস এলাকায় বিভিন্ন স্থানে খনন করলে বহু প্রাচীন কুষান মৌর্য্য পাল ও সেন যুগের ইতিহাস পাওয়া যাবে। কিছুদিন আগে মঙ্গলকোট থানার অজয় নদীর তীরে খেউয়া গ্রামে পাওয়া গিয়েছিল শ্রীধর মূর্তি। বিরল শ্রীধর মূর্তি । তার আগে একটি পাওয়া গিয়েছিল যক্ষের মূর্তি । এইরকম দু এক বছর অন্তর অন্তর প্রাচীন মূর্তি ধাতব মূর্তি বিভিন্ন প্রত্ন সামগ্রী অজয় নদীর তীরবর্তী এলাকায় পাওয়া যায় । স্থানীয় ইতিহাস চর্চাকারী আগ্রহী ব্যক্তিগণ ইতিহাস জানার আগ্রহী ও জানবার আগ্রহী ব্যক্তিগণ তারা মনে করেন এলাকার মানুষের এলাকার ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতন করার জন্য ও জানার জন্য এবং আগামী দিনে চর্চার সুবিধার জন্য। এইসব প্রাচীন মুক্তি এলাকায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হোক। সরকারি উদ্যোগে। কাটোয়া বর্ধমান মঙ্গলকোট গুসকরা যেকোন স্থানীয় হতে পারে। এবার যে মূর্তিটা পাওয়া গেছে। এইসব মূর্তি যখন পাওয়া যায় স্বাভাবিক পুলিশ ভাবেই পুলিশ উদ্ধার করে থানায় দীর্ঘদিন পড়ে থাকে তারপর কলকাতা বা কোনো বড় মিউজিয়ামে

সংরক্ষণ করা হয়। যা এলাকা মানুষের সহজে আর নজরে পড়ে না দুদিন চর্চা হয় তারপর সবকিছুই ঢাকা পড়ে যায়। তাই এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি এলাকাতেই এইগুলি সংরক্ষণ করা হোক। এইসব হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গেলে সাধারণত পাওয়ার পর থেকেই তাকে শোধন করে পূজো পাঠ শুরু হয়ে যায়, রোবোনা জায়গা প্রতিষ্ঠা হয় পড়ে যায় দর্শন করতে বহু মানুষ এলাকায় ভিড় জমায় ফলে প্রশাসনের ও পূজার মাধ্যমে প্রকাশ হয় প্রশাসনের নজরে আসে গ্রামের বা স্থানীয় মানুষের দাবি অগ্রাহ্য করে উদ্ধার করে নিয়ে চলে যায়। পরে স্থানীয় স্বরে ইতিহাস চর্চার জন্য দেখার জন্য ও কৌতুহল বশত দেখার কোনো সুযোগ থাকে না আগামী দিনে তরুন প্রজন্মকে ইতিহাস চর্চার আগ্গুরী করে তুলতে এলাকায় সংরক্ষণ হলে সুবিধা হয়। পরে এলাকার মানুষ এই নিয়ে গভীর চর্চা ও করতে পারে।

যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার চাঞ্চল্য এলাকায়

গোপাল রায়, আরামবাগ, ১ মার্চ ঃ এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার কে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটেছে গোঘাটের কামচে এলাকায়। মৃত যুবকের নাম সন্দীপ সাঁতরা, বয়স ২১ বছর। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে অন্যান্য দিনের মতো খাওয়া-দাওয়া করে বাড়ির মধ্যেই ঘুমিয়ে ছিল এই যুবক। বুধবার সকালে ওই যুবক ঘুম থেকে উঠতে দেরি দেখে পরিবারে লোকজন ডাকাডাকি করে। যুবকের কোন সাড়া না পেযে. দরজা ভেঙে পরিবারের লোকজনরা দেখে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় তার মৃতদেহ ঝুলছে। এরপর গোগার থানা খবর গেলে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ওই যুবকের মৃতদেহটি উদ্ধার করে। পরিবারের লোকজনের অনুমান ওই যুবক প্রেম গঠিত কারণেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। পুলিশ মৃত দেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়।

বি গার্ডেন ইনটেক প্ল্যান্টে গঙ্গার সাকশন পাইপ পরিষ্কারের কাজ হল

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১ মার্চ ঃ দক্ষ ডুবুরি নামিয়ে বি গার্ডেন ইনটেক প্লান্টে গঙ্গার সাকশন পাইপ পরিস্কারের কাজ হল হাওড়া পুরসভার

উদ্যোগে। ওই কাজের জন্য মঙ্গলবার হাওড়ায় বি গার্ডেনের ইনটেক প্লান্ট পরিদর্শন করেন পুর আধিকারিকরা। লক্ষ্য, হাওড়া শহরবাসীকে আরও ভালোভাবে জল সরবরাহ করা। জানা গেছে, হাওড়া পুরসভার জলের দপ্তরের আধিকারিকরা মঙ্গলবার বি গার্ডেনের ইনটেক প্ল্যান্ট পরিদর্শন করেন। নেতৃত্বে ছিলেন হাওড়া পুর প্রশাসকমন্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চৌধুরী। এদিন সেখানকার দুটি মেন পাইপ লাইন ও পাইপ লাইনের মুখে জালের কাছে আবর্জনা পরিস্কার করা হয়। সৈকত চৌধুরী জানান, এই কাজ নদীর ভাটার সময় দক্ষ ডুবুরি দিয়ে করা হয়। বছরে চারবার অর্থাৎ প্রতি তিন মাস অন্তর এই পাইপ লাইন পরিস্কার করা হয় বলে জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, এখান থেকেই জল যায় পদ্মপুকুর প্লান্টে। সেখানে এই জল পরিশুদ্ধ করে হাওড়া শহরের সব ওয়ার্ডে সরবরাহ করা হয়।

সল্টলেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ মার্চ ঃ এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হল। সিড়ির রেলিং এর সাথে শাড়ি দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় সেটি। সল্টলেকের সি জে ব্লকের, ১৭ নম্বর বাড়িতে কেয়ারটেকার হিসেবে সে থাকত। সিঁড়ির নিচে বসে পড়াশোনা করত ওই ছাত্রী। ছাত্রীর নাম আনমনা রায়। বেগম রোকেয়া স্কুলের ছাত্রী ছিল সে। বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল স্কুলে তার সিট পড়েছিল পরীক্ষার। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বুধবার ভোর চারটের সময় সে ঘুম থেকে উঠেছিল। তারপর সে পড়তে যায় তার নিজের জায়গায়। এদিন তার মাধ্যমিক পরীক্ষা ছিল। কিন্তু সেই ঘরের দরজা, সকাল দশটা বেজে গেল খুলছিল না সে। এরপর তার মা ডাকাডাকি করলেও ঘরের দরজা না খুললে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে বিধাননগর পূর্ব থানার পুলিশ ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। তাঁরা ঝুলন্ত অবস্থায় মৃতদেহ উদ্ধার করেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। কোনও সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি। ওই ছাত্রীর মোবাইল এর তথ্য ঘেঁটে দেখছে পুলিশ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ৯১ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৭ ফাগুন, ১৪২৯

বাংলা ভাষা ব্রাত্য ?

সম্পাদকীয়

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের দিন ঘটা করে প্রভাব ফেরী করে বাংলার জয়গান গাইতে থাকলাম। বাংলার ভাষার হয়ে পদযাত্রা করতে শুরু করলাম। তারপরে ঘটা করে স্কুল কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের বাংলার গান, নাটক মঞ্চস্থ করলাম। কিন্তু তার সুফলটা কি পাওয়া গেল? বাংলা কি সত্যিই তাদের আগেকার স্থানে পৌঁছাতে পেরেছে? উনবিংশ শতাব্দী বা অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা নিয়ে যেভাবে চর্চা হতো আজকে ভারত স্বাধীনতা লাভ করা পর বাংলা ভাষার চর্চা কি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে? দেখতে পাওয়া গিয়েছে আজকের চেয়ে পরাধীন ভারতে বাংলা ভাষার চর্চা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছিল। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তৎকালীন পণ্ডিতেরা ইংরেজি ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দিতে শুরু করেন। তাঁরা বাংলার ভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশায়। তিনি বাংলা ভাষার স্কুল স্থাপন করেছিলেন। তাঁর হাতে গড়া আজও কলকাতার বুকে তিনটি মেট্রোপলিটান স্কুল রয়েছে যেখানে বাংলা চর্চা করা হতো। তাহলে কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা বন্ধ করে দেওয়া হয়নি। বাংলা ছিল প্রথম পত্র আর ইংরেজি ভাষা ছিল দ্বিতীয় পত্র। বাংলা ছাত্রছাত্রীদের অতি অবশ্যই ইংরেজি পড়তে হবে এবং শিখতে হবে। বাংলা ভাষার ছাত্রদের ইংরেজি ভাষা শেখার অতি সহজ পুস্তক রচনা করেছিলেন প্যারী চাঁদ মিত্র। তিনি ইংংরজি ভাষা শিক্ষার ফার্স্ট বুক রচনা করলেন। বিদ্যাসাগর বাংলা শেখার জন্য সহজ পাঠ পুস্তক রচনা করেছিলেন। শুধু বাঙালিরা নয়, বহু সাহেবরা বিদ্যাসাগরের সহজ পাঠ পুস্তক পড়ে বাংলা ভাষার শিক্ষা নিয়েছিলেন। বাংলার ভাষার উন্নতির জন্য কাজ করে গিয়েছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় যিনি বিদ্যাসাগরের বন্ধু ছিলেন। বন্ধু বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরে মদনমোহন তর্কালঙ্কারে ঝগড়া হলেও তাদের বন্ধুত্ব কিন্তু অটুট ছিল। বিদ্যাসাগর আবার মদনমোহনের বিধবা স্ত্রী এবং মেয়েকে মাসিক ভাতা দিতেন। তখন তারা একেবারে আর্থিক কর্পদক শূন্য হয়ে গিয়েছিলেন। বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহকে সমর্থন করেছিলেন। এবং বিধবা বিবাহ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। তার ফলে বিদ্যাসাগরের একটা অনুরাগ কাজ করে গিয়েছিল মদনমোহনের প্রতি। এদের আগে রাজা রামমোহন রায় বাংলা ভাষা চর্চার প্রথম সোপান রচনা করে গিয়েছিলেন। তাঁর পথকে অনুসরণ করে বিদ্যাসাগর এবং মদনমোহন এগিয়ে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারপরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। বিলাত থেকে উপস্থিত হলেন বিপ্লবী অরবিন্দ। তিনি বরোদাতে এসে বাংলা এবং সংস্কৃত শিক্ষা গ্রহণ করলেন। এদিকে ভগিনী নিবেদিতা বাংলা ভাষা শিখে বাংলার মহিলাদের উন্নতির কাজে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করলেন। তিনি বাগবাজারে একটি মেয়েদের জন্য স্কুল তৈরি করেছিলেন। সেখানে বাংলা ভাষা এবং ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি হাতের কাজ শেখানো হতো যাতে মহিলারা স্বালম্বী হতে পারে। ভগিনী নিবেদিতা স্বয়ং সেই স্কুলে তদারকি করতেন। বাংলার বিপ্লবীদের পাশে এসে দাঁড়ালেন কবি কাজি নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি আবার ১৯০৫ সালে বাংলা ভাগের বিরোধিতা করে রাস্তায় নেমে পড়ে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুললেন। বাংলাকে ভাগ করা চলবে না। তখন কিন্তু ভারতে এসে উপস্থিত হয়ে গিয়েছেন বিপ্লবী অরবিন্দ। কিন্তু তিনি তখন বাংলায় এসে উপস্থিত হননি। তিনি তখন বরোদাতে রয়েছে।

আন্তর্জাতিক কটূনীতিতে ভারত

এখন আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে কিন্তু ভারত সাফল্য দেখতে পারছে। ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ হওয়ার ফলে ভারত এখন বেশ ঠাণ্ডা মাথায় কূটনীতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়া ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে আগ্রহী। এদিকে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ভারতকে সমর্থন করতে শুরু করেছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জে রশিয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তাবে ভারত ভোট দেয়নি। ভারত ভারসাম্য নীতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। যুদ্ধ ভারত চায় না। উভয় পক্ষকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে যুদ্ধ থামাতে হবে। ভারত এখন কোনও পক্ষতে নেই। বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর বলে দিয়েছেন যে ভারত বরাবরই শান্তির পক্ষে। ইউক্রেন যুদ্ধটা হচ্ছে শক্তিধর দেশের স্বার্থের যুদ্ধ। এতে ভারতের অংশ গ্রহণ করে কোনও লাভ নেই। ভারত বিশ্বের বৃহৎ শক্তি শিবিরের অংশ হয়ে থাকতে চায় না। জোট নিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাসী ভারত সরকার। এদিকে ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা খুবই কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কারণ চিন ঘাড়ের ওপরে নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তানের আজকে একেবারে শক্তিহীন। তার দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই। পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই চিনকে পেছন থেকে উস্কে দিচ্ছে যে ভারতের সীমান্ত এলাকায় ব্যস্ত রাখলে ভারতীয় সেনারা আর কোন দিকে তাকাতে পারবে না। চিনও এখন আবার কাশ্মীর নীতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। চিনকে পাশে পেয়ে পাকিস্তানের সাহস বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কাশ্মীর সমস্যা সমাধান করতে একেবারে কাশ্মীরটাকে দুটো ভাগে বিভক্ত করে দিলেন। কাশ্মীর ভারতের কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত হল এবং পাশাপাশি লাদাখকেও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হল। এর ফলে সেখানে যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন করছিল তারা বেশ মুশকিলে পড়ে গেল। কাশ্মীর কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হওয়াতে পাকিস্তানের বিদেশ নীতি একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ল। এখন আর কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রপুঞ্জে কোনও বক্তব্য রাখতে পারছে না। আমেরিকাও এখন পাকিস্তানের কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে ফেলেছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

যার কাছ থেকে সকল ধরনের সহযোগীতা পেয়ে, পালন পোষণ পেয়ে আজ আমি পূর্ণ, তার শরীর হতে আমার শরীর আর এই মহান মানুষটিকেই আমরা পিতা বলি ।।।।

বিবেকানন্দের বাণী

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ। পরিবারের জন্য কাজ। মানুষের জন্য কাজ। সবার জন্য কাজ করে যেতে হবে। সমানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পিছনে পড়ে থাকা চলবে না। সাহসের ওপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে। উন্নত মানের কাজ করতে হবে। তবেই বিকাশ লাভ করা সম্ভব। কর্ম করে যেতে হবে। কর্মের সঙ্গে কোনও রকমভাবে আপোষ করা চলবে না। যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। তারাপীঠের মায়ের কাছ থেকে কাজ করার শক্তি চাইতে হবে।

যে কোনও সময়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাইডেন ভারত সফর করতে পারেন

রবীন্দ্রকুমার শীল

বিশ্বকে চমকে দিয়ে যে কোনও সময়ে গোপনে ভারত সফর করতে পারেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সেই রকম আভাস পাওয়া যেতে শুরু করে দিয়েছে। যেভাবে ভারত রাশিয়ার ওপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে তাতে আমেরিকার বিশ্ব রাজনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়া একেবারে সম্ভব নয়। রাশিয়ার সঙ্গে ভারত যদি আরও বেশি করে মৈত্রী বদ্ধ হয় তাহলে এই উপমহাদেশে আমেরিকার রাজনীতিটা খানিকটা হলেও কমতে থাকবে। তার ওপরে চিন যেভাবে রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে এবং ইসলামিক দেশগুলির সঙ্গে মৈত্রী করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে আমেরিকার রাজথনৈতিক শক্তির খানিকটা হলেও কমতে থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। সেই কারণে আমেরিকার মূল লক্ষ হচ্ছে ভারতের মতো একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে জোট করে এশিয়াতে নিজের আধিপত্যকে ধরে রাখা। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কাজের চাপে আসতে না পারলেও এটা ঠিক যে আগামি দিনে আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস ভারতে আসছেন। তিনি ভারতের সঙ্গে সামরিক এবং আর্থিক চুক্তির বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী। বেলুন কূটনীতি করতে গিয়ে আমেরিকা এখন চিনের শত্রু দেশ হিসাবে বিবেচিত হয়ে গিয়েছে। ফলে আমেরিকা এখন চিনের পাশে থাকে এমন একটি দেশের হাত ধরে চলার চেষ্টা করছে। তার ফলে ভারতের দিকে আমেরিকা বিশেষ নজর রাখতে শুরু করেছে। এদিকে বেঙ্গালুরুতে শুরু হয়েছে জি-২০ সম্মেলন। সেখানে বিশ্বের বিদেশ মন্ত্রীরা এসে উপস্থিত হয়েছেন। রাশিয়ার বিদেশ মন্ত্রী এখন ভারতে রয়েছেন। তিনি বিমান বন্দরে নামার সময়ে বলেছেন, ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার বন্ধুত্ব একেবারে অটুট এবং অবিচল। এতে কোনও দিন চিঁড় ধরবে না। এদিকে আমেরিকা বিদেশমন্ত্রীদের সম্মেলনের ওপরে তীক্ষ্ন নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে। আমেরিকার চিন্তা করছে যেভাবে চিন এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে রাশিয়ার হাত ধরে তাতে আমেরিকার অধিকার খর্ব হতে বেশি সময় নেবে না। সেই কারণে এখন তাড়াতাড়ি রাস্তা তৈরি করার চেষ্টা করছে আমেরিকা। জাপানও ভারতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার চেষ্টা করছে। এদিকে জাপান এখন চিনের সঙ্গে কোনও রকম বৈরতা করতে আগ্রহী হচ্ছে না। জাপান এখন সামরিক শক্তি তৈরি করতে তৎপরতা দেখাতে শুরু করেছে। জাপানের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে আমেরিকার পরোক্ষভাবে

সাহায্য করছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর জাপানের হাত থেকে সামরিক শক্তি ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল আমেরিকা। এখন আবার আমেরিকা জাপানকে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে মদত দিতে শুরু করেছে। তার ফলে জাপান সাবমেরিন ক্ষেপনাস্ত্র তৈরি করছে এবং পরীক্ষা করতে শুরু করেছে। জাপানের সামনে এখন দুটো শত্রু দেশ। এক হচ্ছে চিন এবং দ্বিতীয় হচ্ছে উত্তর কোরিয়া। তার ফলে চিনের শি জিনপিং এবং কোরিয়ার কিমের সঙ্গে জাপানকে লড়াই করতে হবে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে জাপান এবারে প্রতিরক্ষা বাজেটে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যে কোনও সময়ে ভারতের মাটিতে পা রাখতে পারেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। ভারতে আসার জন্য তৈরি রয়েছেন আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। বাইডেন যদি কোনও কারণে আসতে না পারেন তাহলে কমলা হ্যারিস তাঁর স্থানে আসতে পারেন এবং ভারতের প্রধাননমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমেরিকার মৈত্রীবনন্ধন অটুটকরতে পারেন। ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার মৈত্রীটাকে ভালো নজরে দেখছে না আমেরিকা। তার ওপরে এদিকে ভারত চিন্তায় পড়ে গিয়েছে। গালওয়ানের ব্যাপারে চিন ক্রমশ আগ্রহ দেখাতে শুরু করে দিয়েছে। প্যাগাং অঞ্চলে চিন সেনা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। ফলে লাদাখ এলাকা ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে পড়তে শুরু করেছে। এদিকে আমেরিকার ওপরে চাপ বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছেন আগামি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রার্থী ভারতীয় বংশোদ্ভূত নিকি হ্যালি। তিনি বলেছেন, আমেরিকার উচিত হচ্ছে চিনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করা। চিনের সঙ্গে আর্থিক সম্পর্ক ত্যাগ করা উচিত। চিন করোনা ভাইরাস বিশ্বে নিয়ে এসেছে। চিনের ল্যাবরেটরি থেকেই করোনা ভাইরাস বাতাসে প্রবেশ করেছে এবং তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। চিনেক সাহায্য দেওয়া বন্ধ করতে হবে। একটি পয়সা যেন দেওয়া না হয় কমিউনিস্ট দেশ চিনকে। এদিকে চিন রাশিয়া এবং ইসলাম দেশগুলি মিলে একটি জোট তৈরি করার চেষ্টা করছে। তার ফলে তাইওয়ানকে রক্ষা করাটা আমেরিকার কাছে খুবই কঠিন হয়ে পড়বে। সেই কারণে আমেরিকা চাইছে জাপান, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান এবং ইজরায়েল নিয়ে একটি সামরিক জোট তৈরি করা হোক যাতে করে কমিউনিস্ট চিনকে রোখা সম্ভব হয়। এদিকে আমেরিকার আগামি দিনের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী নিকি হ্যালি বলেছেন, আমেরিকা প্রতি বছর ৪৬০০ কোটি ডলার অর্থ দান করছে। সেই সব অর্থ কোথায় ব্যবহার করা হচ্ছে তা জানার অধিকার আমেরিকাবাসীদের রয়েছে। তাদের কষ্টার্জিত অর্থেক বেশির ভাগটাই যাচ্ছে আমেরিকা বিরোধী দেশগুলিতে। এদিকে যেভাবে বিশ্বের রাজনীতি বিশেষ করে যুদ্ধ নীতি উত্তপ্ত হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে তাতে আগামি দিনে নেটোর মতো একটি শক্তিশালী জোট তৈরি করার খুবই প্রয়োজন দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে এশিয়াতে। বিশেষ করে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে। সেই কারণে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে তিনি সম্ভবত ভারত সফর করতে পারেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাইডেনের ভারত সফর কূটনৈতিক সফর হিসাবে খ্যাতি লাভ করবে বলে হোয়াইট হাউস মনে করে। তবে সফর কবে হবে তা একেবারে গোপান রাখা হয়েছে। ভারত সফর বাইডেন শুরু করলে তা পাকিস্তানের পক্ষে শুভ হবে না সেটা আশা প্রকাশ করা যেতেই পারে। তবে সবাই আশা প্রকাশ করছে যে জি-২০ সম্মেলন সমাপ্ত হওয়ার পরই বাইডেন ভারতে আসতে পারেন। এদিকে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীও বারতে আশার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনিও আসছেন কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে।

ভারতে জি-২০ সম্মেলনে জাপানের বিদেশমন্ত্রী এলেন না

নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ভারতে জি-২০ সম্মেলনে জাপানের বিদেশমন্ত্রী এলেন না। জাপানে বাজেট অধিবেশ হওয়ার কারণে জাপানের বিদেশ মন্ত্রী আসতে পারছেন না বলে জানতে পারা গিয়েছে। তার পরিবর্তে সম্ভব হলে সহকারি বিদেশ সচিব আসতে পারেন। বা প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে কোনও বিদেশ সচিব আসার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে চিনের বিদেশ মন্ত্রীর ভারতে আসার সম্ভাবনা ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে শুরু কয়েছে। চিনের নতুন বিদেশ মন্ত্রী কুন গ্যাংয়ের নয়াদিল্লি সফর নিয়ে সবাই আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করেছে। চিন সীমান্ত নিয়ে ভারতের সঙ্গে এতদিন ধরে যে ধরনের জটিলতা দেখা দিতে শুরু করেছিল তা সংশোধন করার ব্যাপারে প্রাথমিক কথা পাড়া হতে পারে বলে জানতে পারা গিয়েছে। আমেরিকার বিদেশ সচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন, রাশিয়ার বিদেশ মন্ত্রী সের্গেই লাভরভ, ব্রিটেনের বিদেশ মন্ত্রী জেমশ ক্লোভারলি উপস্থিত হওয়ার কথা রয়েছে। সেই রকমভাবে নয়াদিল্লি প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেছে। চিনের বিদেশ মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে জি-২০ সম্মেলন হচ্ছে আন্তর্জাতিক মঞ্চ। আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সামনে যে বিপদ উপস্থিত হতে শুরু করে দিয়েছে তার সমাধান সূত্র এখান থেকেই বের করা উচিত এবং তার হাত থেকে কীভাবে উদ্ধার পাওয়া যেতে পারে তার পথ তৈরি করা। চিন এ ব্যাপারে সব রাষ্ট্রে সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী। তবে চিন যায় না যুদ্ধ হোক। যুদ্ধ বন্ধ করার পক্ষে চিন। কিন্তু জোর কের যদি যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলে কিন্তু চিন চুপ করে বসে থাকবে না। চিন তার সর্বশক্তি দিয়ে তাকে রুখবে এবং প্রতিহত করার চেষ্টা করবে। এদিকে জাপানের বিদেশ মন্ত্রী অনুপস্থিত থাকলে সম্মেলনের গুরুত্ব অনেকটা কমতে থাকবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে জাপান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে উচ্চ পদস্থ সরকারি আমলাকে জি-২০ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য প্রতিনিধি পাঠানো হবে। তবে ভারতের দ্বেসঙ্গ জাপানের যে সম্পর্ক তৈরি হয়ে রয়েছে তাতে কোনও রকম আঘাত সৃষ্টি হবে না বলে জাপান বিশ্বাস করে। তবে বেঙ্গালুরুতে জি-২০ সম্মেলনে বিদেশের অর্থমন্ত্রীদের যে সম্মেলন হয়েছিল তা কিন্তু ইউক্রেন যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠতে শুরু করে। তার ফলে যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করা অসম্ভব হয়। তবে আবার বিদেশ মন্ত্রীদের সম্মেলনেও ইউক্রেন যুদ্ধের ছাপ পড়তে পারে। আমেরিকা এবং ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে চিন এবং রাশিয়ার মধ্যে মানসিক সংঘাত দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত থেকে বারবারা বলা হয়েছে জি-২০ সম্মেলন মঞ্চ হচ্ছে সমস্যার সমাধান করার মঞ্চ। সমস্যা সৃষ্টি করা মঞ্চ এটা নয়। কিন্তু তবুও আমেরিকা এবং ইউরোপ শক্তি চিনে এবং রাশিয়ার উপস্থিতিকে একেবারে সহ্য করতে পারছে না। তার ফলে সভাস্থল বাক্য বিন্যাসে উত্তপ্ত পরিবেশ সৃষ্টি করছে। ফলে দেখতে পাওয়া গিয়েছে সঞ্চালককে এগিয়ে আসতে হয়েছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে। সম্মেলনের ভারসাম্য পরিস্থিতি একেবারে নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি কোন না কোনও সময়ে সৃষ্টি হচ্ছে। এদিকে চিনের বিদেশ মন্ত্রী যে কোন সময়ে উপস্থিত হয়ে যেতে পারেন। জাপান কি তাহলে চিনের বিদেশ মন্ত্রীকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। জাপান চাইছে না চিনের বিদেশ মন্ত্রীর সঙ্গে একাসনে বসতে। জাপান মনে করছে তাদের অগ্রগতিতে রুখে দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করছে চিন। তার ফলে জাপানকে উন্নয়ন করতে বেগ পেতে হচ্ছে। চিনকে বাদ দিয়ে জাপান অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। চিনের প্রতিরক্ষা কৌশল জাপানের একেবারে অপচ্ছন্দ সেটা ক্রমশ পরিস্কার হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী বাঙালির স্বপ্নপূরণের মাস ‘অগ্নিঝরা মার্চ’ মাস শুরু হলো

শ্যামল সান্যাল,বাংলাদেশ ঃ অগ্নিঝরা মার্চ শুরু। মার্চ মাস বাংলাদেশের বাঙালির স্বপ্নসাধ যৌক্তিক পরিণতির মাস। বাংলাদেশের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম ঘটনা হচ্ছে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের এই ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির কয়েক হাজার বছরের সামাজিক রাজনৈতিক স্বপ্নসাধ পূরণ হয়। ১৯৭১ সালে এসে যে রাজনৈতিক সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করে, তার গোড়াপত্তন হয়েছিল বহু বছর আগে। ৫২’র ভাষা আঃেদালন, ৬২’র শিক্ষা আঃেদালন, ৬৬’র ছয় দফা আঃেদালনের পথ ধরে ৬৯’র গণ অভ্যুন্থানের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের মার্চে এসে বাঙালির সেই স্বপ্নসাধ যৌক্তিক পরিণতিকে স্পর্শ করে। প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ের গহীনে লালন করা তখনো অধরা ‘স্বাধীনতা’র দুর্বার আকাঙ্খা যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে।‘তুমি যে সুরের আগুন ছড়িয়ে দিলে, মোর প্রাণে সেই আগুন ছড়িয়ে গেলো সবখানে, সবখানে’ কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বাংলাদেশের স্বাধীনতার ভ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণে ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ স্বাধীনতার অমর কাব্যের এই পঙিয়টি বাঙালি জাতিকে ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তায় বলীয়ান করে তোলে।এই মার্চেই বাঙালি পাকিস্তানকে বিদায় জানায়। পাকিস্তানি সৈন্যরা ২৫ মার্চ রাতে কামান, মর্টার, রাইফেল নিয়ে অতর্কিতে ঘুমন্ত নিরীহ বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু তখন গ্রেফতার হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূতের্, তাঁর সর্বশেষ বাণী বাংলার মানুষের কাছে পাঠান এই বলে, ‘এই হয়তো তোমাদের জন্য আমার শেষ বাণী। আজকে থেকে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। যে যেখানেই থেকে থাক, যে অবস্থায়ই থাক, হাতে যার যা আছে তাই নিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত প্রতিরোধ গড়ে তোল। ততদিন পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবে, যতদিন পর্যন্ত না দখলদার পাকিস্তানিদের শেষ সৈনিকটি বাংলাদেশের মাটিতে থেকে বহিস্কৃত হচ্ছে এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হচ্ছে।’ বঙ্গবন্ধুর এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল বাঙালি জাতি। ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার প্রেক্ষাপট শুরু হয় মার্চের প্রথম দিন থেকে। এদিন পাকিস্তানের প্রেসিডেঃট ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। দুপুর ১টা ৫ মিনিটে রেডিও পাকিস্তানের সকল কেন্দ্রে একযোগে প্রেসিডেঃটের এই ঘোষণা প্রচার করা হয়। পূর্বের ঘোষণা অনুযায়ী, ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ঢাকায় হওয়ার কথা ছিল। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে যায়, দেশ আবার কঠোর সামিরক ব্যবস্থার দিকে যাচ্ছে এবং সামরিক আইন কঠোর করে ভেতরে ভেতরে কোন গভীর প্রস্তুতি চলছে। দুপুরে রেডিওতে যখন জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত করার সংবাদ প্রচারিত হচ্ছিল, তখন ঢাকা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠানরত পাকিস্তান ও বিশ্ব একাদশের মধ্যে এক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ধারা বিবরণী চলছিল। তাই মাঠের ক্রিকেট দর্শকরাই রেডিওতে প্রথম ইয়াহিয়ার এই ঘোষণা শুনতে পান।রেডিওতে খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা শহরে সর্বপ্রথম সংঘটিত প্রতিক্রিয়াটি ব্যক্ত করে স্টেডিয়ামের হাজার হাজার ক্রিকেট দর্শক। তারা সমস্বরে চিৎকার করে উঠে ‘জয় বাংলা’ বলে। ধাওয়া করে পশ্চিম পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের এবং শ্লোগানে উত্তাল হয়ে জঙ্গি মিছিল নিয়ে রাজপথে নেমে পড়ে।জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের খবর শুনে পিআইএ’র বাঙালি কর্মচারীরাও জনসাধারণের সঙ্গে রাস্তায় নেমে পড়েন। জগন্নাথ কলেজ ও পার্শ্ববর্তী কায়েদে আযম কলেজের ছাত্ররাও লাঠিসোটা হাতে রাস্তা প্রদক্ষিণ করতে থাকে। আদমজী মিলের শ্রমিকরা চাকা বন্ধ করে শোভাযাত্রা সহকারে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন।মিছিলকারীরা এ সময় বঙ্গবন্ধুর পরবর্তী নির্দেশ জানার জন্য হোটেল পূর্বাণী অভিমুখে মিছিলের পর মিছিল নিয়ে এগিয়ে চলে। বঙ্গবন্ধু তখন হোটেল পূর্বাণীতে। সেখানে আওয়ামী লীগের পার্লামেঃটারি পার্টির বৈঠক হওয়ার কথা। লাখ লাখ মানুষের শ্লোগান আর মিছিলে হোটেল পূর্বাণীর চত্বর প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। সকলেই বঙ্গবন্ধুর পরবর্তী নির্দেশ শোনার জন্য উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করতে থাকে। বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদের বলেন, তিনি এক্ষুণি চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন না। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তিনি মওলানা ভাসানী, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, আতাউর রহমান খানসহ অন্যান্য নেতার সঙ্গে আলোচনা করবেন। তবে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত তেজোদৃপ্ত ভঙ্গিতে বলেন, অধিবেশন স্থগিত হওয়ার বিষয়টি তিনি বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে দিতে পারেন না। তিনি বলেন, আগামী ৭ মার্চ তিনি রেসকোর্স ময়দানে বাংলার মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনের কর্মসূচি ঘোষণা করবেন। ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ বুধবার সারাদেশে হরতাল পালিত হবে। বঙ্গবন্ধু বললেন, ‘আমি জনতাকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে এবং যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে বলবো।’ এরই মধ্যে শহরের বিভিন্ন অলিগলি পথ থেকে শত শত মিছিল পল্টন ময়দানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে জমায়েত হয়। অল্প সময়ের মধ্যে এই জমায়েত জনসমুদ্রে পরিণত হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগের সমাবেশে বক্তৃতা করেন সাবেক ছাত্রনেতা ও নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য তোফায়েল আহমেদ। তিনি বলেন, আর ৬ দফা, ১১ দফা নয়, এবার বাংলার মানুষের ১ দফার সংগ্রাম শুরু করবো। আর এই এক দফা হচ্ছে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব।অগ্নিঝরা মার্চ মাসের প্রথম দিন থেকে বাংলাদেশ পথ নাটক পরিষদ ছয়দিনব্যাপি পথ নাটক উৎসবের আয়োজন করেছে। এদিন বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে উৎসবের উদ্বোধন করবেন নাট্যজন মামুনুর রশীদ। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুস।(ক্রমশ)

‘দল জেতে সাধারণ মানুষ জেতে না’ ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর

‘দল জেতে সাধারণ মানুষ জেতে না’ এই কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর। নেতা এবং দলকে জেতানোর সাফল্যের চাবিকাঠি তাঁর পকেটে ছিল। তিনি এবার উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে দল জেতে কিন্তু সাধারণ মানুষ জেততে পারে না। সাধারণ মানুষ সেই সাধারণ ভাবেই থেকে যায়। তাদের কোনও পরিবর্তন হয় না। ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর এই কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি এখন আর কোনও রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করছেন না। তিনি এখন একটি স্বেচছাসেবী বাহিনী তৈরি করেছেন যারা বিহারের গ্রামাঞ্চলে গিয়ে গ্রামবাসীদের হয়ে কাজ করতে শুরু করেছে। একেবারে বিপরীত ধর্মী কাজ করতে শুরু করেছেন প্রশান্ত কিশোর। সবাই একেবারে চমকে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। রাজনীতিক ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর এখন মানব সেবা সংস্থা খুলে বসেছেন। তিনি এখন গরীব মানুষদের উন্নয়নের কথা ভাবতে শুরু করেছেন। তিনি বলেছেন, বহু দিন তো হল রাজনৈতিক নেতা এবং দলের হয়ে কাজ করছি। এবার সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করার ইচ্ছা থাকলো। তাদের হয়ে কাজ করতে পেরে আজকে আমি নিজেকে ধন্য বলে মনে করতে পারছি। তৃণমূল কংগ্রেসের পরামর্শ দাতা হিসাবে রাজ্যের চর্চায় ছিলেন তিনি। ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসকে জিতিয়ে তিনি আইপ্যাকের সঙ্গে সর্ম্পক ছেদ করেছেন। আইপ্যাকের প্রাক্তন প্রধান এখন একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তৈরি করেছেন যারা গ্রামাঞ্চলে গিয়ে কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। ‘বাত বিহার কী’ ফেসবুক পেজে তিনি এই ভিডিওটি প্রকাশ করেছেন। ২০১৯ সালে লোকসভার ধাক্কাকে সামাল দেওয়ার জন্য তিনি ‘দিদিকে বলো’ কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। দলের একাংশ স্বীকার করে নিয়েছে যে সেই কর্মসচি গ্রহণ করার ফলে তৃণমূল কংগ্রেস অনেকটা ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছিল। শুধু তাই নয়, আজকে লক্ষ্মী ভাণ্ডার যা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সাফল্যের দাবি করে আসছে অনেকের মত তাতে তাঁর বুদ্ধি ছিল। তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়াও বিহার, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু ও অন্ধ্র প্রদেশের বহু স্থানীয় দলকে রাজনৈতিক পরামর্শ দিয়েছেন। মাত্র কয়েক মাস আগে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছিল। কিন্তু তা অবশ্য বেশি দূর এগোয়নি। জনস্বাস্থ্যের পড়াশুনা করে তিনি কর্মজীবন শুরু করেছিলেন ২০১১সালে। সেই সাল থেকেই তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। গুজরাতের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সময়ে তাঁর সরকারের জনস্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শদাতা হিসাবে পা রেখে ছিলেন। তার অল্প কিছু দিন পরে তিনি মোদির প্রধান পরামর্শদাতা হয়ে উঠেছিলেন। তারপরে তিনি দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতাদের পরামর্শদাতা তৈরি হয়ে গিয়েছিলেন। সেই সূত্র ধরে লোকসভার নির্বাচনের সময়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তিনি। রাজনৈতিক দল নিয়ে হতাশা থাকলেও তিনি রাজনীতি দল ত্যাগ করেননি। বেশ কিছুদিন আগে ‘জন সূরজ’ নামে একটি সংগঠন তৈরি করেছেন এবং গ্রামে গিয়ে কাজ করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি একটি ভিডিওতে বলেছেন যে ভগবান যদি তাকে তেমন শক্তি দিয়ে দেন তাহলে তিনি মানুষের জীবনকে বদল আনতে কিছু করে দেখাবেন। সাধারণ মানুষের শক্তিকে বৃদ্ধি করতে হবে। তাদেরকে ভরসা দিতে হবে। তাদের পাশে থাকতে হবে। আজকে তারা সবচেয়ে বেশি অসহায়। তাদের পাশে সরকার বা প্রশাসন নেই।

রণে বনে জঙ্গলে যেখানেই যাইবে কাটমানি অবশ্যই খাইবে। সুকান্ত

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১ মার্চ ঃ বুধবার কোচবিহারের কর্মসূচি শেষে তুফানগঞ্জের বক্সিরহাটে বিজেপির কর্মীসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সরাসরি আক্রমণ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আগামী ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনকে পাখির চোখ করে মঙ্গলবার তুফানগঞ্জে বিজেপির মণ্ডল কার্যকর্তা সভায় উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, দিনহাটার বুড়িরহাটে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের উপর হামলার ঘটনায় প্যান্টের উপর লুঙ্গি পরে কোচবিহারের মিছিল করেছিল লুঙ্গিমন্ত্রী, তার লেজ এখন মোটা, সে সব জায়গায় লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। মন্ত্রী দাঁড়িয়ে থেকে মানুষের ঘরদুয়ার ভাঙচুর করাচ্ছে। সঠিক সময় জনগণ এদের শায়েস্তা করবে। কান ধরে এদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেবে জনগণ। মানুষ যখন পা ফেলে তখন একটা শব্দ হয় থপ থপ, আর আজকে যখন বাজারে তৃণমূল নেতারা মাটিতে পা ফেলে তখন শব্দ হয় চোর চোর। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কথা দিয়েছি পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগামী লোকসভায় ২৫টিরও বেশি সিট তুলে দেব। পাশাপাশি পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই এলাকা থেকেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমরা জয়লাভ করব। এই কোচবিহারের মাটি থেকেই তার গুনতি শুরু হবে। বিজেপিকে মারবে পিটবে, বিজেপি ফিনিশ হওয়ার জিনিস নয়। জলে থেকে কোনদিন পদ্ম শুকায় না, পদ্মের বীজ রয়ে যায়। আগামী লোকসভা ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট হবে। তবে পঞ্চায়েতে পুলিশের ভরসায় না থেকে নিজেদের বুথ পাহারা দিতে হবে। কোন তৃণমূলের নেতা পাকা বাড়ি ও চারচাকা গাড়ি থাকা সত্ত্বেও পাকা বাড়ি পাচ্ছে, আপনারা লিস্ট তৈরি করে রাখুন, আমরা কেন্দ্র থেকে টিম পাঠাবো। কান ধরে টাকা ফেরত দিতে হবে, সুদ সমেত টাকা ফেরত দিতে হবে। কেউ বাঁচবে না। টাকা দেব আমরা তোলা করবে চুরি, পরের ধনে পোদ্দারি, দিদিমণি ওটা চলবে না। বিজেপি থাকতে এটা করা যাবে না। যে দেবতা যে ফুলে সন্তুষ্ট আমরা সেই ফুল দিয়ে পূজা দেব। তিনি আরও বলেন, আপনারা যদি ভালোমতো ভোট করেন, গণতন্ত্র মেনে ভোট করেন তাহলে ভালো কথা। তাহলে আমরা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহকে ডেকে নিই আমাদের দলীয় কার্যালয়ে বসে চপ, মুড়ি, চা খাওয়াবো। আর যদি ভাবেন বিজেপি কর্মীদের মারবো, বাড়িঘর ভাঙবো, বিজেপির মা-বোনেদের শ্লীলতাহানি করবেন বিজিপি চুড়ি পরে ঘরে বসে থাকবে না। আপনি ওই ভাষা বোঝেন, আপনাকে ওই ভাষাতেই উত্তর দেব। তাই বলছি এখনও সময় আছে শুধরে যান। মানিক ভট্টাচার্য মাস্টারি চাকরি করে পাঁচ কোটি টাকা খরচ করে লন্ডনে ঘুরতে গেছেন। আর একটা সাংসদ এলাকায় উন্নয়নের জন্য এক বছরে পাঁচ কোটি টাকা পায়, আর ও ঘুরতে গেছে ইংল্যান্ডে ৫ কোটি টাকা খরচ করে। ও আপনার-আমার বাবার জমিদারি নয়। তারপর বলে একেকজনের কাছ থেকে ১০ লাখ, ১২ লাখ, ১৫ লাখ টাকা নিয়ে লন্ডনে বাড়ি কিনেছে। আর আমরা কলকাতায় বাড়ি কিনতে পারি না। গতবার তো একবার পর এক মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। এখন আর মাধ্যমিকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে না, কারণ গোটা শিক্ষা দপ্তর জেলের ভেতরে। তিনি আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর পোস্টারের নিচে লেখা রয়েছে আমি সততার প্রতীক। রনে বনে জঙ্গলে যেখানেই যাইবে কাটমানি খাইবে। এদিনের এই কর্মীসভায় প্রচুর মানুষ ভিড় জমান। তুফানগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব আসা শুরু করেছেন। স্বভাবতই আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জের বিভিন্ন এলাকাকেই বিজেপি পাখির চোখ করেছেন একথা বলাই বাহুল্য।

রাজনীতি থেকে সন্ন্যাসের ভাবনায় বিভাস

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১ মার্চ ঃ রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন ব্লক সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন আগেই। কিন্তু দল তাকে ছাড়তে নারাজ। এবার পাকাপাকিভাবে দল ছেড়ে ঠাকুরের আদর্শ প্রচারের জন্য সময় দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন বিভাস চন্দ্র অধিকারী। নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে দিন কয়েক থেকেই সংবাদের শিরোনামে তৃণমূলের বীরভূমের নলহাটি ২ নম্বর ব্লক সভাপতি বিভাস চন্দ্র অধিকারী। তিনি নিজের গ্রাম কৃষ্ণপুর গ্রামে ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের সুবিশাল আশ্রম গড়ে তুলেছেন। ঠাকুরের জন্মস্থান বাংলাদেশের হিমাইতপুর গ্রামের মন্দিরের আদলে মন্দির গড়েছেন বিভাসবাবু। তাই গ্রামের নাম দেওয়া হয়েছে নব হিমাইতপুর। আপাদমস্তক ঠাকুর ভক্ত বিভাসবাবু সিউড়ি সদরের চন্দনপুর গ্রামেও ঠাকুরের আশ্রমের পাশাপাশি একটি মেডিকেল কলেজ গড়ে তুলছেন। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার জমি কেনা-বেচার জন্য রাজস্ব মকুব করে দিয়েছেন। কিন্তু নিয়োগ দুর্নীতি পিছু ছাড়ছে না বিভাস চন্দ্র অধিকারীকে। মাস দুয়েক আগে তার কলকাতার বৈঠকখানা রোডের বাড়ি ইডি সিল করে দিয়েছিল। মঙ্গলবার সেই বাড়ির দরজা খুলে দিয়েছে। বিভাসবাবু বলেন, ইডি আমার সমস্ত কাগজপত্র দেখে খুশি। তারা পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে আমার কোন যোগ নেই। আমি সিবিআই এবং ইডির তদন্তে খুশি। আমাকে যতবার ডাকা হবে আমি হাজিরা দিতে প্রস্তুত। তবে আবারও বলছি আমি নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত নই। যারা আমার নাম মুখে আনছেন তারা আমাকে চেনেনও না। আমিও তাদের চিনি না। তবে আমার বিএড কলেজ থাকার সুবাদে মানিক ভট্টাচার্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। রাজনীতিতে সন্ন্যাস নেওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, রাজনীতি এবং ঠাকুরের সেবা একসঙ্গে হয় না। তাছাড়া ঠাকুর বলেছিলেন আর্য ভারতবর্ষ গঠন করতে হবে। ২০১৯ সালে আমার বড়সড় পথ দুর্ঘটনা ঘটেছিল। ঠাকুরের কৃপায় বেঁচে রয়েছি। এখনও আমার চিকিৎসা চলছে। কলকাতার বাড়ির সিল খুলে দেওয়া প্রসঙ্গে বিভাসবাবু বলেন, ওই ফ্ল্যাট ঠাকুরের নামে রয়েছে। গ্রামগঞ্জ থেকে যে সমস্ত সদস্য চিকিৎসার জন্য কলকাতায় যান ওই ফ্ল্যাট তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই। তাছাড়া আমিও চিকিৎসা করাতে গিয়ে ওখানে থাকি। তাই ইডির কাছে ফ্ল্যাটের সিল খুলে দেওয়ার আবেদন করেছিলাম। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে ইডি ফ্ল্যাটের সিল ভেঙে খুলে দিয়েছে। প্রতিবেশীরা যে ট্রাকের কথা বলছেন সেটা ওষুধের প্যাকেট।

পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার ধৃত ৬

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১ মার্চ ঃ আটক করা গরু ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা এবং পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে পুলিশ এক মহিলা সহ ছ'জনকে গ্রেফতার করল। এই ঘটনা লালগড় থানা এলাকার। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতেরা হল লালগড় থানা এলাকার বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দা শেক আজাহার উদ্দিন, সেখাবত খান, সাহিল খান, মিঠুন দাস, অর্জুন গড়াই ও মামনি বিবি। এদের এদিন ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হলে বিচারক মামনি বিবিকে ১৪ দিন জেলা হেফাজত এবং বাকিদের তিন দিন পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য, সোমবার রাতে বিনপুর হাট থেকে গরু কিনে তা চন্দ্রকোনা রোড হাটে নিয়ে যাওয়ার সময় বৈধ কাগজ না থাকার অভিযোগে পুলিশ দুটি পিকআপ ভ্যান সহ তিন জনকে গ্রেফতার করেছিল। পাশাপাশি ৪৬টি গরু আটক করেছিল। ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিকেল থেকে লালগড় থানার নছিপুর ক্যাম্পে আশেপাশের গ্রামের লোকজন জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। তাদের দাবি ছিল বৈধ কাগজ থাকা সত্ত্বেও তাদের গরু এবং গাড়ি আটক করা হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে ক্যাম্পের সামনে তারা দীর্ঘক্ষণ জমায়েত হয়ে থাকেন। অন্যদিকে পুলিশ জানিয়েছে অভিযুক্তরা পুলিশের উপর আক্রমণ করে গরুগুলিকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। সেই ঘটনায় ছয় জন গ্রেফতার হয়েছে। ঝাড়গ্রামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপারেশন) উত্তম ঘোষ বলেন, পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া, পুলিশের উপর আক্রমণ এবং গরুগুলিকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টার জন্য এক মহিলা সহ ছ'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

হরিণঘাটা মিট কাউন্টার উদ্বোধন

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান হরিণঘাটা মিট। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে হরিণঘাটা কাউন্টার। যদিও তত্ত্বাবধান করে পশ্চিমবঙ্গ লাইভ স্টক ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড। বুধবার সেই হরিণঘাটা মিটের একটি কাউন্টার উদ্বোধন হলো বর্ধমান শহরের কোর্ট চত্বরে। নতুন এই কাউন্টারটির উদ্বোধন করেন রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। মন্ত্রী ছাড়াও এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলাশাসক প্রিয়াংকা সিংলা, বর্ধমান উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারপারসন কাকলি তা গুপ্তা, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের মেন্টর উজ্জ্বল প্রামাণিক, জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি দেবু টুডু, বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার সহ জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ ও আধিকারিকবৃন্দ। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এটি একটি স্বপ্নের ডেয়ারি প্রকল্প। বর্ধমান শহরের কোর্ট চত্বরে হরিণঘাটার এই কাউন্টার উদ্বোধন হলো। ২০১১ সালের আগে গোটা রাজ্যজুড়ে মাত্র ছ'টা কাউন্টার ছিল এখন সেই সংখ্যাটা প্রায় সাতশোর কাছাকাছি। ১১ সালের আগে হরিণঘাটা মিটের টার্নওভার ছিল মাত্র ৫০ লক্ষ। এখন সেটা ১৮০ কোটিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে হরিণঘাটা মিট প্রকল্পটিতে কোন লাভ ছিল না, এখন করোনাকালেও এই প্রকল্পটি ৫২ লক্ষ টাকা লাভের মুখ দেখেছে। সাধারণ মানুষ বিভিন্ন মাংসজাত দ্রব্য সরকারি মূল্যে এখান থেকে পাবেন। বর্ধমানের হেডকোয়ার্টার এই কোর্ট চত্বর, তাই এখানে এই কাউন্টার খোলা হলো। কোর্ট চত্বরে এই কাউন্টারটির জায়গা করে দেওয়ার জন্য তিনি জেলাশাসক প্রিয়াঙ্কা সিংলাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এদিন রাজ্য সরকারের হরিণঘাটা প্রকল্পের কাউন্টার উদ্বোধন করতে গিয়ে রাজ্য সরকারের অন্য একটি প্রকল্প তন্তুজের প্রসঙ্গ টেনে এনে স্বপন বাবু বলেন, বাম আমলে তন্তুজ প্রকল্পটির টার্নওভার ছিল মাত্র ৫৩ কোটি টাকা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর এই প্রকল্পে জোর দেওয়ায় বর্তমানে তন্তুজ প্রকল্পটির টার্নওভার প্রায় ৩৫০ কোটিতে পৌঁছেছে। প্রায় ১৪৭ কোটি টাকার উপর দেনা ছিল তন্তুজ'র। এখন অপারেটিং প্রফিট করেছে প্রায় ১৯ কোটি। তন্তুজ একমাত্র সংস্থা যার কোন ব্যাঙ্ক ঋণ নেই এবং কর্মচারীদের বেতনের জন্য সরকারের কাছে হাত পাততে হয় না। তন্তুজ তার আয় থেকেই কর্মচারীদের বেতন মেটায়। এই সাফল্যের পিছনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগ, পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা রয়েছে বলে এদিন জানিয়েছেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

জ্বর ও শ্বাসকষ্টে বাঁকুড়ায় মৃত ২

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ১ মার্চ ঃ বুধবারও একই দিনে চার শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বিসি রায় শিশু হাসপাতাল ও কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২ জন করে চার শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজে জ্বর-সর্দি-কাশি ও প্রবল শ্বাসকষ্টর উপসর্গ নিয়ে ভর্তি থাকা দুই শিশুরও মৃত্যু হল। অ্যাডিনো ভাইরাসে তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করা হলেও এ ব্যাপারে নিশ্চিত নন বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ। বুধবার বাঁকুড়া হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ১ মাস ও ৫ মাস বয়সী দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ওই দুই শিশুর শরীরেই অ্যাডিনো ভাইরাসে সংক্রমণের মতো উপসর্গ ছিল। হাসপাতালের সুপার সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায় বলেন, এখনও পর্যন্ত দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তবে তারা অ্যাডিনো ভাইরাসে আক্রান্ত কি না, তা স্পষ্ট নয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে। সুপার জানান, প্রায় একই উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে আরও ৬৪ জন শিশু ভর্তি রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টাতেই ২৭ জন শিশু ভর্তি হয়েছে হাসপাতালে। গত কয়েক দিনে জেলার হাসপাতালে শিশু ভর্তির সংখ্যা বাড়তে থাকায় উদ্বেগের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। শিশু মৃত্যুতে চিন্তার ভাঁজ জেলা প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের কপালে। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশিকা হাতে পেয়েই বুধবার তড়িঘড়ি বৈঠক ডাকা হয় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজে। সেখানে শিশুদের স্বাস্থ্যের উপর নজরদারি বাড়ানো এবং শিশুদের জন্য 'অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইনফেকশন' (এআরআই) ইউনিট চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বুধবার কাজ শুরু করেছে ওই ইউনিট। সপ্তর্ষি বাবু বলেন, আমরা সব দিক নজর রাখছি। এআরআই ইউনিট চালু করা হয়েছে। শিশুদের জন্য পৃথক টিকিট কাউন্টারের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। অ্যাডিনো ভাইরাসের উপসর্গ থাকা শিশুদের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম ও ওষুধ মজুত রাখা হয়েছে। নজর রাখা হচ্ছে জেলার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালগুলির উপরেও। সব মিলিয়ে পরিস্থিত মোকাবিলার জন্য আমরা সব দিক থেকে প্রস্তুত।

জেলা হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১ মার্চ ঃ রাজ্যে বাড়ছে অ্যাডিনো ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। ভাইরাস সংক্রমণের জেরে রাজ্যে মৃত্যুও হয়েছে কয়েকজন শিশুর। এই নিয়ে শিলিগুড়িতেও বাড়ছে উদ্বেগ। শিলিগুড়িতে অ্যাডিনো ভাইরাসের চিকিৎসা ব্যবস্থা কি অবস্থায় রয়েছে তা জানতে বুধবার শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে গেলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। জানা গিয়েছে, রাজ্যের মধ্যে কলকাতা ছাড়া অন্য কোথাও এই ভাইরাস শনাক্তকরণ করার পদ্ধতি নেই। এই নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। এই কারণে আজ হাসপাতাল পরিদর্শনে যান বিধায়ক। হাসপাতাল পরিদর্শন করার পর সুপার চন্দন ঘোষের সঙ্গে দেখা করেন বিধায়ক। এদিন বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ জানান, স্বাস্থ্য দপ্তরের উদাসীনতায় যেকোনো সময় বড় ধরনের সংক্রমণ ছড়াতে পারে শিলিগুড়িতে। কলকাতায় সংক্রমের হার হু হু করে বাড়ছে। দ্রুত এর সঠিক চিকিৎসার দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে চিঠি করবেন বলে জানান তিনি। অন্যদিকে শিলিগুড়ি হাসপাতালের সুপার চন্দন ঘোষ জানান, শিলিগুড়িতে অ্যাডিনো ভাইরাস নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশিকা রয়েছে। তবে শনাক্তকরণের ব্যবস্থা না থাকায় সাধারণ চিকিৎসাই করা হচ্ছে। শিলিগুড়িতে এই সংক্রমণের গ্রাফ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, সেই কারণে শিশুদের সাবধানতা অবলম্বন করার কথা জানান তিনি।

নিম্নমানের রাস্তা ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১ মার্চ ঃ মাত্র ২ ইঞ্চি কংক্রিট ঢালাই রাস্তা করার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। ঘটনা ইংলিশবাজার ব্লকের বিনোদপুর অঞ্চলের অন্তর্গত সাতটারি গ্রামের জারলাহি পাড়া এলাকায়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ এলাকায় জল জমে যাওয়ায় দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে তারা রাস্তার দাবী জানিয়ে আসছেন বিভিন্ন মহলে। অবশেষে দাবি অনুযায়ী কংক্রিট ঢালাই রাস্তার কাজ শুরু হলেও মাত্র ২ ইঞ্চি ঢালাই করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। তাদের অভিযোগ, দুই ইঞ্চি ঢালাই রাস্তা করলে কাজ করতে দেওয়া হবে না। গ্রামবাসীর আরও অভিযোগ করেছেন, এই কারচুপির পিছনে পঞ্চায়েত সদস্যার হাত রয়েছে। তারা এই নিয়ে বিডিওর দারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন পঞ্চায়েত সদস্যা রাহেনা বিবি। তার দাবি রাস্তা চার থেকে পাঁচ ইঞ্চি করে ঢালাই করা হচ্ছে। তিনি নিজেই উপস্থিত থেকে ঢালাইয়ের কাজ খতিয়ে দেখছেন বলেও দাবি তার। ঘটনার পিছনে বিরোধীদের চক্রান্ত রয়েছে বলে পাল্টা অভিযোগ করেন তিনি। এ বিষয়ে বিনোদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আমিন মিঞা জানান, যদি রাস্তার কাজে কোন দুর্নীতি হয় তবে তদন্ত করে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/জেনারেল/হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডারে উল্লিখিত নির্ধারিত ফরম্যাট অনুযায়ী পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা, সক্ষমতা এবং প্রয়োজনীয় স্থাপনা থাকা ... (আরএফকিউ) আহ্বান করছে। [illegible]

... HWH-434/2022-23

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ এজিসি-ইএলজি-টি-৩৬-২০২২-২৩ তারিখ ঃ ২৪.০২.২০২৩

টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে সিনি. ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (সাধারণ), এন.সি. রেলওয়ে, আগ্রা আহ্বান করছেন ''ওপেন টেন্ডার'' অনলাইনে কেবলমাত্র (ই-টেন্ডারিং) উল্লেখিত কাজের জন্য।

ক্র. নং.	টেন্ডার নং.	কাজের নাম সঙ্গে কাজের জায়গা ও সম্পাদনের মেয়াদ	আনুমানিক মূল্য কাজের
১	এজিসি-ইএলজি-টি-৩৬-২০২২-২৩	বন্দোবস্ত রিওয়ারিং ২০০টি কোয়ার্টারে এমটিজে-এডব্লুআর সেকশানে আগ্রা ডিভিশনে। **সম্পাদনের মেয়াদ ১২ মাস।**	টাকা. ৫০,৯৪,১৬৪.৭০

বিস্তারিত তথ্যাবলী এবং দরপত্র জমা করতে দয়া করে দেখুন ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট- **www.ireps.gov.in** । টেন্ডার শুধুমাত্র জমা করা যাবে **www.ireps.gov.in** ওয়েব পোর্টাল মাধ্যমে ০৫.০৪.২০২৩ বেলা ১৬.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।

317/23(D)

NOTICE INVITING TENDER(Quotation)
NO-NIeT- 05/22-23/B.D.O/J.D.B

E-quotation are invited by the undersigned from the bonafied contractors as indicated in the "Eligibility" column of "List of work" categorically for Supply rates of different type construction related materials of MGNREGS works under 7 nos. Gram Panchayat. Period for downloading of bid documents **01/03/2023 to 11/03/2023 up to 11.00 AM.** Period for submission of bid documents **up to 11.00 AM of 11/03/2023** & the time & date of opening of Technical bid on **13/03/2023 at 11.00 A.M.** The Financial bid to be notified. For details intending participants may contact to the office of The undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the Last date for submission of bid documents.

Sd/- Block Development officer
Joypur Development Block

PURBA BISHNUPUR GRAM PANCHAYAT
Bishnupur-1 Panchayat Samity, South 24 Pgs
Tender Notice
NIT No- PBGP/TND-22/66/2022-23,
Dated-01/03/2023, Sl no:-1

E-Tender are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for the execution of the works as per the NIT mentioned above. Last date of submission of tender **13/03/2023 up to 11 a.m.** For further details contact at the office of under signed (from 12 noon to 5 pm except holidays) or visit to **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Purba Bishnupur Gram Panchayet
Bishnupur-1, South 24 Parganas

CORRIGENDUM

The advertisement of Sirkabad Gram Panchayat which is published on 01.03.2023, the date of submission of tender should be read as "excluding holidays" instead of "including holidays" of specified date and time limit. All other details will remain unchanged

বিজ্ঞপ্তি

নোটিশ নং-৩০০(৫০), ৩০১(৫০), ৩০২(৫০), ৩০৩(৫০), ৩০৪(৫০), ৩০৫(৫০) তারিখ-২৭.০২.২০২৩ এই মর্মে সরকারী ঠিকাদারদের নিকট হইতে দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে যে, রাস্তাশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে কংক্রিট রাস্তা নির্মান করা হইবে।

ই-টেন্ডার দাখিল করার শেষ তারিখ ঃ ১৬.০৩.২০২৩ বেলা ২টা। বিশদে জানিতে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, সাগর ব্লক অফিসে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ জানানো হইতেছে।

Website : www.etender.wb.nic.in

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কাজগুলি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ০৮ অফ ২০২৩; তারিখ ২৩-০২-২০২৩। [illegible] টেন্ডার মূল্য: ১,৫৪,৩৬,৫৭১.৮৬ টাকা; বায়না মূল্য: ২,২৭,২০০/- টাকা; [illegible] টেন্ডার মূল্য: ২,২৬,৩৭,৯১৯.৫০ টাকা; বায়না মূল্য: ২,৬৩,২০০/- টাকা, টেন্ডার বন্ধ ও খোলার তারিখ ও সময় ১৭-০৩-২০২৩ তারিখে দুপুর ১টায় বন্ধের পরে। বিস্তারিত জানার জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

সিনিয়র ডিইএন/সি, মরিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that share certificate no 133017 for 2200 ordinary shares bearing distinctive nos 27225741 – 27227940, share certificate no 133018 for 1000 ordinary shares bearing distinctive nos 27227941 – 27228940, share certificate no 133019 for 1100 ordinary shares bearing distinctive nos 2517040941 – 2517042040, share certificate no 133020 for 500 ordinary shares bearing distinctive nos 2517042041 – 2517042540, share certificate no 164296 for 4800 ordinary shares bearing distinctive nos 3853173833 – 3853178632 & share certificate no 239442 for 4800 ordinary shares bearing distinctive nos 8071293181 – 8071297980 of ITC limited under folio no 06/00658 standing in the name of Archibald Thomas Faria have been reported lost / stolen and that an application for issue of duplicate share certificates in respect thereof has been made to the company's investor service centre, ITC limited, 37, J L Nehru Road, Kolkata – 700071 to whom objection, if any, against issuance of duplicate share certificates should be made within 15 days from the date of publication of this notice.

The public are cautioned against dealing in any manner with these shares.

দীঘা রেল স্টেশনে রেল কোচ রেস্তোরাঁর জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন নোটিস নং ঃ কম/জি.৩০/এনএফআর/আরসিআর/এসআরসি অ্যান্ড ডিজিএইচএ, তারিখ ঃ ২৮.০২.২০২৩। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর ডিভিশন নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। কাজের নাম ঃ https://www.ireps.gov.in/website-এ বিজ্ঞাপিতমতো ০৫ (পাঁচ) বছর সময়সীমার জন্য দীঘা রেল স্টেশনে রেল কোচ রেস্তোরাঁর সৃষ্টি, চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। (১) ক্যাটিগরি ঃ মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিস। (২) ক্যাটালগ নং ঃ এমআইএস-আরসিআর-ডিজিএইচএ-১। (৩) অকশনের তারিখ ঃ ১৪.০৩.২০২৩। (৪) অকশন শুরুর সময় ঃ বেলা ১২.১৫ মিনিট। (৫) অকশন বন্ধের সময় ঃ বেলা ১২.৪৫ মিনিট। আগ্রহী পার্টিরা ও কন্ট্রাক্টররা এই বিষয়টি লক্ষ্য করবেন এবং ট্রেনের বিবরণ ও ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য উপরিলিখিত ওয়েবসাইট দেখবেন। এন্ট্রি/স্পষ্টীকরণের জন্য, যদি থাকে, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্থান ঃ খড়্গপুর সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার
তারিখ ঃ ২৮.০২.২০২৩ খড়্গপুর

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে (PR-1169)

"দোলযাত্রা" উপলক্ষে কম্প্যুটারাইজড রিজার্ভেশন অফিসের কাজের সময়

"দোলযাত্রা" উপলক্ষে কলকাতা এবং হাওড়া এলাকার সমস্ত কম্প্যুটারাইজড রিজার্ভেশন অফিস ৭.৩.২০২৩ তারিখ (মঙ্গলবার) সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টার পরিবর্তে দুপুর ২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। হাওড়া, শিয়ালদহ এবং কলকাতা টার্মিনালের কারেন্ট বুকিং কাউন্টারগুলি অন্যান্য দিনের মতই খোলা থাকবে।

চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার/পিএম

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-Officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forest, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows.

Corrigendum

This is to notify that due to some administrative reason the last date of bid submission for this tender has been modified/deferred as follows:-

EOI No.	Tender ID	Name of Projects	Revised Last Date of Bid Submission	Revised Date of Opening Technical Bid
164/GPW/WBFDC/2022-23	2023_FDCL_484650_1	Preparation of DPR, Design, Plan outlay etc for Construction of Park, Nature Interpretation centre (NIC), Gardening, Landscaping, Beautification and Associated Public Amenities at Maidan Area, Kolkata	11.03.2023 (05.00 PM)	13.03.2023 (05.00 PM)

Previous Publish EOI Designated should be read this **EOI NO. 164/GPW/WBFDC/2022-23** instead of this **EOI NO. 164/DM/URF/WBFDC/2022-23.**
Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

BERUGRAM GRAM PANCHAYAT
BOWAI: PURBA BARDHAMAN
Notice Inviting Tender No:-13/BGP/15 th FC (Tied)/2022-23, Dated-01/03/2023.

Sealed Tenders are hereby invited from the reliable and bonafide suppliers for execution of the work of Maintenance and Repairing of 57 Nos Tubewell of Bowai Village. The Tender will be received in the office of the Gram Panchayat **from 01/03/2023 to 09/03/2023** during office hours. And will be opened on **10/03/2023.** For details please contact at GP office and visit website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Berugram Gram Panchayat

BERUGRAM GRAM PANCHAYAT
BOWAI: PURBA BARDHAMAN
Notice Inviting E-Tender No:-14/BGP/15th FC (Un-Tied)/2022-23, Dated-01/03/2023.

E-Tenders are hereby invited from the reliable and bonafide suppliers for execution of the work of Construction of Concrete Road. Bid Submission starting **from 01/03/2023 at 17.00 hrs. up to 08/03/2023 up to 16.00 hrs.** Bid Opening date on **10/03/2023 at 17:00 Hrs.** For details please contact at GP office and visit website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Berugram Gram Panchayat

Franklin Templeton Mutual Fund

Cordially invites you for a program under it's
Investor Education and Awareness Initiative.

Venue :
Food Garden,
Tarakeswar, Hooghly 712410

Date: 4th March, 2023
Time: 11.00 a.m.

Contact Person: Barun Banerjee (9002434555)

Due to limited seats, entry will be provided to registered attendees only. Please call on the above number to register by tomorrow.

All Covid protocols will be followed.

We look forward to your participation.

FRANKLIN TEMPLETON

Registered office: One International Centre, Tower 2, 12th & 13th Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone (West) Mumbai - 400013

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১

ইই-২ বিভাগ

ই-টেন্ডার নোটিস

প্রস্তাবিত ফর্মে ই-টেন্ডার নোটিস আহ্বান করছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সড়ক), এইচএমসি **বিভিন্ন রাস্তার উন্নয়ন কাজ সিমেন্ট কংক্রীটের মাধ্যমে অধীন হাওড়া পৌরনিগম এলাকায়** প্রতিষ্ঠিত, সম্পদশালী ও বিশ্বস্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে যাদের প্রভূত অভিজ্ঞতা রয়েছে একই ধরণের কাজে। অনুসারী বিস্তারিত তথ্যাবলী পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিস ও ইই-২ বিভাগে/ https://wbtenders.gov.in। **দরপত্র জমা (অনলাইন) বন্ধের তারিখ ঃ ১০.০৩.২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।** কোনরূপ কারণ উল্লেখ না করে কোন আবেদন গ্রহণ ও বাতিল করার অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে এইচএমসি কর্তৃপক্ষের।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌর নিগম

৩৪৯(১) /২২-২৩ ০১.০৩.২০২৩

কাটিহার মণ্ডলে বিভিন্ন ক্যাটারিং ইউনিটের জন্যে ই-নিলাম

কাটিহার মণ্ডলে জিএমইউ/এসএমইউ র মাধ্যমে ক্যাটারিং ইউনিট প্রদানের জন্যে ই-নিলাম। **অকশন কেটালগ সংখ্যা.** সি-সিএটিজি-মালদা-২৩। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক লাইসেন্স প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১৮২৭।

এলইউ সংখ্যা	এলওটি সংখ্যা/শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	সিএটিজি-কেআইআর-ইকেআই-জিএমইউ-৭২-২৩-১ ক্যাটারিং -জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)	একলাখী রেলওয়ে স্টেশনের পিপি শেডের ভেতরে এবং মধ্যে স্থিত প্লাটফর্ম নং. ০১ এ একটি জিএমইউ ক্যাটারিং স্টলের আবন্টন
এএ/২	সিএটিজি-কেআইআর-এমএলএফসি-জিএমইউ-৭৭-২৩-১ ক্যাটারিং -জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)	মালদা কোর্ট রেলওয়ে স্টেশনের সীসীএমআই অফিসের পাশের প্ল্যাটফর্ম নং. -০১ এ একটি ক্যাটারিং স্টলের আবন্টন
এএ/৩	সিএটিজি-কেআইআর-ইকেআই-জিএমইউ-৭৩-২৩-১ ক্যাটারিং -জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)	একলাখী রেলওয়ে স্টেশনের ওল্ড এফওবির সমীপে স্থিত প্ল্যাটফর্ম নং ২/৩ এ একটি জিএমইউ ক্যাটারিং স্টলের আবন্টন
এবি/১	সিএটিজি-কেআইআর-ইকেআই-এসএমইউ-৭৪-২৩-১ ক্যাটারিং -স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)	একলাখী রেলওয়ে স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকার জিজেইউ সাইড কর্নার এবং সমীপবর্তী পথে একটি এসএমইউ ক্যাটারিং স্টলের আবন্টন
এবি/২	সিএটিজি-কেআইআর-এমএলএফসি-এসএমইউ-৭৬-২৩-১ ক্যাটারিং -স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)	মালদা কোর্ট রেলওয়ে স্টেশনের পিপি শেডের বহির্ভাগে এফওবি এসএমএইচ প্রান্তের সমীপে প্ল্যাটফর্ম নং. ১ এ একটি ক্যাটারিং স্টলের আবন্টন
এবি/৩	সিএটিজি-কেআইআর-বিএনডিপি-এসএমইউ-৭৫-২৩-১ ক্যাটারিং -স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)	বুনিয়াদপুর রেলওয়ে স্টেশনে পার্সেল অফিসের সমীপে স্থিত প্ল্যাটফর্ম নং -০১ এ একটি ক্যাটারিং স্টলের আবন্টন
এবি/৪	সিএটিজি-কেআইআর-ওএমএলএফ-এসএমইউ-৭৯-২৩-১ ক্যাটারিং -স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)	ওল্ড মালদা রেলওয়ে স্টেশনের প্রতীক্ষা হলের সমীপে স্থিত প্ল্যাটফর্ম নং. ০১ এ একটি ক্যাটারিং স্টলের আবন্টন
এবি/৫	সিএটিজি-কেআইআর-ওএমএলএফ-এসএমইউ-৮০-২৩-১ ক্যাটারিং -স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)	ওল্ড মালদা রেলওয়ে স্টেশনে পিপি শেডের ভেতরে এবং মধ্যে স্থিত প্ল্যাটফর্ম নং. ০২ এ একটি ক্যাটারিং স্টলের আবন্টন
এবি/৬	সিএটিজি-কেআইআর-এমএলএফসি-এসএমইউ-৭৮-২৩-১ ক্যাটারিং -স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)	মালদা কোর্ট রেলওয়ে স্টেশনে আইওসি সাইডিং প্রান্তের ওয়াটার ভ্যাটের সমীপে স্থিত প্ল্যাটফর্ম নং. ০১ এ একটি ক্যাটারিং স্টলের আবন্টন

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৪-০৩-২০২৩ তারিখে ১২.০০ ঘণ্টায়। **নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৪-০৩-২০২৩ তারিখে ১৩.৫০ ঘণ্টায়। প্রারম্ভিক কুলিং অফের সময়সীমা ৩০ মিনিট। ক্রমাগত লটসমূহের সমাপনী ব্যবধান ১০ মিনিট। **টোকাঃ** প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ/অংশগ্রহণকারীগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** তে ই-নিলাম লীজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মাণ্ডলিক রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

হিমেল পরশে বেড়িয়ে আসুন সান্দাকফু , ফালুট থেকে

হিমেল পরশে বেড়িয়ে আসুন সান্দাকফু, ফালুট থেকে। এই বছর এই প্রথম বরফের স্পর্শ পেল সান্দাকফুয় বসন্তের শেষ বেলায় একেবারে অন্যরকম আবহাওয়া। সাদা বরফের চাদরে ঢেকেছে সান্দাকফু। নতুন করে করে শীত যাওয়ার আগে হাওয়া বদল। বরফ গলার মরশুমে নতুন করে বরফে ঢাকল রাস্তাঘাট, বাড়ি ঘর। বসন্তে তুষারপাতের আমেজ নিতে বেড়িয়ে আসুন এখান থেকে। বসন্তে তুষারপাত বসন্ত তো এসেছে। আবার বৈশাখ আসার আগেই গ্রীষ্মের দহন জানান দিতে শুরু করেছে দক্ষিণবঙ্গে। হঠাৎ গরমে যখন দক্ষিণবঙ্গে অস্বস্তি বাড়ছে। অন্যদিকে শীত গিয়েও যেতে চাইছে না উত্তরবঙ্গে। নতুন করে তুষারপাত শুরু হয়েছে সান্দাকফু, ফালুটে। বসন্তের তুষারপাত আগে খুব একটা দেখা যায়নি। এখানে হঠাৎ করে আবহাওয়ার এই বদলে নতুন করে পর্যটকদের উৎসাহ বাড়ছে। স্কুলের পরীক্ষা শেষ। আর দেরি না করে ব্যাগ গুছিয়ে বেড়িয়ে পড়ুন। বসন্তে তুষারপাতের এমন বিরল অভিজ্ঞতা খুব একটা পাওয়া যায় না।

সিকিমে তুষারপাত গত কয়েকদিন ধরেই সিকিমে তুষারপাত শুরু হয়েছে নতুন করে। উত্তর সিকিমের একাধিক জায়গায় প্রবল তুষারপাত শুরু হয়েছে। নতুন করে জাঁকিয়ে বসেছে ঠান্ডা। কনকনে ঠান্ডায় রাতারাতি মোটা লেপ কম্বল বের করে ফেলেছেন সকলে। শীত বিদায় নিতে শুরু করেছিল। উত্তর সিকিমের একাধিক জায়গায় বরফ গলতে শুরু করেছিল। কিন্তু আবহাওয়ার বৈপরীত্যে নতুন করে জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। শুরু হয়ে গিয়েছে তুষারপাত। ইয়ুমথাং ভ্যালি থেকে শুরু করে গুরুদংমার লেক সর্বত্র বরফে ঢেকে গিয়েছে। এমনকী জিরো পয়েন্টেও তুষারে ঢেকে গিয়েছে। সেখানে এতটাই পুরু বরফ পড়েছে যে গাড়ি চলাচল করতে পারছে না। সান্দাকফুতে তুষারপাত সিকিমে তুষারপাত হলেও সান্দাকফুতে তেমন তুষারপাতের হয়নি এবছর। দার্জিলিঙে হালকা ফুলকা বৃষ্টি চলছিল। কিন্তু তুষারপাতের তেমন কোনও পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। হঠাৎ করে গতকাল রাত থেকে সব আবহাওয়া বদলে গিয়েছে। সান্দাকফু ফালুটে শুরু হয়ে গিয়েছে তুষারপাত। সাদা বরফে ঢেকেছে গোটা এলাকা। কনকনে হাওয়া দিচ্ছে। রাস্তাঘাট বাড়ির ছাদ সব সাদা বরফে ঢাকা। শীতের রেশ এসে পড়েছে দার্জিলিংয়ে। সেখানেও শীতের দাপট দেখা দিয়েছে। বসন্তের শেষে শীতের ছোঁয়া হঠাৎ বসন্তের শেষবেলায় শীতের আমেজ পেতে যদি চান তাহলে ব্যাগ গুছিয়ে বেড়িয়ে পড়ুন। কলকাতা থেকে এনজেপি। সেখান থেকে গাড়িতে সোজা সান্দাকফু। কেউ সিকিম যেতে চাইলে তো কথাই নেই। মার্চের প্রথমে চাঁই চাঁই বরফ নিয়ে খেলা করার সুযোগ পেয়ে যাবেন। কলকাতায় তখন ৩৫ ডিগ্রি। রোগে গরমে হাসফাঁস দশা।

কেরলের থেকে কোনও অংশে কম নয়, বেড়িয়ে আসুন কলকাতার কাছে এই জায়গায়

মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শেষ না হলেও স্কুলের পরীক্ষা আর কয়েকদিন পরেই শেষ হয়ে যাবে। এবার এই ছুটিতে আর দিঘাপুরী নয় বেড়িয়ে আসুন কলকাতার কাছেই মিনি কেরলা থেকে। হাতে ২ থেকে ৩ দিনের ছুটি থাকলেই হল। কবে এখানে গেলে সহজে ফিরে আসতে চাইবেন না। মনে করিয়ে দেবে কেরলের মুন্নারের কথা। এতটাই সুন্দর এখানকার প্রকৃতি। কলকাতার কাছেই মিনি কেরালা, কেরালা মানেই ব্যাকওয়াটার্সের কথা সকলের মনে আসে। কিন্তু এই কেরালা মনে করিয়ে দেবে মুন্নারের কথা। কেরলের মুন্নার আসলে একটি হিলস্টেশন। অদ্ভুত সুন্দর সেই পাহাড়ি উপত্যকা। ব্যাক ওটার্স থেকেও নাকি মনোরম এই মুন্নার। আমাদের রাজ্যেও রয়েছে সেরকমই একটা জায়গা। তার নাম ইচ্ছে গাঁও। উত্তরবঙ্গের একেবারে অফবিট লোকেশন। এখনও তেমন ভাবে জনপ্রিয় হয়নি। সেকারণে পর্যটকদের খুব একটা ভিড় এখনও হয়নি এখানে। সবথেকে বড় কথা কলকাতা থেকে খুব একটা দূরে নয় এই ইচ্ছে গাঁও।

কীভাবে যাবেন কলকাতা থেকে ইচ্ছে গাঁও যেতে সময় লাগে ১৫

ঘণ্টা। অবশ্যই ট্রেনে। তারপরে গাড়িতে। এনজেপি স্টেশন থেকে গাড়িতে প্রথমে যেতে হবে কালিম্পং। তারপরে কালিম্পং থেকে রামধুরাগামী গাড়িতে চড়ে পড়লেই পৌঁছে যাওয়া যাবে ইচ্ছে গাঁওয়ে। অনেকে এনজেপি থেকেই গাড়ি করে সোজা ইচ্ছে গাঁওয়ে পৌঁছে যান। অনেকগুলি হোম স্টে রয়েছে ইচ্ছে গাঁওয়ে। তবে সেটাও অনেক বললে ভুল হবে ২ তিনটে হোম স্টে। তাতেও খুব কমই পর্যটকরা আসেন। বাংলায় কোনোদিন ৩৫৫ হবে না, অভিনব ব্যাখ্যায় দুই '৪২০'-এর উল্লেখ করলেন অধীর ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম ছোট্ট একটা পাহাড়ি গ্রাম ইচ্ছে যাঁও। যেখান থেকে স্লিপিং বুদ্ধাকে দেখা যায়। অত্যন্ত মনোরম তার পরিবেশ। গ্রামের রাস্তায় ঘোরা ফেরা, হাঁটাহাঁটি করেই দিনের বেশিরভাগটা কেটে যাবে। পাহাড়ি মানুষের জীবন যাত্রা দেখতে দেখতে কখন ঝুপ করে অন্ধকার নেমে যাবে। কাছেই রয়েছে ইচ্ছে গাঁও ফরেস্ট। যেখা আরও সুন্দর। পাহাড়ি জঙ্গলে ঘোরার মজাই আলাদা। ইচ্ছে গাঁওয়ের কাছেই রয়েছে মঙ্গলধাম মন্দির, কালিম্পং সায়েন্স সেন্টার, হনুমান মন্দির। নৈরাজ্য আর দুর্নীতির আবহে পঞ্চায়েত ভোট, মমতার হাত থেকে বাংলাকে বাঁচাতে আহ্বান অধীরের সিলেরিগাঁওয়ে ট্রেকিং ইচ্ছে গাঁও থেকে অনেকে সিলেরিগাঁও ট্রেকিং করে যান। ইচ্ছে গাঁওয়ে হরেক রকমের অর্কিডের দেখা পাবেন। ইচ্ছে গাঁওয়ের সৌন্দর্যই মন ভুলিয়ে দেবে। এখানকার গ্রামীণ মানুষের সহজ সরল জীবন যাত্রা আরও সুন্দর।ফিরতে ইচ্ছে করবে না। মনে হবে আরও কয়েকটা দিন সেখানে কাটিয়ে যেতে। ট্রেকারদের পক্ষে আদর্শ জায়গা এই ইচ্ছে গাঁও। তাঁরা ইচ্ছে গাঁও ফরেস্ট থেকেই ট্রেকিং করে ইচ্ছে গাঁওয়ে পৌঁছে যান।

মুম্বাইতে দ্য অ্যাডভার্টাইজিং স্ট্যান্ডার্ডস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার সামিট

১ মর্চ ঃ দ্য অ্যাডভার্টাইজিং স্ট্যান্ডার্ডস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (এএসসিআই), ফিউচারব্র্যান্ডের সাথে অংশীদারিত্বে

সোমবার মুম্বাইতে GetItRight এএসসিআই ব্র্যান্ড ইনফ্লুয়েন্সার সামিট ২০২৩-এ 'উইল্ডিং ইনফ্লুয়েন্স, নর্চারিং ট্রাস্ট' প্রতিবেদন উন্মোচন করেছে। প্রতিবেদনটিতে প্রভাবশালীদের (ফিনফ্লুয়েন্সার) জন্য ভোক্তাদের সাথে স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলার সর্বোত্তম উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যাতে প্রভাবক নেতৃত্বাধীন ব্র্যান্ডের বৃদ্ধি সব স্টেকহোল্ডারদের জন্য ন্যায়সঙ্গত এবং লাভজনক হয়। গবেষণাটি একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি একত্রিত করে যা প্রভাবশালী এবং ব্র্যান্ডগুলি কীভাবে একটি সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করতে পারে যেখানে তারা তাদের বক্তব্যের ক্ষেত্রে প্রকৃত এবং ভোক্তাদের সাথে স্থায়ী সম্পৃক্ততা তৈরি করতে পারে সে সম্পর্কে নতুন অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। প্রতিবেদনে প্রভাবশালীদের বক্তব্যের প্রক্রিয়ায় স্টেকহোল্ডার হিসেবে প্রাথমিক পর্যায়ে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ তুলে ধরা হয়েছে। এটি ৬টি প্রধান প্রভাবক প্রত্নতত্ত্বকেও চিহ্নিত করে যা কেবলমাত্র তাদের অনুগামী বা বিভাগ সম্পর্কিত অনুষঙ্গগুলির চেয়ে প্রভাবশালীদের দেখার জন্য আরও অর্থপূর্ণ উপায় সক্ষম করে। এমন একটি সময়ে যখন স্রষ্টার বিচলন উল্লেখযোগ্য গতি অর্জন করছে, প্রতিবেদনটি অবহিত বিশ্বাস এর একটি নতুন দৃষ্টান্ত প্রদান করে যা একটি 'ট্রাস্ট ট্রিনিটি'-এর অনুমতি দেয় যা সত্যতা এবং স্বচ্ছতার ভিত্তির উপর নির্মিত বিষয়বস্তুর (কন্টেন্ট) কার্যকর উৎপাদন এবং ব্যবহারকে আকার দেয়। গবেষণায় দাবি করা হয়েছে যে ভোক্তা এবং প্রভাবশালীদের মধ্যে বিশ্বাস হচ্ছে সম্পর্কের মূল কথা, এবং এটি একটি এককালীন ঘটনা নয় বরং একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। শীর্ষ সম্মেলনে ভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব শ্রী রোহিত কুমার সিং প্রধান বক্তব্য রাখেন।

সরকারি নির্দেশ ছাড়াই ছেলের স্মৃতিতে ফলক!

বিহারে গ্রেফতার গালওয়ান সংঘর্ষে মৃত সেনাকর্মীর বাবা

পটনা, ১ মর্চ ঃ গালওয়ান সংঘর্ষে প্রাণ গিয়েছে ছেলের। তাঁর স্মৃতিতে ফলক তৈরি করেছেন বাবা। সেই ফলক ঘিরে বিতর্কে মৃত সেনাকর্মীর বাবাকে গ্রেফতারের করল বিহার পুলিশ। সরকারি জমি দখলের অভিযোগে সোমবার রাতে জয়কিশোর সিং নামে সেনার বাবা রাজ কাপুর সিংকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রাজ কাপুরকে হেনস্থাও করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। বিহারের বৈশালী জেলার ঘটনা। মৃতের নাম জয়কিশোর সিং। অভিযোগ, তাঁর বাবা রাজ কাপুর সিংকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। হেনস্থাও করার অভিযোগ রয়েছে রাজকে। এ ব্যাপারে একটি সিসিটিভি ফুটেজ সামনে আসে যাতে দেখা যাচ্ছে পুলিশ জোর করে জানডাহা পুলিশ স্টেশনের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে প্রৌঢ়কে। যদিও পুলিশের তরফেও হেনস্থার অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু মৃতের বাবাকে গ্রেফতার করা হল কেন? জানা গেছে, দশ ফুট বাই দশ ফুটের ওই স্মৃতিফলকটি গত বছর ২৪ ফেব্রুয়ারি তৈরি করা হয়। অভিযোগ, মৃত সেনাকর্মীর বাড়ির সামনে একটি সরকারি জমিতে সেটি তৈরি করা হয়েছিল। এমনকি সেই অনুষ্ঠানে সরকারি আধিকারিকরাও এসেছিলেন বলে খবর। কিন্তু গণ্ডগোল বাঁধে গত ডিসেম্বরে। শোনা যায়, স্মৃতিফলকটির চারপাশ দিয়ে গত ডিসেম্বরে দেওয়াল গাঁথেন রাজ কপূর সিংহ। পুলিশের দাবি, বিষয়টি নিয়ে সিং পরিবারের প্রতিবেশি হরিনাথ রামই এফআইআর দায়ের করেছিলেন। তাঁর দাবি, স্মৃতিফলকঘেঁষা ২৫ কাঠা জমির মালিক তিনি। সঙ্গে এও অভিযোগ, যে সরকারি কোনও অনুমতি ছাড়াই দেওয়াল তৈরি করা হয়েছে। এই এফআইআর দায়ের হওয়ার পরই গ্রেফতার করা হয়েছে রাজ কাপুর সিংকে। হরিনাথের আরও অভিযোগ, ফলক তৈরির আগে তাঁর সঙ্গে প্রৌঢ়ের যে চুক্তি হয়েছিল সেটিও মানা হয়নি। চুক্তিতে বলা হয়, ফলকটি যেহেতু তাঁর জমির পথে বাধা তৈরি করছে তাই অন্যত্র হরিনাথের জন্য জমি কিনে দেবেন রাজ। কিন্তু সে সব কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ। এর পরই গ্রেফতারি। মৃত সেনাকর্মীর ভাই নন্দকিশোর সিং অবশ্য জানিয়েছেন, এই সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা। বিষয়টি সামনে আসতেই হইচই শুরু হয়। মহুয়া সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার পুনম কেশরির মতে, 'কোনও সরকারি নির্দেশ ছাড়াই ওই জমিতে স্মৃতিফলক তৈরি করা হয়েছিল। অভিযুক্তের জমির পথে বাধা তৈরি করছে ওই নির্মাণ। অভিযুক্ত নিজের জমিতেও ওই নির্মাণ করতে পারতেন।' যদিও সেনাকর্মীর পরিবারের প্রশ্ন, দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন এমন এক জনের পিতার সঙ্গে কি এই আচরণ করা যেতে পারে?

গুয়াহাটি ও রাঁচির মধ্যে সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন পরিকাঠামোমূলক কাজের জন্য কিছু ট্রেনের পরিষেবা বাতিল

মালিগাঁও, ০১ মার্চঃ ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে ০৪ মার্চ, ২০২৩ থেকে ১৬ এপ্রিল, ২০২৩ পর্যন্ত গুয়াহাটি ও রাঁচির মধ্যে উভয় দিক থেকে ৭টি ট্রিপের জন্য একটি সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। খাগারিয়া আলাউলি সেকশনের মধ্যে নতুন সিঙ্গল লাইন খোলার জন্য পূর্ব মধ্য রেলওয়ের সোনপুর ডিভিশনের খাগারিয়া স্টেশনে প্রিনন ইঃ টারলকিং ও নন ইঃটারলকিং কাজের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু ট্রেনের পরিষেবা বাতিল ও সময় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।স্পেশাল ট্রেনের চলাচল ০৫৬৭১০৫৬৭২ নং. গুয়াহাটি-রাঁচি গুয়াহাটি সাপ্তাহিক স্পেশাল (ভায়া গোয়ালপাড়া টাউন) ট্রেন ৭টি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। ০৫৬৭১ নং. গুয়াহাটি-রাঁচি সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেনটি গুয়াহাটি থেকে প্রত্যেক শনিবার ১১.৪০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১৪.২৫ ঘণ্টায় রাঁচি পৌঁছবে। এই ট্রেনটি ৪ মার্চ থেকে ১৫ এপ্রিল, ২০২৩ পর্যন্ত চলাচল করবে। ০৫৬৭২ নং. রাঁচি-গুয়াহাটি সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেনটি রাঁচি থেকে প্রত্যেক রবিবার ২০.৩০

ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ২৩.৪৫ ঘণ্টায় গুয়াহাটি পৌঁছবে। এই ট্রেনটি ৫ মার্চ থেকে ১৬ এপ্রিল, ২০২৩ পর্যন্ত চলাচল করবে।এই স্পেশাল ট্রেনে যাত্রীদের আসনের জন্য এসি ২টিয়ার, এসি ৩টিয়ার, স্লিপার ক্লাস ও জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস সহ মোট ২০টি কামরা থাকবে। এই রুটের অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন।

ট্রেন পরিষেবার বাতিল- ০৪ ও ০৫ মার্চ, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ০৩৩১৬-০৩৩১৫, ০৫২৬৩-০৫২৬৪ নং. সমস্তিপুর-কাটিহার-সমস্তিপুর মেমু ট্রেন, ০৫২৪৯-০৫২৫০ নং. কাটিহার-বারাউনি-কাটিহার মেমু ট্রেন বাতিল থাকবে।ট্রেনের সময় পুনর্নির্ধারণ ০৪ মার্চ, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৯০৯ নং. (ডিব্রুগড়-লালগড়) অবধ অসম এক্সপ্রেস ট্রেনটির সময় ডিব্রুগড়ে ১০.২০ ঘণ্টার পরিবর্তে ১১.৫০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। ০৩ মার্চ, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ০৪৬৫৩নং (নিউ জলপাইগুড়ি-অমৃতসর) এক্সপ্রেস ট্রেনটির সময় নিউ জলপাইগুড়িতে ০৭.০০ ঘণ্টার পরিবর্তে ০৯.১০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

নেহরু যুব কেন্দ্র সংগঠনের উদ্যোগে করিমগঞ্জে যুব উৎসব ৯ মার্চ

করিমগঞ্জ (অসম), ১ মার্চ ঃ নেহরু যুব কেন্দ্র সংগঠনের উদ্যোগে আগামী ৯ মার্চ করিমগঞ্জে যুবউৎসব অনুষ্ঠিত হবে। যুবশক্তির উদ্যোমের পাশাপাশি আজাদিকা অমৃত মহোৎসব উদযাপনও করা হবে। এছাড়া দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান আদর্শ ও ভাবনাকে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে এবং দেশের জনগণের মধ্যে সহিষ্ণুতার ভাবধারা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে দেশের ১৫০টি জেলায় ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত যুবউৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে।এর সঙ্গে সংগতি রেখে আগামী ৯ মার্চ করিমগঞ্জে যুবউৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এতে ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সের যুবকযুবতীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে যুবাদের জন্য অঙ্কন, কবিতা ইত্যাদি লেখা, মোবাইল ফটোগ্রাফি, সংস্কৃতি উৎসব ও প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজন করা হয়েছে। করিমগঞ্জে অনুষ্ঠেয় যুবউৎসবের বিভিন্ন কার্যসূচি স্থির করতে আজ মঙ্গলবার বিকাল ৪টায় জেলাশাসক মৃদুল যাদবের পৌরোহিত্যে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে আগামী ৯ মার্চ করিমগঞ্জে অনুষ্ঠেয় যুবউৎসবের কার্যসূচি স্থির করতে আলোচনা করা হয়। এদিনের আলোচনায় নেহরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর মেহেবুব আলম, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার প্রিয়াঙ্কা ইয়াম্মি, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ও ভারপ্রাপ্ত ক্রীড়া আধিকারিক আর তেরন, করিমগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ রামানুজ চক্রবর্তী, দৈনিক নববার্তা প্রসঙ্গ এর সম্পাদক হবিবুর রহমান চৌধুরী, প্রেস ক্লাব করিমগঞ্জের সম্পাদক অরূপ রায়, বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়, ক্লাব, সংস্কৃতি ও সামাজিক সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

ত্রিপুরায়হোলি উৎসবের আগেই বাজারে রঙের চাহিদা তুঙ্গে

আগরতলা, ১ মর্চ ঃ তিথি মেনে আগামী ৭ মার্চ রঙের উৎসবে মাতোয়ারা হবে গোটা দেশ। কিন্তু, ত্রিপুরায় ২ মার্চ রঙ খেলায় মেতে উঠবে গোটা রাজ্য। কারণ, ওইদিন বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে। বাজারে লাল আবিরের সাথে এখন গেরুয়া আবিরের চাহিদা তুঙ্গে উঠেছে। মূলত, সোমবার বুথ ফেরত সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই গেরুয়া আবিরের চাহিদা মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে গেছে। বসন্তকালে গোটা দেশ জুড়ে পালিত হয় রঙের উৎসব হোলি। তিথি অনুযায়ী আগামী ৭ মার্চ হোলি উৎসব উদযাপিত হবে। কিন্তু উত্তর পূর্বাঞ্চলের ছোট পার্বতী রাজ্য ত্রিপুরাতে এবার রঙের উৎসব হোলি অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে। সোমবার রাতে বুথ ফেরত সমীক্ষায় ত্রিপুরায় বিজেপির জয় নিশ্চিত দাবি করার পর থেকে সারা রাজ্যে কর্মী সর্মথকদের বাজি পুড়ানো লক্ষ্য করা গেছে। স্বাভাবিকভাবেই আগামী ২ মার্চ রঙ খেলায় মেতে উঠবে নির্বাচনের জয়ী প্রার্থী সহ দলীয় কর্মী সমর্থকরা। ফলে বাজার গুলিতে রঙের চাহিদা অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর একটু বেশি। তাতে ব্যবসায়ীদের মধ্যেও ব্যস্ততা এখন তুঙ্গে রয়েছে। ইতিমধ্যেই বাজারে ব্যবসায়ীরা রঙ সাজিয়ে বসে গিয়েছেন। মহারাজগঞ্জ বাজারের জনৈক রং ব্যবসায়ী বলেন, এবছর গেরুয়া ও লাল আবিরের দাম অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেকটা বেড়ে গেছে। বাজারে রঙের সবচেয়ে বেশি চাহিদা রয়েছে গেরুযা আবিরের। সোমবারে বুথ ফেরত সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশের আগে বাজারে লাল রঙের চাহিদা বেশি ছিল বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে ব্যবসায়ীরা সব রকম আবিরের পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত রেখেছেন বলে দাবি তাঁর।

জি এস এম এ গভর্মেন্ট লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড ২০২৩ জিতল ভারত

১ মার্চ ঃ জি এস এম এ কি ? গ্রুপ স্পেশাল মোবাইল আসোসিয়েশন (জি এস এম এ) হলো মোবাইল অপারেটর এবং বিশ্ব ব্যাপী মোবাইল শিল্প সংস্থা গুলির এক গোষ্ঠি। এই গোষ্ঠিতে বিশ্বের ৭৫০ মোবাইল অপারেটর এবং ৪০০ কোম্পানি রয়েছে। জি এস এম এ গভর্মেন্ট লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড কি ? প্রত্যেক বছর মোবাইল সংযোগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট ডিজিটাল নীতি এবং টেলি যোগাযোগ বিধি প্রণয়নকারী সরকারকে এই জি এস এম এ গভর্মেন্ট লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়ে থাকে। টেলি যোগাযোগ ক্ষেত্রে এটি বিশ্বের সর্বোচ্চ পুরস্কার। জি এস এম এ এর অন্তর্ভূক্ত ৭৫০ মোবাইল অপারেটর এবং ৪০০ কোম্পানির ভবিষ্যৎ বিনিয়োগের রূপরেখা নির্ধারণ করে এই পুরস্কার। ভারতকে কেন এই পুরস্কার দেওয়া হলো ? প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যে সংস্কার হয়েছে তারই স্বীকৃতি এই জি এস এম এ পুরস্কার। আর ও ডাব্লিউ অনুমোদন পেতে আগে লাগতো ২৩০ দিন , এখন ৮ দিনে এই অনুমোদন পাওয়া যায়। মোবাইল টাওয়ার সংক্রান্ত ৮৫ অনুমোদন তৎক্ষণাৎ দেওয়া হয়ে থাকে। দেশের ৩৮৭ টি জেলার ১ লক্ষ জায়গায় ৫ জি পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে, যা ভারতকে বিশ্বের সব থেকে দ্রুত ৫ জি পরিষেবা সূচনাকারী রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। ভারতীয় টেলিকম ক্ষেত্রটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে এবং এই বৃদ্ধি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সমগ্র বিশ্বের। গত ৮ বছর ধরে ভারতে যে সংস্কার চলছে তারই ফল এই পুরস্কার। টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্কারের ফলস্বরূপ টেলিকম একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র।

হিমন্তবিশ্বের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ১ মার্চ ঃ সরকার গঠনে বিজেপি মূল চালিকাশক্তি হবে, বদ্ধমূল এই ধারণার বশে নর্থইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (নেডা)-এর আহ্বায়ক তথা অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেছেন মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)-প্রধান কনরাড কঙ্গল সাংমা। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গতকাল রাতে গুয়াহাটি এসে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা নেডার আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মার সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করেছেন। সাক্ষাৎকালে দুই নেতার মধ্যে কী আলোচনা হয়েছে, সে সম্পর্কে সঠিত তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে বিশেষ এক সূত্রের দাবি, আগামীকাল ভোটের ফলাফলে পর সরকার গঠনে হিমন্তবিশ্ব শর্মার হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন কনরাড। এগজিট পোলের ফলাফল প্রকাশের একদিন পর ভোটপরবর্তী জোটের আলোচনাও তাঁদের মধ্যে হযেছে বলে সূত্রের দাবি। দুই নেতার মধ্যে প্রায় আধা ঘণ্টা আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, বিভিন্ন সংস্থার এগজিট পোলে মেঘালযে এবার ত্রিশঙ্কু জনাদেশের পূর্বাভাস দিয়েছে। তবে এনপিপি একক বৃহত্তম দল হিসেবে বেরিয়ে আসলেও, ম্যাজিক নাম্বার ৩১-এ পৌঁছতে পারবে না। ফলে এককভাবে সরকার গঠনে এনপিপি ব্যর্থ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অন্যদিকে বিজেপির এবার বিধায়কের সংখ্যা বাড়বে বলে সকল এগজিট পোল সংকেত দিয়েছে। সে অনুযায়ী বিজেপি ৬ থেকে ১০ আসন পবে বলে এগজিট পোলের পূর্বাভাস। গতবার বিজেপির বিধায়ক সংখ্যা ছিল দুই। এদিকে গতকাল অসমের মুখ্যমন্ত্রী তথা নেডার আহ্বায়ক বিমন্তবিশ্ব শর্মা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, উত্তরপূর্বাঞ্চলের তিন রাজ্যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে এনডিএই সরকার গঠন করবে।

শক্তিশালী ভারত গড়তে মধ্যপ্রদেশ অবদান রাখবে ঃ শিবরাজ

ভোপাল, ১ মার্চ ঃ বাজেট সমাজের প্রতিটি শ্রেণির কল্যাণের জন্য এবং একটি অভূতপূর্ব শক্তিশালী ভারত গড়তে মধ্যপ্রদেশ থেকে উদ্যোগ। বুধবার মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় আজ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেট পেশ করার পর একথা মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। বিধানসভা প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনার সময় তিনি বলেন, সেচ হোক বা রাস্তা, প্রতিটি গরীবকে ছাদ দেওয়ার রেজোলিউশন হোক বা বিদ্যুতের পরিকাঠামো শেষ করা হোক, বাজেটে সবকিছুর ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি বলেন, বাজেটে উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করে সামাজিক প্রভাব বন্ড আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর আওতায় বিভিন্ন সামাজিক খাতে সামাজিক গুরুত্বের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করার জন্য এক হাজার কোটি টাকার বন্ড ইস্যু করা হবে। তিনি আরও বলেন, মৌলিক সুবিধার পাশাপাশি জনকল্যাণ ও জীবন মূল্যবোধের প্রচারের দিকেও মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে, সাগরে সন্ত রবিদাস মেমোরিয়াল, ওরছায় রামরাজা লোক এবং সালকানপুরে দেবী মহালোকের মতো প্রকল্পগুলির জন্য ৩৫৮ কোটি টাকার বিধান করা হয়েছে। তিনি বলেন, সামগ্রিকভাবে সমাজের প্রতিটি শ্রেণির মানুষের কল্যাণের কথা মাথায় রেখে এটি বাজেট। প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন অনুযায়ী শক্তিশালী ভারত গড়তে এই বাজেট রাজ্যের অভূতপূর্ব অবদান রাখবে। প্রধানমন্ত্রী দেশকে পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করার সংকল্প করেছেন, যার অধীনে এটি মধ্যপ্রদেশকে ৫৫০ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

ডুমডুমায় আইটিবিপি জওয়ানের আত্মহত্যা

তিনসুকিয়া (অসম), ১ মার্চ ঃ তিনসুকিয়া জেলার ডুমডুমায় আত্মহত্যা করেছেন আইটিবিপির জনৈক জওয়ান। আজ বুধবার ময়না তদন্ত করতে তাঁর মৃতদেহ নিয়ে আসা হয়েছে তিনসুকিয়া সিভিল হাসপাতালে। ঘটনা গতকাল মধ্যরাতে ডুমডুমা শহরে সংগঠিত হয়েছে। আত্মঘাতী জওয়ানকে হরিয়ানার বাসিন্দা অশোক কুমার বলে শনাক্ত করা হয়েছে। নিজের সার্ভিস রাইফেল দিয়ে নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন বলে জানা গেছে। জওয়ান অশোক কুমার ডুমডুমা শহরে অবস্থিত অ্যাভিয়েশন রিসার্চ সেন্টারে (এআরসি) মোতায়েন ছিলেন। তবে কী কারণে তিনি এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সে সম্পর্কে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি।পুলিশের তদন্তকারী অফিসার এ সম্পর্কে তথ্য দিয়ে জানান, ইতিমধ্যে হরিয়ানায় তাঁর পরিবারকে ঘটনা জানানো হয়েছে। পরিবারের কেউ আসলে নিহত অশোক কুমারের মৃতদেহ তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে, গোরখপুরে ক্রীড়াবিদ মিঃ রঞ্জিত প্যাটেলকে সংবর্ধনা দিচ্ছেন মহাব্যবস্থাপক শ্রী চন্দ্র বীর রমন। নিজস্ব চিত্র।

মেট্রোর ভাড়া বহির্ভূত রাজস্ব আয়ে ৯০.৫ বৃদ্ধি

কলকাতা, ১ মার্চ ঃ ভারতীয় রেলওয়ে ঐতিহ্যবাহী আয়ের উৎসগুলি ছাড়াও আয় বাড়ানোর জন্য ভাড়া ছাড়া রাজস্ব বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন উদ্যোগকে উৎসাহিত করছে। মেট্রো রেলওয়ে, ভারতীয় রেলওয়ের অংশ হিসাবে এই উদ্যোগে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং এর রাজস্ব বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন উদ্ভাবনী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যা সাধারণত যাত্রীদের উপার্জনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে, মেট্রো রেলওয়ে মেট্রো রেকের ভিতরে এবং বাইরে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে রাজস্ব আয়ের দিকে মনোনিবেশ করছে, খোলা জায়গায় হোর্ডিংগুলি প্রদর্শন করা এবং বিভিন্ন স্টেশনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা কিয়স্ক ইনস্টল করা ইত্যাদি।

Name Change

I, Mrs. SHARMISTHA SAHA DUTTA, W/o VIKRAM DUTTA residing at 254, M. G. ROAD, POST - HARIDEVPUR, DIST - SOUTH 24 PARGANAS, PIN - 700082, India, do hereby solemnly affirm & declaring my son's actual name VIHAAN DUTTA instead of VIHAAN SINGH vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore 01/03/2023.VIHAAN DUTTA and VIHAAN SINGH both are same and one identical person.

Name Change

I,HUMAYUN MOLLA (old name) S/o MEHEDI HOSSAIN MOLLA residing at Y-19/E, MAJHER PARA LANE, BARTALA, KOLKATA-700018 WEST BENGAL, INDIA.I have Changed myname (Shall Hence forth be known as) MOHAMMAD HUMAYUN MOLLA(New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 01/03/2023.HUMAYUN MOLLA and MOHAMMAD HUMAYUN MOLLA all are same and one identical person.

Name Change

I,SARAJ GHOSH (old name) S/o SUDHANGSHU BIKASH GHOSH residing at DESHBANDHU PARK RAJPUR SONARPUR SOUTH 24TH PARGANAS PIN 700150WEST BENGAL, INDIA.I have Changed myname (Shall Hence forth be known as) SAROJ GHOSH (New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 01/03/2023. SARAJ GHOSHand SAROJ GHOSH all are same and one identical person.

Name Change

I,SUMITRA DAS alias SUMITRA MISTRY(old name) W/o PALASH DAS residing at Vill-Sitala West, PO+PS- Sonarpur, Dist-(S) 24 Pgs,700150 WEST BENGAL, INDIA. I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) SUMITRA DAS MISTRY(New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 01/03/2023.SUMITRA DAS, SUMITRA MISTRY and SUMITRA DAS MISTRY all are same and one identical person.

Name Change

I,ROZI SABANA (old name) D/o JAMIL AHMED residing at 15/2 TOPSIA 2ND LANE, TILJALA, KOLKATA-700039 WEST BENGAL, INDIA. I have Changed myname (Shall Hence forth be known as) ROSY SHABANA ARA BEGUM(New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 01/03/2023.ROZI SABANA and ROSY SHABANA ARA BEGUM all are same and one identical person.

Name Change

I,MALEK BIBI (old name) W/o RAHAMAT ALI MONDAL residing at Jagannath Nagar, PS-Maheshtala, Pin-700140 WEST BENGAL, INDIA.I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) MALEKA BIBI(New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 01/03/2023.MALEK BIBI and MALEKA BIBI all are same and one identical person.

Name Change

I,PARVEZ NABI(old name) S/o NURUN NABI MOLLA residing atY-2/33/1- Satghara Road, PS-Nadial, Kolkata-700044 WEST BENGAL, INDIA.I have Changed myname (Shall Hence forth be known as) PARVEZ NABI MOLLA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 01/03/2023. PARVEZ NABIandPARVEZ NABI MOLLA all are same and one identical person.

Name Change

I,PRIYANKA CHAKRABORTY (old name) W/o MITHUN CHAKRA BORTY residing atVIVEKANANDANAGAR KARBALA LANE-08 MADHYAMGRAM BAZAR , MADHYAMGRAM NORTH 24 PARGANAS-700130 WEST BENGAL, INDIA. I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) PRIANKA CHAKROBORTTY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 01/03/2023.PRIYANKA CHAKRA BORTY and PRIANKA CHAKRO BORTTY all are same and one identical person.

Name Change

I,AHMED ALI (old name) S/o LIYAKAT ALI residing atGULJARBAG MAKALHATI, PO BIDHANGARH,DIAMOND HARBOUR-700066 WEST BENGAL, INDIA. I have Changed myname (Shall Hence forth be known as) AHMAD ALI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 01/03/2023. AHMED ALI and AHMAD ALI all are same and one identical person.

Name Change

I,SHEEMA DEY(old name) W/o DEBU KUMAR DEY residing at 11/2, Sastri Road, Naihati, North 24 Parganas, Pin-743165, WEST BENGAL, INDIA I have Changed myname (Shall Hence forth be known as)SIMA DEY, vide an affidavit sworn before theNotary Public at Kolkata on 01/03/2023.SHEEMA DEY and SIMA DEY all are same and one identical person.

Name Change

I,RANJIT DUTTA(old name) S/o LATE RAMESH CHANDRA DUTTAresiding at R.G.M-10, Hatiara Road, Helabattla, PO-Hatiara, PS-New Town, Dist-24 Pgs(N), Pin-700157, INDIA.I have Changed myname (Shall Hence forth be known as)RANJIT KUMAR DUTTA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 28/02/2023. RANJIT DUTTA and RANJIT KUMAR DUTTA all are same and one identical person.

Name Change

I,SAKEM ALI GAZI (old name) S/o KUBBAJ GAZI residing at MALANCHA ABAD, MINAKHAN, NORTH 24 PARGANAS 743425 WEST BENGAL, INDIA I have Changed myname (Shall Hence forth be known as)SAKEM GAZI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 01/03/2023. SAKEM ALI GAZI and SAKEM GAZI all are same and one identical person.

Name Change

I YASHODAHARA BAKLIWAL (old name) D/o MANISH KUMAR BAKLIWAL doing Service R/o 5A BYSACK STREET, PO- BURRABAZAR, KOLKATA, 700007, WEST BENGAL, INDIA , Shall henceforth be known as YASHODHARA (new name) ..Vide affidavit sworn before the notary public kolkata on date 25/02/2023.

Name Change

I, HAPHIJA BEGUM (old name) D/o SK ABDUL HAQUE residing at Vill-Sapoth, PO-Gourhati, PS-Khanakul, Hooghly 712613 WEST BENGAL, INDIA.I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) HAFIZA KHATUN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 27/02/2023. HAFIZA KHATUN and HAPHIJA BEGUM all are same and one identical person.

Name Change

I,SAHERA BEGUM(old name) W/o ABDUL MOTIN MOLLICK residing at Eksara, PO-Chamrail, PS-Liluah, Dist-Howrah, Pin-711114, INDIA.I have Changed myname (Shall Hence forth be known as)SAIRA BEGUM, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 01/03/2023.SAHERA BEGUMand SAIRA BEGUM all are same and one identical person.

যারা বসন্ত উৎসবের কথা বলেন, তারা বসন্ত তাণ্ডব চান ঃ তাই বসন্ত উৎসব বন্ধ করে দিয়েছি

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১ মার্চ ঃ বুধবার উপাসনাগৃহে প্রস্তাবনা ভাষণে বিদ্যুৎ চক্রবর্তী বলেন, যারা বসন্ত উৎসবের কথা বলেন, তারা বসন্ত তাণ্ডব চান। আমরা তার পক্ষপাতী নই। বসন্ত তাণ্ডব বন্ধ করে দিয়েছি। বিশ্বভারতীতে রাবীন্দ্রিক, আশ্রমিক ও প্রাক্তনীর মতোই প্রথা খুবই পরিচিত। কিছু হলেই প্রথা ভাঙা হলো। তারা কিছু না জেনেই এসব বলেন। বিশ্বভারতী অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত লোকে ভরে গেছে। পাঠভবনের ছেলে মেয়ে বসন্ত আবাহন করেছে। আমরা বসন্ত বন্দনা করছি। এটি বিশ্বভারতীর অনুষ্ঠান। জনতার জন্য নয়। উল্লেখ্য, মানুষকে সাথে নিয়ে বসন্ত উৎসব হবে, এমন ঐতিহ্য ছিল গুরুদেবের শান্তিনিকেতনে। কারণ, দোল বা হোলিকা উৎসবের মতো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে বসন্ত উৎসবের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু উৎসব বাদ দিয়ে বন্দনাতে থেমেছেন বর্তমান উপাচার্য। শুধুমাত্র উনিশ সাল ছাড়া মানুষ বাদ দিয়ে বসন্ত বন্দনা -র অনুষ্ঠান করেন বিশ্বভারতী উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। শুধু একবারই অর্থাৎ উনিশ সালে বসন্ত উৎসব করেছিলেন। কিন্তু তাও এক ভয়াবহ বিশৃঙ্খল পরিবেশের মধ্যে সমাপ্তি হয়েছিল। মানুষ বাদ দিয়ে বাইশ সালে বসন্ত বন্দনা করেন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। কিন্তু মানুষ ছাড়া উৎসব হয় না। আর উপাচার্য মানুষ চান না। বাইশ সালেও মানুষের প্রবেশ অধিকার ছিল না। বুধবার উপাসনাগৃহে প্রস্তাবনা ভাষণে বিদ্যুৎ চক্রবর্তী বলেন, যারা বসন্ত উৎসবের কথা বলেন, তারা বসন্ত তাণ্ডব চান। আমরা তার পক্ষপাতী নই। বসন্ত তাণ্ডব বন্ধ করে দিয়েছি। বিশ্বভারতীতে রাবীন্দ্রিক, আশ্রমিক ও প্রাক্তনীর মতোই প্রথা খুবই পরিচিত। কিছু হলেই প্রথা ভাঙা হলো। তারা কিছু না জেনেই এসব বলেন। বিশ্বভারতী অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত লোকে ভরে গেছে। পাঠভবনের ছেলে মেয়ে বসন্ত আবাহন করেছে। আমরা বসন্ত বন্দনা করছি। এটি বিশ্বভারতীর অনুষ্ঠান। জনতার জন্য নয়। সাধারণত দোলের দিন বসন্ত উৎসব হতো বিশ্বভারতীতে। প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সবুজ কলি সেন বলেন, অন্যদিন যে হয় নি, তা নয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের আমলে অনেকবারই দোলের দিন বসন্ত উৎসব না হয়ে, অন্যদিন হয়েছে। প্রাক্তন উপাচার্য অম্লান দত্তের আমলেও একবার অন্যদিন হয়েছে। তবে, তিনি মানুষকে নিয়েই বসন্ত উৎসব করেন। মানুষকে বাদ দিয়ে কোনদিন বসন্ত উৎসব হয় নি। বিশ্বভারতী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানিয়েছে যে চলতি বছরের ২ মার্চ সন্ধ্যা থেকে লোকসংস্কৃতি উৎসব ও রাত নটায় গৌরপ্রাঙ্গনে বৈতালিকের মাধ্যমে শুরু হয়েছে বসন্ত বন্দনা। ৩ মার্চ ভোর পাঁচটায় বৈতালিক, সাতটায় গৌরপ্রাঙ্গনে শোভাযাত্রা ও অনুষ্ঠান, সন্ধ্যা সাতটায় গৌরপ্রাঙ্গনে নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা এবং সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় পূর্ণ দাস বাউলের গান অনুষ্ঠিত হবে। তবে বসন্ত বন্দনা অনুষ্ঠানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ থাকছে। এরফলে বোলপুর শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসব কেন্দ্রিক পর্যটন ব্যবসা মার খাবে। এই বসন্ত উৎসবকে কেন্দ্র করে হোটেল ব্যবসা থেকে সাধারণ মানুষের জীবন- জীবিকার চরম ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছে এই উপাচার্যর সময় থেকে। কারন তিনি পৌষমেলা থেকে বসন্ত উৎসব সব বন্ধ করে দিয়েছেন। কবিগুরু মার্কেটের আমিনুল হোদা, বোলপুর ব্যবসায়ী সমিতির সুনীল সিং এবং খোয়াই রোশানি রেজর্ট সকলের একই বক্তব্য যে মানুষের উৎসব হলে সবাই বাঁচতো। কবিগুরু মার্কেটের আমিনুল হোদা বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐতিহ্য সব তুলে দিয়েছেন এই উপাচার্য। তার বিদায় না হলে পৌষ উৎসব বা বসন্ত উৎসব কিছুই হবে না। প্রসঙ্গতঃ উনিশ সালে বসন্ত উৎসবের সময় প্রচুর ভিড় হয়। তার ফলে বিশৃঙ্খলা হয়। তারপর থেকেই বসন্ত উৎসব বন্ধ করে দেন বর্তমান উপাচার্য। বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গেছে, কবির বালকপুত্র শমীন্দ্রনাথ ১৯০৭ সালে খেলাচ্ছলে এই ঋতু-উৎসবের সূচনা করেছিলেন। বছরের বাঁধা ধরা একটা দিনে আশ্রমে উৎসব হত না এমনটা নয়। ১৯২৩ সালে মাঘী পূর্ণিমায় শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসব পালিত হয়। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় আশ্রম-সম্মিলনীর অধিবেশনে আবারও আয়োজন করা হয়েছিল বসন্ত-বন্দনার। সে বারই শ্রীপঞ্চমীর দিনও আম্রকুঞ্জের সভায় বসেছিল উৎসবের আসর। তাই নির্দিষ্ট দিনে হবে তাও যেমন ঠিক ছিল না, তেমনি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়াও হয়। ১৯৮২ সালে বসন্ত উৎসব স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেন তদান্তীন উপাচার্য অম্লান দত্ত। পরে অবশ্য নিয়ম রক্ষার বসন্ত উৎসব পালিত হয়।

চাঁচলে ঘাসফুল শিবিরে ভাঙন, ঘর ভরলো হাত শিবিরের

দুরন্ত বার্তা, মালদ, ১ মার্চ ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে শুরু হয়েছে শাসকদলের ভাঙন। দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলে ক্ষুব্ধ দলের কর্মীরা। যার জেরে শাসকদল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করলেন প্রায় ছয় শতাধিক কর্মী। এমনটাই দাবি ব্লক কংগ্রেস নেতৃত্বের। মঙ্গলবার রাত্রে মালদার চাঁচল-১ নং ব্লকের কলিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্ডীগাছি এবং মতিহারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছয় শতাধিক কর্মী ও সমর্থক তৃণমূলে যোগদান করলেন। নবগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি। আর্থিক প্রলোভন ও টিকিটের লোভ দেখিয়ে যোগদান। দাবি ব্লক তৃণমূল নেতৃত্বের। মূলতঃ, এবছর যেকোনো দিন পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষনা হয়ে যেতে পারে। নির্বাচনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে শাসক-বিরোধী শিবির। 'গ্রাম দখলের' লড়াইয়ে কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে রাজি নয়। তারই মাঝে শাসকদলের ঘর ভাঙতে শুরু করেছে কংগ্রেস। মঙ্গলবার রাত্রে চাঁচল ১ নং ব্লকের দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসের যোগদান করলেন প্রায় ছয় শতাধিক মহিলা ও পুরুষ। নবগতদের দলের স্বাগত জানালেন চাঁচল নং ব্লক সভাপতি আনজারুল হক (জনি)। তৃণমূলের নেতা ও জনপ্রতিনিধিরা দুর্নীতিতে জর্জরিত। যার কারণে কর্মীদের এই দলত্যাগ দাবি চাঁচল ১ নং ব্লক কংগ্রেস সভাপতির। ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি আনজারুল হক বলেন, ছয় শতাধিক মহিলা পুরুষ তারা তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসের যোগদান করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা দুর্নীতিগ্রস্ত তাই মানুষ বুঝতে পেরেছে তাই তারা দল ত্যাগ করেছে। আগামী মাস খানেকের মধ্যে আরো বিপুলসংখ্যক মানুষ তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসের যোগদান করবে বলে দাবি কংগ্রেসের। যদিও তৃণমূলের এই যোগদানকে গুরুত্ব দিতে নারাজ চাঁচল- ১ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি রেজাউল খান। তার দাবি, অর্থের প্রলোভন ও টিকিটের লোভ দেখিয়ে কিছু মানুষকে নিজেদের দলে টানার চেষ্টা করছে কংগ্রেস। যারা গেছে তারা দু দিনের মধ্যে আমাদের সাথে আবার যোগাযোগ করবে। এই যোগদানে দলের কোনো বা প্রভাব পড়বে না।

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে সফল অস্ত্রপাচার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১ মার্চ ঃ এবার নিউরো সার্জারিতে সাফল্য পেল মালদা মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ। এতদিন ধরে মালদা মেডিকেল কলেজে সম্ভব ছিল না। নিউরো সংক্রান্ত অস্ত্রোপ্রচারের ক্ষেত্রে ছুটতে হতো শিলিগুড়ি অথবা কলকাতা। কিন্তু এবারে অবাস্তবকে বাস্তব করে দেখালো মালদা মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ। মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা শহরের কৃষ্ণপল্লী এলাকার বাসিন্দা, রঞ্জন সাহা গত ২২ দিন আগে গাছ থেকে পড়ে জখম হয়েছিলেন তিনি। তার কোমরের হাড় ভেঙে গিয়েছিল। তার চিকিৎসা চলছিল মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। নিউরো সংক্রান্ত চিকিৎসা চলছিল ওই মুমূর্ষ রোগীর। অবশেষে মালদা মেডিকেল কলেজের একটি টিম গঠন করেই বিশিষ্ট নিউরোসার্জেন্ট ডক্টর অশোক কুমার আচারিয়ার নেতৃত্বে ৬ ঘন্টার প্রচেষ্টায় এই অস্ত্রপ্রচারটি হয়। এখন রোগী সমস্ত রকম ভাবে ভালো আছে বলে জানিয়েছেন কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা। এই অস্ত্রোপ্রচারের ক্ষেত্রে ১ থেকে দেড় লক্ষ টাকা খরচ হতো বলেও জানিয়েছে মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক। কিন্তু মালদা মেডিকেল কলেজে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই অস্ত্রোপ্রচার করা হয়েছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য সাথী কার্ড থাকার কারণে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে আরো বিশেষ সুযোগ পেয়েছে ওই রোগী ও তার পরিবার। এই অস্ত্রোপ্রচারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, ও চিকিৎসক থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যকর্মী, ব্লাড ব্যাংকের কর্মীদেরও ধন্যবাদ জানিয়েছেন রোগীর পরিবার।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ধ্বস্তাধ্বস্তি অভিভাবক ও নিরাপত্তা রক্ষীদের

দুরন্ত বার্তা, লাভপুর, ১ মার্চ ঃ নবোদয় কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের আবাসিকে এক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অভিভাবক ও নিরাপত্তারক্ষীদের মধ্যে ধ্বস্তাধস্তির ঘটনা ঘটলো লাভপুরে। ঘটনার তদন্তে পুলিশ। মৃতার নাম রানিজা পারভীন (১৭)। এই বছর সে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছিল। লাভপুর গোপালপুর জহর নবোদয় উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী সে। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে আবাসিক ছাত্রী হিসেবে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতো সে। পরিবারের তরফে মৃতার মা তাজমিরা বিবি বলেন যে, বুধবার সকাল সাড়ে ছ'টার নাগাদ স্কুলের তরফে জানানো হয় তাদের বাড়ির মেয়ে অসুস্থ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। সেই শুনে পরিবারের লোকজন হাসপাতালে দেখেন তাদের মেয়ে মারা গিয়েছে, এবং তার গলায় ক্ষত চিহ্ন রয়েছে। আমাদের দাবি, আমাদের মেয়েকে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অভিভাবক বনাম নিরাপত্তারক্ষীদের খণ্ডযুদ্ধ বাধে। জোর করে স্কুল চত্বরে ঢুকতে গেলে অভিভাবকদের বাধা দেওয়া হয়। মৃত ছাত্রীর বাড়ি ময়ূরেশ্বরের দোগাছি গ্রামে। মৃতার লোকাল গার্ডিয়ান সম্পর্কিত দাদা মিন্টু সেখের বাড়ি লাভপুরের কাছে ধনডাঙা। তিনি বলেন, বাড়ি থেকে ফোন করে জানানো হয় আমার বোন অসুস্থ। হাসপাতালে ভর্তি। গিয়ে দেখি মৃত। ওকে খুন করা হয়েছে। আমরা এর তদন্ত চাই।

বনতীর গ্রামে ওলাইচন্ডী দেবীর পুজো দিলেন বিধায়িকা শম্পা ধারা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১ মার্চ ঃ পূর্ব বর্ধমানের রায়না থানার বনতীর গ্রামে ২০০ বছরেরও বেশী সময় ধরে পূজিতা হয়ে আসছেন মা ওলাইচন্ডী দেবী।। প্রতি বছর বাংলা ১৫ ই ফাল্গুন তারিখে এই পুজোর আয়োজন করা হয়। দেবীর কৃপা ও আশীর্বাদ লাভের আশায় দূর দূরান্ত থেকে প্রচুর মানুষ আসেন মায়ের পুজো দিতে। দেবীর আশীর্বাদ নিতে মঙ্গলবার বনতীর গ্রামে গেলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা রায়নার বিধায়িকা শম্পা ধারা। এদিন বিকালে গ্রামে উপস্থিত হয়ে কিছুক্ষন মানুষের সাথে জনসংযোগ সারেন। এরপর পুজোর ডালি নিয়ে চলে যান মায়ের মন্দিরে। সেখানে তিনি মায়ের পুজো দেন। শম্পা দেবী জানান, বেশ কয়েক বছর ধরেই তিনি এখানে মা ওলাইচন্ডী দেবীর পুজো দিতে আসছেন। হিন্দু- মুসলিম একত্রে এই পুজোর আনন্দে সামিল হন। এখানে মাকে দর্শন করে নিজের মনের কথা মাকে জানানোর পাশাপাশি সবারই মঙ্গল কামনা করেন তিনি। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এই পুজো সকলের কাছে জনপ্রিয় হওয়া এই পুজো এখন উৎসবের রুপ নিয়েছে। পুজো কমিটির সদস্য তথা বনতীর গ্রামের বাসিন্দা অর্জুন ধারা জানিয়েছেন, প্রতিবছরই ১৫ ফাল্গুন এই পূজার আয়োজন করা হয়। এই পুজোকে ঘিরে বনতীর গ্রামে প্রচুর মানুষের ভিড় হয়। গ্রামের হিন্দু- মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বাড়িতেই অনেক আত্মীয় স্বজন আসেন। পুজো উপলক্ষ্যে বড় মেলা বসে। এই উৎসব চলে ২০ ফাল্গুন পর্যন্ত। পুজো উপলক্ষ্যে যাত্রা সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পুজোয় সভাধিপতি শম্পা ধারা এবং হিজলনা গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান সুতপা মল ধারা মায়ের পুজা দিয়ে যান। এদিন সভাধিপতি তথা রায়নার বিধায়িকার পুজো অর্চনা ঘিরে উৎসাহ দেখা যায় গ্রামবাসীদের মধ্যে।

কাটিহার ডিভিশনে ক্যাটারিং (জিএমইউ ও এসএমইউ)-এর জন্য ই-নিলাম

কাটিহার ডিভিশনে ক্যাটারিং (জিএমইউ ও এসএমইউ)-এর জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.: সি-সিএটিজি-ডিইএফ-২৩, নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট): ১৩-০৩-২০২৩ তারিখের ১২.০০ ঘন্টায়, নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় : ১৩-০৩-২০২৩ তারিখের ১৪.০০ ঘন্টায়। রেট ইউনিট : বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিন : ১৮২৭।**

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	সিএটিজি-কেআই আর-এসআই -জিএমই উ-৬৪-২৩-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনোর ইউনিট (জিএমইউ)	সোনালি রেলওয়ে স্টেশনের পিপি শেডের অধীনে পিএফ-০২-এর উপর একটি জিএমইউ ক্যাটারিং স্টলের বরাদ্দ।
এএ/২	সিএটিজি-কেআই আর-এসআরআই -জিএমই উ-৬৮-২৩-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনোর ইউনিট (জিএমইউ)	সালমারি রেলওয়ে স্টেশনের পিপি শেডের অধীনে পিএফ-০২-এর উপর একটি জিএমইউ ক্যাটারিং স্টলের বরাদ্দ।
এএ/৩	সিএটিজি-কেআই আর-এমএফএ-জিএমই উ-৭১-২৩-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনোর ইউনিট (জিএমইউ)	মুকুরিয়া রেলওয়ে স্টেশনের পিপি শেডের অধীনে পিএফ-০২-এর উপর একটি জিএমইউ ক্যাটারিং স্টলের বরাদ্দ।
এএ/৪	সিএটিজি-কেআই আর-জেএই উ-জিএমই উ-৬৬-২৩-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনোর ইউনিট (জিএমইউ)	কাউয়া রেলওয়ে স্টেশনের পিপি শেডের অধীনে পূর্ব দিকে পিএফ-০১-এর উপর একটি জিএমইউ ক্যাটারিং স্টলের বরাদ্দ।
এবি/১	সিএটিজি-কেআই আর-এসআরআই -এসএমই উ-৭০-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ)	সালমারি রেলওয়ে স্টেশনের এফওবি-এর নিকটে পিএফ-০১-এর উপর একটি এসএমইউ ক্যাটারিং স্টলের বরাদ্দ।
এবি/২	সিএটিজি-কেআই আর-এসআরআই -এসএমই উ-৬৯-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ)	সালমারি রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশন নেম বোর্ড ও স্টেশন বিল্ডিং কেডরিউই প্রান্তের মধ্যে পিএফ-০১-এর উপর একটি এসএমইউ ক্যাটারিং স্টলের বরাদ্দ।
এবি/৩	সিএটিজি-কেআই আর-জেএই উ-এসএমই উ-৬৭-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ)	কাউয়া রেলওয়ে স্টেশনের পিপি শেডের অধীনে পশ্চিম দিকে পিএফ-০১-এর উপর একটি এসএমইউ ক্যাটারিং স্টলের বরাদ্দ।
এবি/৪	সিএটিজি-কেআই আর-ডিএনকিউ-এসএমই উ-৬২-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ)	দালখলা রেলওয়ে স্টেশনের পিপি শেডের (পূর্ব দিকে) অধীনে পিএফ-০১-এর উপর একটি এসএমইউ ক্যাটারিং স্টলের বরাদ্দ।
এবি/৫	সিএটিজি-কেআই আর-ডিএনকিউ-এসএমই উ-৬৩-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ)	দালখলা রেলওয়ে স্টেশনের পিপি শেডের (পশ্চিম দিকে) অধীনে পিএফ-০১-এর উপর একটি এসএমইউ ক্যাটারিং স্টলের বরাদ্দ।
এবি/৬	সিএটিজি-কেআই আর-এসআই -এসএমই উ-৬৫-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ)	সোনালি রেলওয়ে স্টেশনের এসঅ্যান্ডটি অফিসের নিকটে পিএফ-০১-এর উপর একটি এসএমইউ ক্যাটারিং স্টলের বরাদ্দ।

অংশগ্রহণকারী/ বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ডিআরএম (সি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ডুয়ার্সের চা বাগানে শুরু প্রথম ফ্লাইসের পাতা তোলার কাজ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১ মার্চ ঃ গত পাঁচ মাস ধরে বৃষ্টি না হওয়ায় এবার প্রথম ফ্ল্যাশের চা-পাতার উৎপাদন কিছুটা কমে গেল। বসন্তের শুরু থেকেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন চা-বাগানে শুরু হয়ে গেছে প্রথম ফ্ল্যাশের

পাতা তোলার কাজ। নতুন মরশুমে পাতার উৎপাদন কমে যাওয়ায় খুব একটা খুশি নন জলপাইগুড়ির বিভিন্ন বাগান কর্তৃপক্ষ। বসন্তের ছোঁয়ায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন চা-বাগানে গজিয়েছে ঝকঝকে কাঁচা চা-পাতা। ইতিমধ্যেই বাগানগুলোতে প্রথম ফ্ল্যাশের পাতা তোলার কাজ শুরু হয়ে গেছে। শীতের শুরু থেকেই প্রতি বছর প্রায় তিনমাস বন্ধ থাকে চা-বাগানের পাতা তোলার কাজ। তখন থেকে মূলতঃ বাগানের পরিচর্যার কাজ করতে দেখা যায় শ্রমিকদের। চা-বাগানে প্রথম ফ্ল্যাশের পাতা বরাবরই উৎকৃষ্ট মানের হয়। এজন্য সারা বছরের তুলনায় এই পাতার দামও অনেক বেশি থাকে। শীতের শুরু থেকে দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল উত্তরবঙ্গের সমস্ত চা-বাগান। তাই এই সময়টাই কাঁচা চা-পাতা উৎপাদনের অন্যতম সময়। এজন্য প্রথম ও দ্বিতীয় ফ্ল্যাশের পাতার দিকেই নজর থাকে বিভিন্ন চা-বাগান কর্তৃপক্ষের। যদিও শীতের শেষে এবার বৃষ্টি না হওয়ায় পাতা উৎপাদন কিছুটা কম হয়েছে এবার। তবে চায়ের দাম এবার কি থাকবে সেদিকেই এখন নজর রয়েছে বাগান কর্তৃপক্ষের। জলপাইগুড়ির ডেঙ্গুয়াঝাড় চা-বাগানের ডেপুটি ম্যানেজার জীবনচন্দ্র পাণ্ডে বলেন, এবছর চা-বাগানের প্রথম ফ্ল্যাশের পাতা খুব ভাল হলেও উৎপাদন কিছুটা কম হয়েছে। তবে দাম বেশি পেলে লাভও ভালো হবে বলে আশাবাদী তাঁরা।

প্রশান্ত বর্মনের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১ মার্চ ঃ গত ২৫ ফেব্রুয়ারি স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর গাড়িতে হামলা এবং তারপর সাহেবগঞ্জ থানার বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধেই শত প্রণোদিত মামলা করেন। এই ঘটনায় কোচবিহার জেলা বিজেপির যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত বর্মনের নাম ছিল। পরবর্তীতে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। বুধবার সকালে সেই পরিবারের সাথে দেখা করতে ঘোকষাডাঙায় প্রশান্ত বর্মনের বাড়িতে আসলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে ছিলেন কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি তথা বিধায়ক সুকুমার রায় এবং মাথাভাঙ্গার বিজেপি বিধায়ক সুশীল কুমার বর্মন ও তুফানগঞ্জের বিজেপি বিধায়িকা মালতি রাভা রায়। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার পরিবারের লোকজনের সাথে কথা বলেন। তাকে সামনে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন প্রশান্ত বর্মনের মা। পরবর্তীতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার তাদের আশ্বাস দেন এবং বলেন খুব দ্রুত আর ছেলে বাড়িতে আসবে প্রয়োজনে তারা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাবেন। এই প্রসঙ্গে প্রশান্ত বর্মনের মা বলেন - বাড়িতে আমরা দুজন মহিলা রযেছে এবং একটি ছোট্ট শিশু রয়েছেন

আমরা রীতিমতো আতঙ্কে আছি আমার ছেলের নির্দোষ তবু তাকে জোর করে নিয়ে গেছে পুলিশ। প্রশান্ত বর্মনের স্ত্রী বলেন - স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর গাড়িতে আক্রমণ করল তৃণমূল আর গ্রেফতার হতে হল আমার স্বামীকে আমার স্বামী বিজেপি করেন জন্যই এই ঘটনা। আমরা রীতিমত আতঙ্কে রয়েছে। এরপর সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি আরেকটি কর্মীর বাড়িতে বেশ কিছু কর্মী সমর্থকদের সাথে কথা বলেন। এই প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন দোষ করবে তৃণমূল আর গ্রেপ্তার হবে বিজেপি কর্মীরা এই রাজ্যে এটাই গণতন্ত্র। দিদিমনির পুলিশ তৃণমূলের দল দাস তাই তারা বেছে বেছে বিজেপি কর্মীদের গ্রেপ্তার করেছে। ভাঙচুর হল স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর গাড়ি আর গ্রেপ্তার করা হলো বেছে বেছে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। আমরা শীর্ষ আদালত পর্যন্ত যাব আমাদের কর্মীরা লড়াইয়ে আছেন এবং থাকবে।

ফুটপাথ ও রাস্তার দখলমুক্ত করত কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে পৌরসভা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১ মার্চ ঃ শহরজুড়ে দখল হয়ে গিয়েছে ফুটপাত, রাস্তা। কোথাও ফুটপাত দখল করে ব্যবসা। আবার কোথাও রাস্তা দখল করে চলছে হোটেল। এমন অবস্থায় শহরের রাস্তা ও ফুটপাত দখলমুক্ত করা নিয়ে চিন্তায় পড়েছে পুরনিগম। সেবক রোডেও রাস্তা দখল করে দোকান, হোটেল চলছে। অথচ বহুবার অভিযান চালিয়ে ফুটপাত, রাস্তা দখলমুক্ত করা হলেও ফের দখল হয়ে গিয়েছে। সেবক রোডে হাইড্রেন দখল করে তার উপরেই দোকান, হোটেল বসানো হয়েছে। বুধবার সেবক রোড পরিদর্শন করেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। সেখানে রাস্তা, ফুটপাত দখল করে থাকা দোকান, হোটেলগুলি সরানোর কথা বলেছেন তিনি। দেখা যায় রাস্তার উপরেই উনুন জ্বালিয়ে রান্না চলছে। আবার গ্যারেজগুলির সমস্ত জিনিস রাস্তার উপর রেখে দেওয়া হয়েছে। যা নিয়ে অসন্তোষপ্রকাশ করেন ডেপুটি মেয়র। এদিন তিনি জানান, সেবক রোডে একটি টয়লেট বানানো হচ্ছে। এছাড়াও শহরের ফুটপাত ও রাস্তা দখলমুক্ত করা হচ্ছে। না হলে অনেক কাজ করা যাচ্ছে না।

গ্যাসের দাম বৃদ্ধি সহ একাধিক বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ অধীরের

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ১ মার্চ ঃ শাকসবজি থেকে মাছ, মাংস থেকে শুরু করে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের দাম আকাশছোঁয়া। এরেই মধ্যে মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে বাড়ল রান্নার গ্যাসের দাম। ৫০ টাকা বেড়েছে এলপিজি সিলিন্ডারের (১৪.২ কেজি) দাম। কলকাতায় ১০৭৯ টাকা ছিল এলপিজি সিলিন্ডারের দাম। আজ থেকে তা বেড়ে হল ১১২৯ টাকা। দিল্লিতে নতুন দাম হল ১১০৩ টাকা। বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের (১৯ কেজি) দামও বেড়েছে। ৩৫০.৫০ টাকা দাম বেড়ে কলকাতায় এখন বর্তমান দাম ২২২১.৫০ টাকা। বহরমপুর জেলা কংগ্রেস অফিসে বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে লোকসভার বিরোধী দলনেতা শ্রী অধীর রঞ্জনকে গ্যাসের দাম বাড়ানো সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন এর আগেও ভোটের পর দাম বাড়িয়েছে, এটা তো প্রথম নয়, এটাই বিজেপির ভোট ট্যাকটিস। তিনি বলেন মানুষকে লুটে নিচ্ছে আমাদের তো বলার কিছু নাই। কেন্দ্রীয় সরকার সারা ভারতবর্ষ জুড়ে মানুষের জীবন জীবিকা লুট করছে। এই বিজেপি জমানায় ২২ কোটি মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে চলে গেছে। তেল গ্যাস, সার সমস্ত কিছুর দাম বেড়ে চলেছে ফলে মানুষের বাজারে খরিদ করার খরচ বেড়ে চলেছে। একদিকে বাড়ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম অন্যদিকে বাড়ছে দেশজুড়ে বেকারত্ব। এই প্রসঙ্গে অধীর বলেন, মানুষের পকেটে পয়সা নাই খরচ করার ক্ষমতা নাই কিন্তু দিনের পর দিন জিনিসপত্রের দাম আগুন হয়ে যাচ্ছে। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে চলছে আর্থিক মুদ্রাস্ফীতি। অধীর বলেন রুটি নাই রুজি নাই গত ৪৫ বছরে সবচেয়ে বেশি বেকার সমস্যা আজকের ভারতবর্ষে। এছাড়াও বসন্ত উৎসব নিয়ে সরব হলেন চৌধুরী। বিশ্বভারতীতে বসন্ত উৎসব বন্ধ হওয়ার ব্যাপারে তিনি বলেন খুবই অন্যায় হয়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের এই বিশ্বভারতীতে তার খোলা মেলা বাতাবরণ তার সম্প্রীতি ভাতৃত্ব মৈত্রী আনন্দ উচ্ছাস উদ্দীপনা সব যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। আজ আমাবস্যা বিশ্বভারতীকে গ্রাস করছে সংস্কৃতির আমাবস্যায় বিশ্বভারতী আজ আচ্ছন্ন। এই বাংলা সম্বন্ধে বলেন এটা প্রতারণার রাজ্য এই বাংলায় চুরি জোচ্চুরি ঠকবাজ প্রতারণার কোন অভাব নাই। কারণ তারা মনে করে এই বাংলা হচ্ছে যত দুর্নীতি জোচ্চুরি প্রতারণার আদর্শ জাগা, এখানে কোনরকম ভয়ের কারণ নাই। তিনি বলেন এই বাংলায় অপরাধ করা অন্যায় করা অনৈতিক কাজ করা দুর্নীতি করার জন্য এইটা হচ্ছে স্বর্গরাজ্য।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু এক ৬ বছরের শিশুর

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১ মার্চ ঃ কালিয়াচকে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ৬ বছরের শিশুর। মৃত্যু শিশুর নাম তৌসিফ সেক। বয়স আনুমানিক ৬ বছর। পিতা রাজেশ শেখ। বাড়ি কালিয়াচক থানার সিলামপুর মিয়াপাড়া একটা বেসরকারি আবাসিক এর পাশে। আজ দুপুর বেলা তাকে একটি মারুতি গাড়িতে ধাক্কা মারে। গুরুতর আহত হলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে তাকে নিয়ে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। কিন্তু যাবার সময় রাস্তায় সুজাপুর এর নিকট তার মৃত্যু হয়। সুজাপুর তাকে ফেরত নিয়ে আসা হয় সিলামপুরে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় কালিয়াচক থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। থানায় একটি দুর্ঘটনার মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Water Supply), BR-XI, JU, KMC invites e-tender for the following work (Submission of bid through online):

NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/37/2022-23 Date - 24.03.2023

Name of the work: **Maintenance of W/S service pipe by cap wash, leak repairing, cutting & flushing, valve repair, disinfection of pipe, stand post repairing etc. at Saha Para, Babu Para, Thakur Para Road Bye Lanes surrounding in Ward No.-114, BR-XI.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **2,91,408.41.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Time of completion: **45 days.** Last date & time of online submission of tender: **14.03.2023 (5.00 P.M.).** Date and time of technical bid open: **18.03.2023 (1.00 P.M.).** For full and further details, please visit the website **https://www.etender.wb.nic.in.** Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-IV, KMC invites tender online two part bid system for the following work:

NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/307/22-23

Name of the work: **Installation of street lighting arrangement at and around newly constructed Swami Pranavananda Udyan in Ward No.-97, BR-X.** Estimated amount: ₹ **1,48,966.05.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of completion of bid: **11.03.2023 up to 12.00 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **28.02.2023 from 2.00 P.M.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-IX, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/IX/082/086/2022-2023/D

Name of the work: **Restoration of I.P. passage at 29, 31A, Rakhal Das Auddy Road in Ward No.-082.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **2,62,723.77.** Earnest money: ₹ **5,300.00.** Period of completion: **45 days.**

(2) NIT No. : KMC/IX/082/087/2022-2023/D

Name of the work: **Restoration of I.P. passage at 60, Rakhal Das Auddy Road, 178, 162, P. M. Roy Road, 62, Chetla Road etc. in Ward No.-082.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **2,93,622.38.** Earnest money: ₹ **5,900.00.** Period of completion: **45 days.**

(3) NIT No. : KMC/IX/082/085/2022-2023/D

Name of the work: **Restoration of I.P.S. passage at 9, P. M. Road, 42, Alipore Road etc. in Ward No.-082.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **2,03,935.08.** Earnest money: ₹ **4,100.00.** Period of completion: **45 days.**

(4) NIT No. : KMC/IX/082/098/2022-2023/BUSTEE

Name of the work: **Development of Bustee drainage at 12, 12/1, Chetla Road, 109, Alipore Road, 164, Peary Mohan Roy Road etc. in Ward No.-082.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **2,99,578.29.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(5) NIT No. : KMC/IX/082/097/2022-2023/BUSTEE

Name of the work: **Development of Bustee latrine at 103, 60, Rakhal Das Auddy Road, 45, Chetla Road, 4, 8, Gobinda Auddy Road in Ward No.-082.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **2,99,897.80.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(6) NIT No. : KMC/IX/082/096/2022-2023/BUSTEE

Name of the work: **Development of Bustee passage at portion of 12, 12/1, 14, Chetla Road, 109, Alipore Road, 13, 15, Mohesh Dutta Lane etc. in Ward No.-082.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **2,98,863.43.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(7) NIT No. : KMC/IX/082/095/2022-2023/BUSTEE

Name of the work: **Development of Bustee passage at 7, Sabjibagan Lane, 13, Chetla Road in Ward No.-082.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **2,99,285.47.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(8) NIT No. : KMC/IX/082/043/2022-2023/BUSTEE

Name of the work: **Development of Bustee drainage at 61A, Alipore Road and adjacent area in Ward No.-082.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **2,71,852.02.** Earnest money: ₹ **5,450.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **11.03.2023 - 12.00 Noon (For Sl. No. 1 to 8).** Tender will be opened on: **13.03.2023 - 12.00 Noon (For Sl. No. 1 to 8).** The bid forms and other details are available on and from **01.03.2023 (5.00 P.M.) (For Sl. No. 1 to 8).** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 8).**

The Executive Engineer (Civil), BR-II, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE(C)/BR-II/018/025/2022-2023

Name of the work: **Development of diagnostic infrastructure and polyclinic at UPHC in Ward No.-18, under BR-II.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,99,860.81.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **16.03.2023 up to 11.00 A.M.** Bid will be opened on: **18.03.2023 at 11.00 A.M.** The bid forms and other details will be available on and from **03.03.2023 at 5.00 P.M.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (O&M-III), GRWW, KMC invited e-tender for the following works:

NIT No. : EE/O-M-III/31OF2022-23/14

Name of the work: **Construction of operators' room for close monitoring of sludge pumps in front of sludge pump house under WTP-I, GRWW.** Estimated amount: ₹ **2,98,192.00.** Earnest money: ₹ **5,964.00.** Period of completion: **28 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online): **15.03.2023 at 2.00 P.M./17.03.2023 at 2.00 P.M.** The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (TPS), Water Supply, KMC invites e-tender online in two-bid system for the following work:

(1) NIT No. : KMC/WS/TPS/62/2022-2023

Name of the work: **Replacing the damaged waste water pipeline of southern side of I Block staff quarter at TPS.** Estimated amount: ₹ **2,74,257.23.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **20 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/TPS/63/2022-2023

Name of the work: **Maintenance of existing staff quarters of TPS.** Estimated amount: ₹ **2,92,459.14.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **60 days.** Last date & time of submission of bid: **22.03.2023 up to 2.00 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **06.03.2023 from 2.00 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).** (1131/22-23)

রবি শাস্ত্রীর মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার!

মুম্বই, ১ মার্চঃ চলছে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি। ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট মানেই ঘটনা বহুল। একটা সময় অবশ্য ভারত শুধুই শ্রোতা ছিল। অস্ট্রেলিয়া একচেটিয়া স্লেজিং করে গেলেও ভারতীয় ক্রিকেটাররা মুখে রা কাড়তেন না। সবার ক্ষেত্রে এমন ছিল তা নয়। এখন অবশ্য পরিস্থিতি পাল্টেছে। অস্ট্রেলিয়া হোক বা অন্য কোনও দল, স্লেজিং করলে পাল্টা দিতে প্রস্তুত থাকে টিম ইন্ডিয়া। তা সে বিরাট কোহলিই হোক কিংবা ঋষভ পন্থ। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে গিয়ে তাদের যেমন পারফরম্যান্সে জবাব দিয়েছে ভারতীয় দল, তেমনই মুখেও। টানা দু-বার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিতেছে ভারত। মুখের লড়াইয়েও অজিদের কাঁবু করেছে। তবে এর আগেও এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল। ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রীর খেলোয়াড় জীবনে। তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার হুমকি

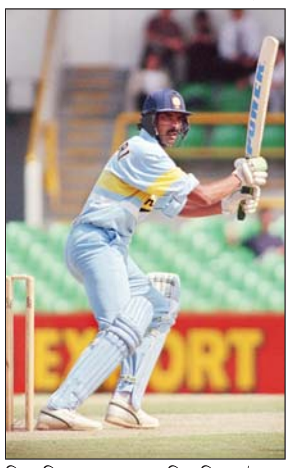

দিয়েছিলেন এক অজি ক্রিকেটার। তারপর? যোগ্য জবাবও দিয়েছিলেন রবি শাস্ত্রী। একটা সময় ভারতীয় দলের দক্ষ অলরাউন্ডার ছিলেন রবি শাস্ত্রী। তাঁর ব্যাটিংয়ে কেরিয়ার শেষ হতে বসেছিল প্রয়াত কিংবদন্তি লেগ স্পিনার শেন ওয়ার্নের। পরবর্তীতে শেন ওয়ার্ন কামব্যাক করলেও, অনেক বারই সেই প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। রবি শাস্ত্রী তাঁর বোলিংয়ে এত মেরেছেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ভবিষ্যৎ অনিশ্চি হয়ে পড়েছিল ওয়ার্নের। যদিও শাস্ত্রীর সঙ্গে এই ঘটনায় শেন ওয়ার্ন নন, জড়িয়ে অন্য এক ক্রিকেটার। তাঁর নাম মাইক হুইটনি। ১৯৯১-১৯৯২ মরসুমে অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিল ভারতীয় দল। একটা ম্যাচে ব্যাট করছিলেন রবি শাস্ত্রী। মিড অফে বল ঠেলে দ্রুত একটা রান নিতে চেষ্টা করেছিলেন। মিড অফে ফিল্ডিং করছিলেন মাইক হুইটনি। অস্ট্রেলিয়ার বাঁ হাতি পেসার। সেই ম্যাচে যদিও সুযোগ পাননি তিনি। পরিবর্ত হিসেবে ফিল্ডিং করছিলেন। রবি শাস্ত্রীর রান নেওয়ার চেষ্টা দেখে চিকার করে তাঁর উদ্দেশ্যে বলেন, ''ক্রিজ ছাড়লে মাথা ফাটিয়ে দেব।'' রবি শাস্ত্রী সে সময় যতই ঠান্ডা মাথার মানুষ হোন না কেন, তিনিও ছেড়ে দেননি। শান্ত অথচ কড়া জবাব দিয়েছিলেন। হুইটনিকে তাঁর পাল্টা জবাব, ''তুমি মুখে যে ভাবে কথা বলছ, সে ভাবে যদি ব্যাটিং-বোলিংটা ঠিকঠাক করতে পারতে, তা হলে তোমাকে আর দ্বাদশ ব্যক্তি হিসেবে ফিল্ডিং করতে হত না।'' এই জবাব শুনে মাইক হুইটনির আর কিছুই বলার ছিল না। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সর্বসাকুল্যে ১২টি টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন মাইক হুইটনি। পরবর্তীতে ক্রীড়া সঞ্চালক হিসেবেও কাজ করেন। সেটা থেকেও অবসর নিয়েছেন।

স্পিনাররাই শেষ করল ভারতকে, ১০৯ রানে অলআউট

চার উইকেট নিয়ে লড়লেন জাডেজা
ইন্দোর টেস্টে প্রবল চাপে ভারত

ইন্দোর, ১ মার্চঃ দিল্লি ও নাগপুর টেস্টে উল্টো ছবি ইন্দোরে। হোলকার স্টেডিয়াম ভারতের সবচেয়ে পয়া স্টেডিয়াম বলে ধরা হয়। পরিসংখ্যান বলছেন, এখানে কোনওদিন ম্যাচ হারেনি ভারত। সেই মাঠে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির প্রথম দিনের পারফরম্যান্সেই যেন সিঁদুরে মেঘ দেখছেন ভারতীয় সমর্থকরা। এগিয়ে বিপক্ষ। বুধবার ইন্দোরে ম্যাচ শুরুর এক ঘণ্টার মধ্যেই পাঁচটি উইকেট হারায় ভারত। প্রথম আঘাত হানেন ম্যাথু কুহেনম্যান। অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে (১২) ফিরিয়ে। রোহিতের পথ ধরেন শুভমনও (২১)। তরুণ ব্যাটার সীমিত ওভারের ফরম্যাটে দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন। যদিও ইন্দোরে (০) এদিনও ব্যর্থ। এলেন আর ফিরলেন। ৫২ বলে ২২ রান করে টড মার্ফির শিকান হন বিরাট। শ্রীকর ভরতকে (১৭) ফিরিয়ে ভারতকে বড় ধাক্কা দেন লিয়ঁ। লাঞ্চ বিরতি পর্যন্ত ৭ টি উইকেট হারিয়ে ফেলেছিল ভারত। সাতটিই স্পিনারদের। লাঞ্চের পর বাকি তিনটে উইকেট ফেলতে বেশি দেরী করলেন কারণে দ্বিতীয় উইকেট হাতছাড়া করেন। দ্বিতীয় সেশনে আর উইকেট ফেলতে পারেনি ভারত। তৃতীয় সেশনে লাবুশেনকে (৩১) ফেরান জাডেজা। খোয়াজার লড়াই ছিল দেখার মতো ১৪৭ বলে ৬০ রান করে জাড্ডুর শিকার হন। দিনের শেষ স্টিভ স্মিথ সাজঘরে ফিরে গিয়েছেন। চারটি উইকেট

প্রথম দুটি টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে স্পিন অস্ত্রে ঘায়েল করেছিল ভারত। ইন্দোরের স্পিন সহায়ক উইকেটে ভারতের ব্যাটিং অর্ডার ভেঙে পড়ল তাসের ঘরের মতো। ম্যাথু কুহেনম্যান, নাথান লিয়ঁরা একমুহূর্ত স্বস্তিতে থাকতে দিলেন না ভারতীয়দের। প্রথম ইনিংসে টিম ইন্ডিয়া গুটিয়ে যায় মাত্র ১০৯ রানে। প্রথম ইনিংসে দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়ার স্কোর ৪ উইকেট হারিয়ে ১৫৬। ৪৭ রানে প্রথম ইনিংসে ভরসা দিতে পারল না গিলের ব্যাট। চেতেশ্বর পূজারার বাজে ফর্মের ধারা বজায় থাকল এদিনও। মাত্র ১ রানে লিঁয়র শিকার হন তিনি। মাত্র ৩৬ রানে টপ অর্ডারের তিন ব্যাটারকে হারায় ভারত। ধুমধাড়াক্কা শট খেলতে গিয়ে উইকেট দিয়ে আসেন রবীন্দ্র জাডেজাও। এরপর বিরাট কোহলি ও শ্রীকর ভরত মিলে দলের স্কোর ৫০-এর উপরে নিয়ে যান। শ্রেয়স আইয়ার না অজি বোলাররা। ম্যাথু কুহেনম্যান, নাথান লিয়ঁরা ভারতের ব্যাটারদের এক মুহূর্তে স্বস্তিতে থাকতে দিলেন না। পেসাররা মাত্র ৭ ওভার বল করলেন। প্রথম ইনিংসে কুহেনম্যান নেন পাঁচ উইকেট। যে উইকেটে ভারতের ব্যাটিং ধসে পড়ল সেখানেই দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করলেন উসমান খোয়াজা, মার্নাস লাবুশেনরা। ম্যাচের শুরুতেই ট্রাভিস হেডের (৯) উইকেট নেন রবীন্দ্র জাডেজা। নো বলের নিলেন জাডেজা। এদিন আন্তর্জাতির ক্রিকেটে ৫০০ উইকেট পূর্ণ করলেন তিনি। একইসঙ্গে ৫০০ উইকেট ও ৫০০০ রানের কৃতিত্বের অধিকারী হলেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার হাতে এখনও ৬ উইকেট রয়েছে। বড় রানের লক্ষ্যে ঝাঁপাবে তাঁরা। দ্বিতীয় দিনের প্রথম সেশন গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে ভারতের জন্য। দ্রুত উইকেট ফেলতে না পারলে ইন্দোর টেস্টে বিপদে পড়ে যাবে ভারত।

অ্যান্ডারসনকে হটিয়ে টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে রবীচন্দ্রন অশ্বিন

দুবাই, ১ মার্চঃ ইন্দোর টেস্টের প্রথম ইনিংসে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে ভারত। তৃতীয় টেস্টে দলের ব্যাটিং বিপর্যয়ের দিনই এল সুখবর। নতুন আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে ফের বাড়ল ভারতীয় ক্রিকেটারদের দাপট। দলীয় র‍্যাঙ্কিংয়ের পাশাপাশি ব্যক্তিগত দিক থেকেও বাকিদের টক্কর দিচ্ছে ভারত। কয়েকদিন আগেই বোলারদের ক্রমতালিকায় ১ নম্বরে উঠে এসেছিলেন ৪০ বছরের জেমস অ্যান্ডারসন। তবে জায়গা ধরে রাখতে পারলেন না। জিমিকে সিংহাসনচ্যুত করে বোলারদের টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে পয়লা নম্বরে উঠে এলেন ভারতের তারকা স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে পারফরম্যান্সের জেরে ক্রমতালিকার মগডালে উঠে এলেন তিনি। প্রথমবার ২০১৫ সালে বোলারদের তালিকায় শীর্ষস্থান দখল করেছিলেন অশ্বিন। দিল্লিতে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির দ্বিতীয় টেস্টে ভারতের জয়ে বড় অবদান ছিল অশ্বিনের। দিল্লিতে মোট ৬টি উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ পাঁচ ব্যাটারের মধ্যে তিনজনকেই প্যাভিলিয়নে পাঠান তিনি। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে এক ওভারে মার্নাস লাবুশেন এবং স্টিভ স্মিথকে ফিরিয়েছিলেন অশ্বিন। দিল্লির পারফরম্যান্সই অশ্বিনকে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান ফিরিয়ে দিল। পাশাপাশি ওয়েলিংটনে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের অবাক হারের পর অ্যান্ডারসন এক ধাপ নেমে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। অশ্বিনের পয়েন্ট ৮৬৪। অ্যান্ডারসন তাঁর থেকে পাঁচ পয়েন্ট পিছনে রয়েছেন। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে টেস্ট বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ের প্রথম তিনে ঘোরাফেরা করছেন প্যাট কামিন্স, জেমস অ্যান্ডারসন এবং অশ্বিন। কামিন্সকে হটিয়ে অ্যান্ডারসন শীর্ষস্থান দখল করেছিলেন। এ বার তাঁকেও সিংহাসনচ্যুত করলেন তামিলনাড়ুর অফস্পিনার। অশ্বিনের পাশাপাশি র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হয়েছে রবীন্দ্র জাডেজারও। দিল্লিতে দ্বিতীয় টেস্টে জাডেজা দুই ইনিংস মিলিয়ে নিয়েছিলেন ১০ উইকেট। বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে অষ্টম স্থানে উঠে এসেছেন তিনি। অলরাউন্ডাদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ৪৬০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থানে রয়েছেন জাডেজা। ৩৭৬ পয়েন্ট নিয়ে অশ্বিন তাঁর একধাপ পিছনে রয়েছেন। অলরাউন্ডারদের তালিকার প্রথম পাঁচে রয়েছেন আরও এক অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেল।

মহিলা আইপিএল

লাইন আপ পাওয়ারফুল, বোলিং ভোগাতে পারে দিল্লিকে

নয়াদিল্লি, ১ মার্চঃ এখনও অবধি এক বারও আইপিএল জিততে পারেনি দিল্লি। নাম, মালিকানা বদল হয়েছে। তারপরও ভাগ্য বদল হয়নি। ফাইনাল অবধি পৌঁছেছিল দিল্লি ক্যাপিটালস। এ বার উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের সৌজন্যে ভাগ্য বদলাবে? ৪ মার্চ শুরু হচ্ছে উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ। পাঁচ দলের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে খেলতে দেখা যাবে দিল্লি ক্যাপিটালসকেও। যেমন জাতীয় দলে খেলার অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে, তেমনই বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগেও। যা হয়তো উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগেও কাজে লাগবে। দিল্লি দলের মূল সম্পদ মেগ ল্যানিং। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক। সদ্য আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে অজিরা। কেরিয়ারের পঞ্চম আইসিসি ট্রফি জিতে নজির গড়েছেন অধিনায়ক ল্যানিং। মিডল অর্ডারে দক্ষিণ আফ্রিকার অলরাউন্ডার মারিজানে

উদ্বোধনী মরসুমেই দাগ কাটতে প্রস্তুত। কিন্তু যথেষ্ঠ রসদ মজুদ রয়েছে কি? স্কোয়াড দেখে অবশ্য ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন। একটা ধারনা অন্তত করা যায়। তেমনই দিল্লির স্কোয়াড দেখে বলা যায়, বর্তমানের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাই যেন গড়েছে তারা। তারুণ্য এবং অভিজ্ঞতার মিশেলে দল গড়েছে। সর্বাধিক ১৮ সদস্যের দল গড়া যেত। দিল্লি ক্যাপিটালস তাই গড়েছে। কিছু ক্ষেত্রে মনে হয়েছে, অতিরিক্ত দরে প্লেয়ার নিয়েছে তারা। দিল্লি ক্যাপিটালসের মূল শক্তি তাদের ব্যাটিং। মেয়েদের মিনি আইপিএল থেকেই মূলত নজর কেড়েছিলেন শেফালি ভার্মা। এখন ভারতীয় সিনিয়র দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। তিন ফরম্যাটেই নিজের জায়গা পাকা করেছেন। তেমনই রয়েছেন আর এক ব্যাটার জেমাইমা রডরিগজ। টপ অর্ডারে এই দুই ব্যাটার থাকা যে কোনও দলের জন্য ভালো দিক। কিন্তু সমস্যাও রয়েছে। শেফালির ধারাবাহিকতা নিয়ে প্রশ্ন থাকেই। ক্রিজে টিকে গেলে তাঁকে রোখা মুশকিল। কিন্তু প্রথম বল থেকেই চালাতে গিয়ে অনেক সময়ই উইকেটও খোঁয়াতে হয়। জেমাইমার কাপ, অ্যালিস ক্যাপসি রয়েছেন। দিল্লির দুর্বলতা হতে পারে বোলিং আক্রমণ। বোলিংয়ে অভিজ্ঞতা কম। ভারতের মাটিতে টুর্নামেন্টে। বোলারদের হাতেই সাফল্যের চাবি থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। সেখানে একটু হলেও পিছিয়ে দিল্লি। তাদের বোলিং অনেকটাই নির্ভর করবে বাঁ হাতি স্পিনার রাধা যাদব এবং অভিজ্ঞ পেস বোলিং অলরাউন্ডার শিখা পান্ডের উপর। তবে দিল্লি শিবিরে এক্স ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াতে পারেন ভারতের অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ জয়ী দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য তিতাস সাধু। অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ ফাইনালে তাঁর স্পেলই ভারতের জয়ের ভিত গড়ে দেয়। তবে বড় মঞ্চে খেলার অভিজ্ঞতা না থাকা, কিছুটা হলেও ভোগাতে পারে।

ইউপি ওয়ারিয়র্স স্কোয়াড। জেমাইমা রডরিগজ, মেগ ল্যানিং, শেফালি ভার্মা, রাধা যাদব, শিখা পান্ডে, মারিজানে কাপ, তিতাস সাধু, অ্যালিস ক্যাপসি, তারা নরিস, লরা হ্যারিস, জসিয়া আখতার, মীনু মানি, তানিয়া ভাটিয়া, পুনম যাদব, জেস জোনাসন, স্নেহা দীপ্তি, অরুন্ধতী রেড্ডি, অপর্ণা মণ্ডল

অপহরণ, অত্যাচার! শুরু তদন্ত পিএসজির প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে

প্যারিস, ১ মার্চঃ জোড়া বিতর্কের মুখে পিএসজি। লিওনেল মেসি, নেইমারের ক্লাবের প্রেসিডেন্ট সভাপতি নাসের আল-খেলাইফি জড়িয়ে পড়লেন অপহরণ, অত্যাচারের ঘটনায়। যা নিয়ে তোলপাড় চলছে বিশ্ব ফুটবলে। প্যারিসের ক্লাবের প্রধানের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগে খানিকটা হলেও বিব্রত টিমের ফুটবলাররাও। এতেই শেষ নয়, পিএসজির ফুটবলার আশরাফ হাকিমির বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে। কাতারের এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাকে অপহরণ ও নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে খেলাফির বিরুদ্ধে। এই অভিযোগের তদন্ত করার জন্য ৩ জন ফরাসি বিচারপতিকে নিয়োগ করা হয়েছে। রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, কাতারের তায়েব বেনাবদেরামানকে নামের একজন প্রভাবশালী নেতাকে অপহরণ করার পাশাপাশি নির্যাতনও চালিয়েছেন পিএসজির প্রেসিডেন্ট খেলাইফি। অপহরণ, বন্দী করে রাখা, নির্যাতন চালানোর এই ঘটনা ঘটেছে প্রায় ছয়মাস ধরে। অপহরণের কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি তায়েবের

হতে চলে গিয়েছিল। সেগুলি প্রকাশ্যে আসুক চাননি খেলাইপি। যে কারণে অপহরণ করেন তায়েবকে। সূত্রের খবর, কাতার বিশ্বকাপের আয়োজনের স্বত্বাধিকার সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তায়েবের হাতে চলে গিয়েছিল। এমনকি বিইন মিডিয়াকে দেওয়া ২০২৬ থেকে ২০৩০ সালের টেলিভিশন সম্প্রচার অধিকার সংক্রান্ত কিছু গোপন নথিও পেয়ে যান তায়েব। ঘটনাচক্রে এই মিডিয়া হাউসটির প্রধান হিসেবেও নিযুক্ত হয়ে রয়েছেন আল খেলাইফি। তায়েবের উকিল বলেছেন, বিষয়টি ফরাসি বিচারপতিদের তত্বাবধানে আসায় আমরা খুশি। ওঁরা নিশ্চয়ই এর সঠিক তদন্ত করবেন। এ দিকে, নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ উড়িয়ে খেলাপি বলেছেন, ''ওরা পেশাদার অপরাধী। নিজেদের বানানো গল্পের চেয়ে বেশি উকিল বদলেছে। বহু মানুষ আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সত্যি বলে মনে করছেন, এটা দেখে আমি অবাক। বিচার চলছে। সত্যি সামনে আসবেই। পেশাদার অপরাধীদের ব্যাপারে আমি এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না।''

ভারতীয় ফুটবলে নতুন অধ্যায়, সন্তোষ ট্রফিতে ভিএআর

রিয়াধ, ১ মার্চঃ ভারতীয় ফুটবলে নতুন অধ্যায়! এমনটা বলাই যায়। এ বারের সন্তোষ ট্রফির সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াধে। এর পাশাপাশি আরও একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার। এ বার সন্তোষ ট্রফিতে ব্যবহার হবে ভিডিয়ো অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি (ভিএআর)। ভারতে ঘরোয়া ফুটবলে যা প্রথম। এ দিন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের তরফে নিশ্চিত করা হয়েছে বিষয়টি। বেশ কিছুদিন আগে ফেডারেশনের সভায় ভারতীয় ফুটবলের রূপরেখা তৈরি হয়েছিল। সেখানে ভিশন ২০৪৭-এর কথা বলা হয়েছিল। স্বাধীনতার একশো বছরে ভারতীয় ফুটবলকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিতে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এআইএফএফ। এর মধ্যেই সেই পরিকল্পনা বিভিন্ন ভাবে বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হচ্ছে। তারই একটা বলা যেতে পারে এই সিদ্ধান্তকে। সন্তোষ ট্রফির মূলপর্বে রেফারিং নিয়ে নানা বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। সেই বিতর্ক কিছুটা হলেও কমবে সেমিফাইনাল ও ফাইনালে। সন্তোষ ট্রফিতে ভিএআর প্রযুক্তি ব্যবহার সম্পর্কে সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার সভাপতি কল্যাণ চৌবে বলেন, ''আজ, ১ মার্চ, প্রথম বারের জন্য ভারতের ঘরোয়া ফুটবলে ভিএআর ব্যবহার হতে চলেছে। ভারতীয় ফুটবলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায়ের শুরু। এখান

থেকেই আমরা শিখতে পারব, ঘরোয়া লিগগুলিতেও কী ভাবে নানা প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করা যায়। কোনও বিদেশি ফুটবলার ছাড়া ভারতীয় ফুটবলের খাটি রূপ দেখা যাবে এই টুর্নামেন্টে। এই মুহূর্তটা স্মরণীয় করে রাখতে চাই।'' সন্তোষ ট্রফির মাধ্যমে ভারতের তরুণ ফুটবলাররা নিজেদের মেলে ধরা সুযোগ পাবে, এমনটাই মনে করেন ফেডারেশন সভাপতি। তিনি আরও যোগ করেন, ''সন্তোষ ট্রফি দেশের অন্যান্য কোনও টুর্নামেন্টের থেকে একে বারেই পিছিয়ে নয়। আমাদের দেশেও প্রচুর প্রতিভা রয়েছে। ওদের কাছে দক্ষতা প্রমাণের মঞ্চ এই টুর্নামেন্ট। ফেডারেশন চাইছে, ভারতীয় ফুটবলারদের প্রচুর ম্যাচ খেলার সুযোগ করে দিতে। যত বেশি সম্ভব ম্যাচ সম্প্রচারের মাধ্যমে ওদের প্রচারের আলোয় আনারই চেষ্টা থাকবে।''

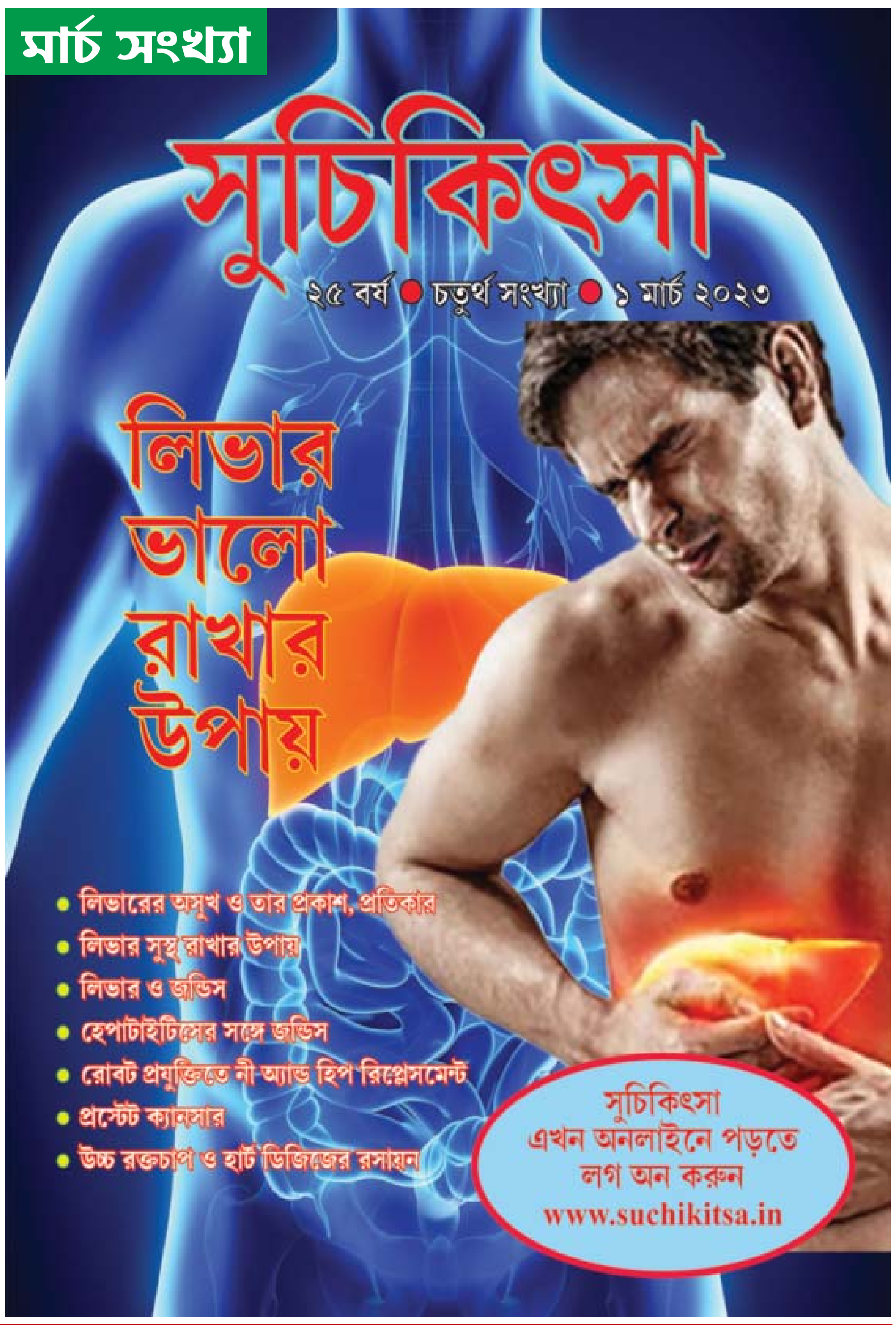

ফিফার ভুলে আর্জেন্টিনার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আলভারেজ যখন 'স্প্যানিশ'

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

এবারের ফিফা 'দ্য বেস্ট' পুরস্কারে ছিল আর্জেন্টাইনদের জয়জয়কার। সেটি হওয়াই স্বাভাবিক, তারা যে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। লিওনেল মেসি পেয়েছেন ২০২২ সালের সেরা পুরুষ ফুটবলারের 'বেস্ট' ট্রফি, লিওনেল স্কালোনি হয়েছেন সেরা কোচ, সেরা গোলরক্ষক হিসেবেও আছেন একজন আর্জেন্টাইন-এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। গত ডিসেম্বরে কাতার বিশ্বকাপে ৩৬ বছরের শিরোপা-খরা কাটানোর পর আর্জেন্টাইনদের বৃহস্পতি এখন তুঙ্গে। তবে এসবের পরও মন খারাপ হুলিয়ান আলভারেজের। এবার বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার অন্যতম সেরা এই ফুটবলারকে নিয়ে বড় এক ভুলই করেছে ফিফা। খেলোয়াড়দের ভোট পাওয়ার যে তালিকা ফিফা নিজেদের ওয়েবসাইটে প্রথমে প্রকাশ করেছিল, সেটিতে আলভারেজের জাতীয়তা দেখানো হয়েছে 'স্প্যানিশ'। আলভারেজ এবারের ভোটাভুটিতে

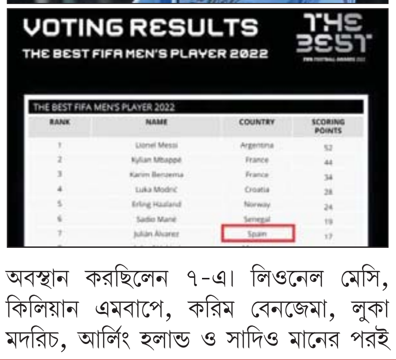

THE BEST FIFA MEN'S PLAYER 2022

RANK	NAME	COUNTRY	SCORING POINTS
1	Lionel Messi	Argentina	52
2	Kylian Mbappé	France	44
3	Karim Benzema	France	34
4	Luka Modrić	Croatia	28
5	Erling Haaland	Norway	24
6	Sadio Mané	Senegal	19
7	Julián Álvarez	Spain	17

অবস্থান করছিলেন ৭-এ। লিওনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপে, করিম বেনজেমা, লুকা মদরিচ, আর্লিং হলান্ড ও সাদিও মানের পরই ছিল এই তরুণ আর্জেন্টাইন তারকার অবস্থান। নেইমার, আশরাফ হাকিমি, মহম্মদ সালাহ, কেভিন ডি ব্রুইনা, রবার্ট লেভানডফস্কি, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ও জুড বেলিংহামদের ভোটাভুটিতে পেছনে ফেলেছিলেন আলভারেজ। প্যারিসে গত পরশু রাতে জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মেসির হাতে তুলে দেওয়া হয় এ বছরের 'দ্য বেস্ট' পুরস্কার। প্রথানুযায়ী ফিফা নিজেদের ওয়েবসাইটে অনুষ্ঠানের পরপরই ভোট পাওয়া শীর্ষ খেলোয়াড়দের তালিকা, কে কাকে ভোট দিয়েছেন, তা বিস্তারিত প্রকাশ করে। সেখানেই ধরা পড়ে আলভারেজকে নিয়ে ফিফার এই অবিশ্বাস্য ভুল। বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার জার্সিতে দুর্দান্ত ছিলেন আলভারেজ। গোল করেছেন ৪টি। এর মধ্যে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে সেমিফাইনালে করেছিলেন জোড়া গোল। ম্যানচেস্টার সিটির এই ফুটবলার এত কিছুর পরও ফিফার 'দ্য বেস্ট' আয়োজনে 'স্প্যানিশ' জাতীয়তা কীভাবে পেলেন, এ নিয়ে এখন ক্ষোভ জানিয়েছে আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501